উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় ७७রবঈ সংব



রাজ্য প্রাথমিকে স্কুলছুট শূন্য পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও স্কুলছট নেই। কেন্দ্রীয়

শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্টে এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শান্তনু, আরাবুলকে সাসপেন্ড আরজি কর কাণ্ডের জেরে রাজ্যসভায় প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন এবং ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলামকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল।

_{নবোচ্চ} সর্বা **শিলিগুড়ি**

>0° ২৬° ১০° ২৬°

দগ্ধ নগরী

২৭° ১১° আলিপুরদুয়ার



৯০০ চালক, কনডাক্টর নিয়োগ ৪৫০ জন করে চালক ও কনডাক্টর নিয়োগে ছাড়পত্র দিল অর্থ দপ্তর। আপাতত এইসব

» **9** পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হবে।

২৬ পৌষ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 11 January 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 233

রাত্রিবাস নিষিদ্ধা বক্সায়

হোমস্টে, রিসর্টের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতই

রিমি শীল ও অসীম দত্ত

কলকাতা ও আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি : ভরা পর্যটন মরশুম। কিন্তু আরও অন্তত ১৮ দিন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বনে রাত্রিবাস নিষিদ্ধ। খোলা যাবে না হোমস্টে, রিসর্ট কিংবা বাংলোর দরজা। হাইকোর্টের মন্তব্যে ওই বনে রাত্রিবাসে নিষেধের মেয়াদ বৃদ্ধির ইঙ্গিত আছে মনে হচ্ছে। হোমস্টে, রিসর্ট খুলতে সক্রিয়তার জন্য রাজ্য সরকারকে কার্যত ভর্ৎসনা করেছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ

. তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'বাঘ সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট জঙ্গলে কীভাবে পর্যটন ভিলেজ তৈরি করা হল? সেখানে পাথর ভাঙা হচ্ছে। এসব কি রাজ্যের ভেবে দেখার প্রয়োজন নেই?' তীব্র ব্যঙ্গ করে তিনি বলেন 'ওই এলাকা ফেলে রেখেছেন কেন? ওখানে নির্মাণ ব্যবসা শুরু করে দিন।' তারপরই আদালত নির্দেশ দেয়, 'সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে রাজ্য সরকারকে। ওই এলাকায় কাজ করা বন্ধ করুন। কোনও নিমাণ থাকলে সরিয়ে দিন।'

১৮ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানির দিন পর্যন্ত বক্সা বনে রিসর্ট, হোমস্টে, বাংলো বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় শুক্রবার। মূল নিষেধাজ্ঞাটি ছিল জাতীয় গ্রিন ট্রাইবিউনালের। তা সত্ত্বেও অবাধে পর্যটকদের রাত্রিবাস চলছিল একটি স্থগিতাদেশের সুযোগ নিয়ে। হাইকোর্ট সেই আদেশ তলে নেওয়ায় বডদিনের ছটির আগে ১৭ ডিসেম্বর থেকে আবার হোমস্টে, রিসর্ট বন্ধের নোটিশ দেয় বন দপ্তর। সেই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে যে মামলা করেছিল হোমস্টে, রিসর্ট মালিকদের সংগঠন, শুক্রবার তারই শুনানি ছিল।

আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সীর বক্তব্য, 'শুনানি আমাদের পক্ষেই গিয়েছে। কিন্তু আরও ১৮ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এটা পর্যটনের মারাত্মক ক্ষতি।' হোমস্টে মালিকরা রাখঢাক না রেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রাজাভাতখাওয়ার হোমস্টে মালিক ফ্রান্সিস টোপ্পো বলেন, 'গোটা পর্যটনের মরশুমে আমাদের ক্ষতি হয়েছে। আরও ১৮ দিন অপেক্ষার পরেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলে পথে বসে পড়ব।'

জয়ন্তীর একটি হোমস্টে মালিক জগদীশ ওরাওঁয়ের কথায়, 'ভরা মরশুম শুখা কাটাতে হল।আমার হোমস্টের

৭ জন কর্মীকে বেতন দিতে পারছি না।' মূল মামলাটি হয় পরিবেশবিদ সভাষ দত্তের আবেদনের ভিত্তিতে। জাতীয় গ্রিন ট্রাইবিউনালের ২০২২ সালের রায়ের বৈধতা নিয়ে এদিন আদালতে প্রশ্ন ওঠে। তাই এ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পরবর্তী শুনানির দিন পেশ করার নির্দেশ দেন বিচারপতি। আদালতে উপস্থিত ছিলেন সুভাষ দত্ত। তাঁর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।





সুভাষকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'আপনি একসময় এসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু এখন ওই বনাঞ্চলকে বাঁচানোর সদিচ্ছা দেখতে পাচ্ছি না। এটা আপনার ভাবমূর্তির সঙ্গে মেলে না।' সুভাষ বলেন, 'ওই এলাকায় ভিভিআইপিদের জন্য গেস্টহাউস আদালতের নির্দেশে ভেঙে ফেলা হয়। ওই এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ নদী রয়েছে। সংরক্ষিত ওই এলাকায় এই ধরনের কাজকর্মে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিস্থিতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

রাজ্যের তরফে অবশ্য যুক্তি দেওয়া হয়, বনাঞ্চলের একদিক ব্যবহৃত হলেও সংরক্ষিত এলাকা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি। এরপর দশের পাতায



দাবানলের আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার পর লস অ্যাঞ্জেলেস সংলগ্ন এলাকা। শুক্রবার। - এএফপি

এমজি রোড তৈরির দায়িত্ব নিল জোডএ

জয়গাঁ, ১০ জানুয়ারি : নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে জয়গাঁর এমজি রোড। আর এই রাস্তার দায়িত্ব নিল জয়গাঁ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (জেডিএ)। প্রায় ৪ কোটি টাকা খরচ করে ওই রাস্তা তৈরি হবে। প্রতীক্ষার অবসান হবে, ভাঙাচোরা রাস্তা থেকে মুক্তি মিলবে শুনেই খুশি জয়গাঁ শহরবাসী। জয়গাঁ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'এমজি রোডের কাজ আমরাই করব। জনগণের অনেক হয়রানি হচ্ছে দেখেই এই সিদ্ধান্ত। ডিপিআর মঞ্জর হলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।

শহরের এই এমজি রোড নিয়ে দীর্ঘদিন রয়েছে নানান অভিযোগ। বিশেষ করে তিন বছর ধরে এই রাস্তাটি এতটাই বেহাল হয়ে গিয়েছে যে, হাঁটাচলার উপায় নেই। এমজি রোড থেকে বৌবাজার ভূটানগেট পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তায় কতগুলি যে গর্ত রয়েছে সেই হিসেব বাখা মুশকিল। ছোট গর্ত মিলিয়ে এই রাস্তা বর্তমানে মরণফাঁদ হয়েছে। রাস্তাটি একটি টু-ওয়ে রাস্তা। এমজি রোড ধরে সোজা চলে গেলে বৌবাজার ভুটানগেট। ডানদিক ঘুরে গেলে লিংক রোড। বৌবাজার ভূটানগেট থাকায় এমজি রোড জয়গাঁ শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোড।

এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীদের 'এই রোডে শীতকালে ধুলো উড়তে থাকে। আর বর্ষায় এই সড়ক দেখলে মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হবে। বড় বড় গর্তে জল জমে তা পুকুরের আকার নেয়। একবার সেই জলে ভরা গর্তে কোনও গাড়ির চাকা ঢুকে গেলে সেটিকে তুলতে আসতে হয় আশপাশের ব্যবসায়ীদের, ডেকে আনতে হয় গ্যারাজকর্মীদের। ব্যবসায়ীরা মিলে এক-দু'বার এই রাস্তা ঠিক করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ছোট পাথর ও বালি ফেলে বন্ধ করা হত গর্ত। কিন্তু ভারী বৃষ্টি হলেই যে-কে-সেই অবস্থা। ধুয়ে যায় পাথর, বালি।

বিজিবি'র বাধা উপেক্ষা করেই কাজ

ান্তে বেডা গ্রামবাসার

মেখলিগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি : ভারত–বাংলাদেশ দুই দেশের সীমান্তের উত্তেজনার মাঝে এ এক অন্য চিত্র দেখল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি থানার ১৩৫ খরখরিয়া এলাকা। সীমান্ত

অনপ্রবেশ থেকে গোরু পাচারের রমরমা এখানে। শুধু তাই নয়, খোলা সীমান্তের সুযোগ নিয়ে এপারে এসে ভারতীয়দের ফসল কেটে নিয়ে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। কখনও জমির ফসল নম্ভ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের অতিষ্ঠ অত্যাচারে খরখরিয়া এলাকার বাসিন্দারা। এই সমাধানে কৃষকরা এর আগে বিএসএফের দারস্ত হয়েছিলেন বেশ কয়েকবার। বিএসএফ সেখানে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু বিজিবি'র বাধায় বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। এবার কৃষকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। শুক্রবার নিজেরাই অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়ার সামগ্রী কিনে এনে একেবারে জিরো পয়েন্টে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করলে বিজিবি ফের বাধা দেয়। কিন্তু গ্রামবাসী সেই বাধা উপেক্ষা করেই বেড়া দেওয়ার কাজ করেন। সীমান্তে প্রায় দেড় থেকে দুই কিলোমিটার অস্থায়ী বেড়া দেন গ্রামবাসী। বেড়া দেওয়ার কাজে বিএসএফ সরাসরি যুক্ত না থাকলেও ক্ষকদের নিরাপতায় অবশ্য জওয়ানরা পাহারায় ছিলেন।

গ্রামবাসীদের দাবি, ওই সীমান্তে বাকি আরও ২-৩ কিমি খোলা সীমান্ত রয়েছে। শীঘ্রই সেখানেও অস্থায়ী বেড়া দেওয়া হবে। বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি সর্যকান্ত শর্মার বক্তব্য, 'সীমান্তে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষার জন্য আমরা বিজিবি'র সঙ্গে বৈঠক করেছি। বর্তমানে

পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

প্রথম দিকে বেড়া দেওয়ার কাজে বিজিবি বাধা দিলেও পরে তারা পিছু হটে। তবে বিকেলের দিকে বিষয়টি জানাজানি হতেই



- খোলা সীমান্তের সুযোগ নিয়ে এপারে এসে ভারতীয়দের ফসল কেটে নিয়ে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা
- সমস্যার সমাধানে কৃষকরা এর আগে বিএসএফের দারস্থ হয়েছিলেন বেশ কয়েকবার
- বিজিবি'র বাধায় বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি
- অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়ার সামগ্রী কিনে এনে একেবারে জিরো পয়েন্টে বেড়া দেন সীমান্তের বাসিন্দারা

বাংলাদেশের দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে জড়ো হন আরও প্রচুর মান্য। যদিও বিএসএফের কড়া নিরাপত্তায় সীমান্ডে ঘেঁষতে পারেননি তাঁরা। অস্থায়ী বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে সীমান্তে যাতে বডসডো বিশৃঙ্খলা এরপর দশের পাতায়

গৌতম সরকার চাই। লাও বটে, তারুণ্য কি আর কেনা হয়! চাই। সদস্য পাওয়া যায় নাকি! দেখে-শুনে রবীন্দ্রনাথের গানটা

মনে পড়ে... তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই! 'মনোহরণ চপলচরণ' তারুণো

🖊 সাদা কথায়

নতুন মুখের

খোঁজে নিষ্ফল

মাথা কোটে

রাম, বাম

তকণ

আরও সদস

ভরা সোনার হরিণের বড় অভাব! 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।' নেতৃত্বে তারুণ্য খুঁজছে

সিপিএম। বিজেপি হন্যে এক কোটি সদস্যের খোঁজে। জাঁকিয়ে শীত বাংলায়। ঠান্ডায়

স্নান করছে গঙ্গাসাগর। দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা শূন্য। শীত মানে পিঠের গন্ধ। দুয়ারে পৌষ সংক্রান্ত। শীত মানে ইংরেজি নববর্ষ। শীত মানে বসন্তের পদধ্বনি। শীত মানে আগামীর শপথ। সেই শপথ নিতে সিপিএমে এখন সম্মেলন পরব। ব্রাঞ্চ থেকে শুরু। এরিয়া, জেলা, রাজ্য হয়ে পার্টি কংগ্রেসে শেষ হবে। দীর্ঘ সম্মেলন যাত্রা। নতুন কমিটি। নতুন নেতৃত্ব। আর বার্ধক্যের স্থবিরতা নয়। প্রাণচঞ্চলতা চাই। নতুন রক্ত চাই। তাজা প্রাণ।

সিপিএমে থাকতে রেজ্জাক মোল্লা দলে কালো চুল বাড়ানোর করেছিলেন। সওয়াল সিপিএমে নেই। সিপিএম এখন কালো চুলের জন্য মরিয়া। কমিটিতে ৩১ বছরের উধের্ব কত সদস্য রাখতে হবে, তার আইন হয়েছে। শুধু আইন দিয়ে কি হয়! হয় না। সিপিএমের সদ্য কলকাতা জেলা সম্মেলনের রিপোর্ট তার অকাট্য প্রমাণ। ওই রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০১৫-তে দলে ৩১ বছরের নীচে সদস্য ছিল ৪.৬ শতাংশ। ২০২৪-এ হয়েছে ৪.৩ শতাংশ।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আবার চুল ছেঁড়ার অবস্থা। দলটা সবেতেই বিশ্বগুরু হতে চায়। বৈশ্বগুর চায়। প্রধানমন্ত্রী নিজে বিশ্বগুরু হতে চান। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দলের তকমাটা ধরে রাখতে চায়। তাহলে বাংলায় এমন ছন্নছাডা দশা থাকলে কী চলে! সদস্য সংগ্রহের মেয়াদ

এরপর দশের পাতায়

হাতির সঙ্গে



এই পিলখানাতেই হাতিদের সঙ্গে সেলফি জোন হবে।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : মাত্র ২০ টাকায় হাতিদের সঙ্গে সেলফি তোলার সুযোগ করে দিচ্ছে জলপাইগুড়ির গ্রুমারা বন্যপ্রাণ এলিফ্যান্ট ধূপঝোরা ক্যাম্পের পিলখানায় কুনকি হাতিদের সঙ্গে পর্যটকদের সেলফি তোলার এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে 'এলফি'। বন্যপ্রাণ বিভাগের জেনি, হিলারি, মাধুরী, ডায়নার মতো কুনকি হাতিদের সঙ্গৈ দেড় ঘণ্টা কাটানোর काँक निष्कत मूळीकात निक्सी তোলার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা। চলতি শীতের মরশুমেই ধূপঝোরার এই এলফি জোনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে।

ধূপঝোরায় বন্যপ্রাণ বিভাগের এলিফ্যান্ট ক্যাম্প রয়েছে। ডিসেম্বর থেকে বন্ধ থাকা কটেজগুলিও খুলে দেওয়া হয়েছে। ধুপঝোরায় এলিফ্যান্ট ক্যাম্পেই রয়েছে কুনকি হাতিদের পিলখানা। এখানেই বন দপ্তরের মাহুত ও পাতাওয়ালাদের তত্ত্বাবধানে থাকে মাধুরী, হিলারিরা। প্রতিদিন জঙ্গলে টহল দিয়ে কলা গাছ সংগ্ৰহ করার পর নদীতে স্নান করিয়ে তাদের পিলখানায় নিয়ে আসা হয়। অনেক সময় পিলখানাতেই কুনকিদের স্নান করিয়ে দেন মাহুতরা।

ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যম্পে কুনকিদের নদীতে স্নান করানোর সময় পর্যটকদের যাওয়ার অনুমতি খুব শীঘ্রই জানিয়ে দেবে বন দপ্তর।

ছিল। একসময় হাতিকে স্নান করাতেও পারতেন পর্যটকরা। কিন্তু সেসব এখন বন্ধ। পর্যটকদেব কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল হাতিকে স্নান করানো। তা বন্ধ থাকায় পর্যটকদের কথা ভেবে এবার এলফি জোনের ব্যবস্থা করেছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'বন দপ্তরের এই উদ্যোগ খবই আকর্ষণীয় হবে। যে কোনও পর্যটক ধূপঝোরায় গিয়ে মাত্র ২০ টাকায় এন্ট্রিনিয়ে হাতিদের সঙ্গে পিলখানার সামনে থেকে সেলফি তলতে পারবেন।

পিলখানার কাছে হাতিদের থেকে কিছুটা দূরত্বে দেওয়া হয়েছে ব্যারিকেড, যাতে কুনকির সামনে কোনও পর্যটক যেতে না পারেন। এই ব্যারিকেডের মুখেই বেশ কয়েকটি সেলফি জোন। এলিফ্যান্ট ও সেলফি শব্দ দুটিকে মিলিয়ে এই জায়গার নামকরণ করা হয়েছে 'এলফি

আপাতত পিলখানার সামনে ব্যারিকেড ও এলফি জোন তৈরির প্রস্তুতি শুরু করেছে বন্যপ্রাণ বিভাগ। সকালের একটা নির্দিষ্ট সময় নাকি দুপুরের দিকে এলফি জোনে যাওয়ার অনুমতি মিলবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। একসঙ্গে কতজন পর্যটক এলফি জোনে যেতে পারবেন, তাও

মনের কথা থেকে মাটির কথা



জনতার 🏁 **हार्जिशि**ड



अश्टामत् > ઑલી(પુર হোট নদ

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতন সেগমেন্ট

১৭ বছর সংসার, হাতে



দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি : জীবন মাঝেঁমধ্যে থমকে যায়। কিন্তু কথায় আছে না, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়! সেই উপায়কে হাতিয়ার করেই কেউ কেউ সেই থমকে থাকা জীবনকে ফের পথ চলতে শেখান। এই যেমন আলিপুরদুয়ারের বাবুপাড়া এলাকার বাসিন্দা বছর ৩৬–এর বীণা সরকার শেখাচ্ছেন। ক্রাস নাইন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। প্রতিকূল সংসারে তারপর পড়াশোনায় ইতি। বয়স ১৮ হতেই বিয়ে। তারপর সংসার। সংসারের অভাব ঘোচাতে একটা সময় বাড়ি বাড়ি রান্নার কাজ করেছেন। স্বামী পেশায় ক্ষৌরকার।

বিদ্যালয় থেকে একই পরীক্ষায় ফের বই ওঠে। পড়াশোনা বন্ধ করার বসবেন। জীবন–ট্র্যাকে ফের ফেরার এই গল্প রীতিমতো অনুপ্রেরণার।

এরপর দশের পাতায়

সবাই প্রাণপাত করেছেন। স্ত্রীর জন্য বছর চারেক আগে স্বামী রঞ্জিতের এগিয়ে আসা। তিনি বললেন, 'পড়াশোনায় স্ত্রীর যে খুব আগ্রহ তা বিলক্ষণ জানতাম। তাই সংসারে মা এখন ক্লাস নাইনে পড়া ছেলে

১৭ বছর পর।দু'বছর আগে মাধ্যমিক দিয়েছেন। ভালো ফলও করেছেন। বীণার জন্য অবশ্য পরিবারের মেয়ে পম্পা সরকার বীণার পাশে, 'মা যখন পড়তে বসে আমি যতটা পারি ঘরের কাজ করে দিই। আর মা যাতে ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারে তাই মাঝেমধ্যে পড়া বুঝিয়েও দিই।'



মেয়ের সঙ্গে মা। চলছে পড়াশোনা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

উচ্চমাধ্যমিক সামান্য স্বাচ্ছন্য ফেরার পর আর দেরি রাজদীপের রোল মডেল, দিয়েছে। বীণা এবছর রবীন্দ্র মুক্ত করিনি।' সেই সূত্রেই বীণার হাতে মাঝেমধ্যে ফাঁকি মারতে খুব ইচ্ছে করত। কিন্তু আজকাল মাকে এভাবে পড়তে দেখে সেই ইচ্ছেটা একদমই হয় না।' রাজদীপ অবশ্য বরাবরই খুব

মন দিয়ে পডাশোনা করে। বীণা আজকাল খুব পড়ছেন। দেওয়ালে টাইমটেবল টাঙিয়েছেন। ঘড়ি ধরে পড়াশোনা চলে। দেখে প্রদীপ ভৌমিক, গোপা দে'র মতো শিক্ষক-শিক্ষিকারা যতটা সম্ভব প্রিয় ছাত্রীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। উচ্চমাধ্যমিক পাশের পার বীণা সরকারি চাকরি করতে চান, 'জানি কাজটা সহজ নয়। তবে আমি তাও চেষ্টা করে যাব। চেষ্টা করায় তো কোনও দোষ নেই!' সত্যিই নেই। আর এটাও সত্যি যে চেষ্টা না করলে কোনও গল্প লেখা হয় না। অনুপ্রেরণামূলক কিছু গড়ে ওঠে না। বীণার চেম্বাকৈ এলাকার সবাই তাই কুর্নিশ ঠুকছেন। মধ্য তিরিশের ওই মহিলার চেষ্টাতেই এলাকা যে এক নতুন পরিচিতি পেয়েছে।

মাত্র আট মাসের ব্যবধানে সুর বদল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গতবছর অস্টাদশ লোকসভা ভোটের সময়

বারাণসীতে নির্বাচনি প্রচারের ফাঁকে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের দৃত বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু আট মাস পর সেই অবস্থান পালটে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি তো সামান্য মানুষ মাত্র। কোনও ভগবান নই।' শুক্রবার একটি পডকাস্ট অনুষ্ঠানে প্রথমবার অতিথি হিসেবে যোগদান করেন মোদি। জেরোধার সহ প্রতিষ্ঠাতা নিখিল কামাথের পিপল বাই ডব্লিউটিএফ পডকাস্ট সিরিজে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভলক্রটি হয়। আমারও হয়েছে। আমিও তো মানুষ। দেবতা তো নই। মানুষ বলেই ভুল হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে কখনও কোনও ভুল করিনি।' विस्तातिक नर्रेंग्रत शाकाग्र

'আমি

ভগবান নই

জলদাপাড়া যেন মাহুত গড়ার

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১০ জানুয়ারি : একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তখনই সাফল্য অর্জন করে যখন সেখানে থাকেন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক। যাঁদের শিক্ষায় তৈরি হয় প্রচুর মেধাবী ছাত্রছাত্রী। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান যেন অনেকটা সেরকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেখানে রয়েছেন রবি বিশ্বকর্মাদের মতো অভিজ্ঞ মাহুত। যাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সঙ্গে তুলনা করেন এই জাতীয় উদ্যানের অন্য মাহুতরা। তবে এই জাতীয় উদ্যানে প্রচুর বিশেষজ্ঞ মাহুত কাজ করে গিয়েছেন। আর তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে ব্যাটন হাতে তুলে নিয়েছেন রবি। যার তুলনা রবি নিজেই। যতই দামাল বুনো হাতি দাপিয়ে বেড়াক না কেন, রবির উদয় হতেই সব দামালরা ল্যাজ গুটিয়ে পালাতে থাকে জঙ্গলের পথে। সেই কারণেই বৃহস্পতিবার জোড়া হাতি তাড়িয়ে হিরো মাহুত রবি বিশ্বকর্মা। ফালাকাটার মতো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা আগেও করেছেন তিনি। তবে রবির কথায়, 'একজন মাহুত যত বেশি সাহসী হবেন তার হাতিও তত বেশি সাহসী হয়।' আর এই মন্ত্র তিনি শিখেছেন তাঁর গুরুমাতা পার্বতী বড়য়ার

শিক্ষাগুরু রঘুনাথ রায়, জানবকস

দীনবন্ধু রায়ের কাছেও শিখেছেন। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান যেন কুনকি হাতি তৈরির বিশ্ববিদ্যালয়।





আর বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের

ভাইস চ্যান্সেলার হলেন রবি বিশ্বকর্মা। যদিও আরও কয়েকজন শিক্ষক রয়েছেন যাঁরা রবির মতোই অভিজ্ঞ হয়ে উঠছেন।

১৯৯১ সালে কুনকি হাতির পাতাওয়ালার কাজে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে রবি বিশ্বকর্মার কাছ থেকে। তবে তাঁর মাহুতের পেশাগত জীবন শুরু।

এরপর দশের পাতায়

রামসার সাইটে জুড়তে পারে নাম

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১০ জানুয়ারি : কোচবিহারে শুক্রবার রসিকবিল পরিদর্শনে পর্যটনকেন্দ্র গিয়েছিলেন বিধানসভার স্ট্যান্ডিং প্রতিনিধিদল কমিটির এবং আধিকারিকরা। এদিন প্রশাসনিক রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শনের রসিকবিলকে পর রামসার সাইটে অন্তর্ভুক্ত করার আশা দেখছে বন দপ্তর। রামসার সাইটে রসিকবিলের নাম অন্তর্ভুক্ত হলে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে সেটি। পাশাপাশি ্র এলাকাবাসীর জীবনযাত্রারও উন্নতি ঘটবে।

স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান অপূর্ব সরকার বললেন, 'রসিকবিল পর্যটনকেন্দ্র দেখে আমরা খশি। পরিকাঠামোগত দরকার। বন দপ্তরের কয়েকটি দাবি জানানো হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'এর রসিকবিলকে রামসারে অন্তর্ভুক্তের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। সেইমতো আমরা আবার মুখ্যমন্ত্রীকে জানাব। এছাড়া, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে রসিকবিলের উন্নয়নে বিধানসভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পেশ করা হবে।'

তিনি আরও জানান, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং জেলা বন দপ্তরের সহযোগিতায় রসিকবিল মিনি জু-কে নতুন রূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সময়ে কচুরিপানা পরিষ্কার হওয়ায় এবছর অনেক পরিযায়ী পাখি এসেছে।

বিভিন্ন দেশের জলজ পরিবেশের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে রামসার সাইটের স্বীকৃতি মেলে। রসিকবিলে



চিড়িয়াখানা ঘুরে দেখছে বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধিদল।

রসিকবিলকে রামসারে অন্তর্ভুক্তের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এটি দেখে আমরা খুশি। এর পরিকাঠামো উন্নয়নে বিধানসভায় রিপোর্ট পেশ করা হবে।

> - অপর্ব সরকার. চেয়ারম্যান, স্ট্যান্ডিং কমিটি

বিলপ্তপ্রায় গাছ এবং জলজ প্রাণী রয়েছে। তাই সেগুলিকে সংরক্ষণের জন্য রামসার সাইটে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এর জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সুপারিশ করলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই অনমোদন মিলতে পারে বলে ধারণা বন দপ্তরের।

তখন ইউনেসকো রসিকবিলের জলজ প্রাণী ও জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করবে। এদিন মূলত পাবলিক আন্ডারটেকিংস পরিকল্পনা নিয়ে তুফানগঞ্জ-২ ব্রকে রসিকবিল মিনি জু পরিদর্শনে যান বিধানসভার চার বিধায়কের প্রতিনিধিদল। বাদুড়িয়ার বিধায়ক কাজি আবদল রহিম. দক্ষিণ কাঁথির অরূপকুমার দাস, শিলিগুড়ি-ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির শিখা চটোপাধ্যায় এবং কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার। শাসক এবং বিরোধী প্রতিনিধিরাও দলের কমিটিতে রয়েছেন।

দলের সদস্যরা রসিকবিলের ঘড়িয়াল জলাশয়, জঙ্গল উদ্ধারকেন্দ্র, হরিণ ও চিতাবাঘের এনক্লোজার এমনকি পাখিরালয় ঘুরে দেখেন। বনকর্মী এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। এদিন রসিকবিলে বিধায়কদের সংবর্ধনা কোচবিহার জেলা বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়, এডিএফও বিজনকুমার নাথ সহ রেঞ্জ

এনজেপিতে

অপরাধে জড়াচ্ছে

কাঙালিদের

একাংশ

মিঠুন ভট্টাচার্য

ট্রেনে সফর অনেক সময়ই হয়ে ওঠে

চিন্তার। যেমনটা হল কোচবিহারের

মানিক শিকদারের সঙ্গে। তাঁর

ব্যাগ খোয়া যায়। অভিযোগ,

সেই চুরির পিছনে রয়েছে এক

নাবালক 'কাঙালি'। আলিপুরদুয়ার,

কোচবিহার থেকে নিউ জলপাইগুড়ি

কিংবা মালদার ট্রেন রুটে এক ছবি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্দেহের তির

ওই কাঙালিদের দিকে। একাধিক

চুরি, মাদক পাচারে জড়িয়ে পড়ছে

নাবালককে টাকা চাইতে দেখা যায়।

স্থানীয়দের কাছেই ওরাই 'কাঙালি'

নামে পরিচিত। কীভাবে ওই খুদেদের

একাংশ অপরাধ জগতে জড়িয়ে

পাচারে এই কাঙালিদের ব্যবহার

করছে দুষ্ণতীরা। সম্প্রতি বিহারের

কিশনগঞ্জ থেকে ব্রাউন সগার নিয়ে

আসার কাজে জড়িয়েছে এনজেপির

কাঙালিদের একটি দল। জিআরপির

'বহুদিন থেকেই এই সমস্ত শিশু

ও নাবালকের দেখভালের ব্যবস্থা

করছে জিআরপি। কিন্তু সমস্যা

হচ্ছে, বাইরের জগতে ওদের মন

বসে যাওয়ায় সুশুঙ্খল বন্দি জীবনে

আগেই ডিব্রুগড়-হাওড়া কামরূপ

এক্সপ্রেসে চেপে মালদা যাওয়ার সময়

তাঁর ব্যাগ খোয়া যায়। তাঁর দাবি,

ওই ব্যাগ চুরির পিছনে এনজেপি

স্টেশনের এক কাঙালি রয়েছে।

ওই ঘটনার কয়েকদিন পরে ট্রেনের

জানলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মোবাইল

নিয়ে দৌড়ে পালায় আরেক নাবালক।

ফোনের মালিক এনজেপি জিআরপি-

আরপিএফে অভিযোগ জানালে এক

নাবালককে চিহ্নিত করা হয়। ওই

নাবালকটি একটি দোকানে ফোনটি

বিক্রি করেছে বলে জানায়। অপরাধে

যুক্ত এই কাঙালিদের স্বাভাবিক

জীবনে ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনকে

আরও তৎপরতা দেখাতে হবে বলে

রেলযাত্রীদের মত।

মানিক জানালেন, দিনকয়েক

ফিরতে চাইছে না।'

এক

আধিকারিকের কথায়,

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটে মাদক

পড়ছে তা ভাবাচ্ছে প্রশাসনকে।

কামরা সাফাই করে একদল

কাঙালিদের একাংশ।

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি

অফিসার রানা রহমান।

আজ টিভিতে



র্যাপটরস বিকেল ৫.৩৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.৩০ কি করে তোকে বলবো, সন্ধে ৭.২৫ সেন্টিমেন্টাল, রাত ১০.০৫ হিরো

বাংলা সিনেমা : বেলা ১১ সুইৎজারল্যান্ড, দুপুর ২.৩০ গীত সংগীত, বিকেল ৫.০০ বাবা কেন চাকর, রাত ৯.৩০ দাদার কীর্তি, ১২.০০ বাঞ্ছারামের বাগান

कालार्भ वाःला भित्नभा : भकाल ১০.০০ জন্মদাতা, দুপুর ১.০০ নায়ক-দ্য রিয়াল হিরো, বিকেল ৪.০০ সূর্য, সন্ধে ৭.৩০ অন্নদাতা, রাত ১০.৩০ দুজনে, ১.০০ চার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বাঘিনী कालार्भ वाःला : मूर्यूत २.००

মহাগুরু আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ স্টডেন্ট নম্বর ওয়ান

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.১৫ আজব গজব লভ, দুপুর ২.০০ আজহার, বিকেল ৪.৩০ বাদশাহ পহেলওয়ান, সন্ধে ৬.৪৫ বাদভ রাসকাল, রাত ৯.০০ বিবি নম্বর ওয়ান, ১১.৪৫ চার্মস বন্ড

মুভিজু নাও : দুপুর ১২.৩৫ জমানজি-দ্য রকি-থ্রি, ২.১৪ নেক্সট লেভেল, বিকেল ৪.১৪ দ্য নিউ মিউট্যান্টস, ৫.৪১ সল্ট, সন্ধে ৭.১৯ লেক প্লাসিড ভাসার্স অ্যানাকোন্ডা, রাত ৮.৪৫ ইনটু দ্য ব্লু



বেপরোয়া দুগা কি জানতে

পারবে ওর আসল পরিচয়?

জগদ্ধাত্ৰী সন্ধে ৭.০০



দাদার কীর্তি রাত ৯.৩০ জি বাংলা সিনেমা



লাইল লাইল ক্রোকোডাইল রাত ৯.০০ সোনি পিক্স

হাজিরা এড়ালেন নিখিলরঞ্জন

কোচবিহার, ১০ জানুয়ারি কলকাতায় এমএলএ হস্টেল সংক্রান্ত ঘটনায় ফের হাজিরা এড়ালেন বিধানসভা দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। গত ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শেক্সপিয়র সরণি থানাতে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি হাজিরা এড়ান। তদন্তকারী অফিসারকে তিনি জানান ৭ জানুয়ারির পর তিনি হাজিরা দিতে পারবেন। শুক্রবার তিনি ফের জানিয়ে দেন, 'আমি এখন ব্যস্ত রয়েছি। ২০ জানুয়ারির পরে হাজিরা দিতে পারব।'

e-Tender Notice Office of the BDO. Banarhat Block, Jalpaiguri Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide e-NIT No. e-NIT No: BANARHAT/ BDO/NIT-004/2024-25. Last date of online bid submission 24/01/2025 Hrs 06:00 P.M. respectively. For further details you may visit https:// wbtenders.gov.in

BDO, Banarhat Block

TENDER NOTICE

Sealed and superscribed tenders are invited for sale of 35 litchi trees for one year from bonafide merchants. For details visit ctri.icar.gov.in

Sd/-Head, ICAR-CTRI Research Station Dinhata, Cooch Behar

Distribution of Shop Applications are invited from person/entities/

institutions/companies within Rajganj Block area for distribution of shop (General & IMDP) in front of Rajganj Panchayat Samiti. Last date of issue of application form to the eligible applicant is on 16.01.2025 upto 05.00 pm. Details will be available on all working days from 11:00 am to 05:00 pm at the office of the undersigned.

Sd/- Prasanta Barman, W.B.C.S. (Exe.), Executive Officer Rajganj Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে ওপেন ই-টেভার বিজ্ঞপ্তি নং ১৮৩-১৮৭-এমএলভিটি-২৪-২৫, তারিখ ০৭.০১.২৫।

ভিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, প্র রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিক্ডিং, পো. বলবলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেভার আহান করছেন : ক্রমিক নং ১, টেভার নং ১৮৩-এমএলভিটি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনিয়র ভিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/মালদার অধিকারক্তেরে আসিটেন্ট ইঞ্জিনিয়াব/ভাগলপবের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ ভাগলপুর-২ শাখায় বরাহাট-বাঁকার মধ্যে টিআরআর(পি) ০,৪৩০ টিকেএম এবং বরাহাট-বাঁকা ও বরাহাট-দুমকার মধ্যে টিএফআর ৬০.৯৭ টিকেএম কাজের জন্য ওপেন ই-টেভার। টেভার মৃল্যমান ১.৪১.২১.০০৭.১৮ টাকা। ক্রমিক নং ২ টেভার নং ১৮৪-এমএলডিটি-২৪-২৫ কাজের নাম : সিনিয়র ভিভিসনাল টীভিনিয়াব /১ /মালদাব অধিকাবকেরে আসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে, ভাগালপর-১-এর শাখায় করলগতি-ভাগালপ আপ ও ভাউন এবং ভাগলপুর-বরাহাট ছল লাইন শাখায় অন্যান্ত আনুযক্ষিক কাভ সহ সিটিআরপি ম্যানুয়াল ১.৮ টিকেএম, সিটিআরএস ৮.২৫ টিকেএম, টিআরআর ০.২৮৬ টিকেএম ও টিএফআর ০.৬ টিকেএম কাজের জন্য ওপেন ই-টেভার। **উন্তার মৃল্যমান : ১,১২,৯৮,৬৬৮.**৪৪ টাকা। ক্রমিক নং ৩, টেভার নং ১৮৫-এমএলভিটি-২৪-২৫। কাজের নাম সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-৩/পৃ বেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধীনে সুলতানগঞ্সেটশনে লং হেইল ল্যুৎ লাইনের ব্যবস্থা করার সাথে যক্ত সিভিল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার** মৃল্যমান : ২,৮৯,৪৩,১৫৬.৫৮ টাকা ক্রমিক নং ৪, টেভার নং ১৮৬-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-০/পৃ রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপরের অধীনে বারিয়ারপুর স্টেশনে আপ ডিরেকশনাল ন্যুপের ব্যবস্থা করার সাথে যুক্ত সিভিল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার** মলামান : ১.৮২.৮২.০৭০.৫১ টাকা। ক্রনিক নং ৫, টেভার নং ১৮৭-এমএলভিটি-২৪-২৫। কাজের নাম সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-৩/পর রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্টেণ্ট

ম্ল্যমান : ১,৮৫,৩৮,২০৬.৪২ টাকা। টেভার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৯.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড www.ireps. gov.in/ভিআরএম অফিস/ এমএলডিটি। (MLD-187/2024-25) eয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেভার বিভাপ্তি পাওয়া যাবে আমাদের অনুসরণ করুন: 🔀 @EasternRailway

ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুরের অধীনে

আকবরনগর স্টেশনে আপ ডিরেকশনাল

ল্যুপের ব্যবস্থা করার সাথে যুক্ত সিভিল

চাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার**

Notice Inviting e-Tender

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

e-TENDER NOTICE

Matiali Panchayat Samiti

Matiali Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB/BLOCK/

ast date of online bid submission

For further details following site

may be visited http://wbtender

Block Development Office

মালিগাওঁএ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

সেবার প্রদান

ই-টেগুৰ নোটিস নং, সিওএন/২০২৪/

ভিসেম্বর/০২ তারিখঃ ০৬-১১-২০২৫

নিয়লিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং

খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে

ই-টেণ্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেণ্ডার আমন্ত্রণ

eরা হয়েছে: টেগুর নং, সিঁ**ই**/সি**ও**এন/বি-

এইচ/পিএমএস/২০২৪/১৪। কাজের নামঃ

উত্তর পূর্ব সীমাস্ত রেলওয়ের (নির্মাণ)

বালুরঘাট-হিল্লি নতুন ব্রভগেজ রেলপথ

প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত বাল্রঘাট-

কামারপারা খণ্ডের (দৈর্ঘ্যঃ ১৩.৭৮৭

কিলোমিটার) নতুন সিঙ্গল ব্রভগেজ লাইনের

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, বৈদ্যুতিকরণ

কাজ এবং সিগন্যালিং কাজের জন্যে প্রকল্প

ব্যবস্থাপনা সেবার প্রদান। টেঙার রাশিঃ

৩,৬৪,৩৮,৮২৩.৯২/- টাকা। বায়না রাশিঃ

৩.৩২.২০০/- টাতা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার

ভারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০২-২০২৫ তারিখের

১৪ ৩০ ঘণ্টার এবং খোলা মারেং ৩৪-০১-

২০২৫ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত

ই-টেভারের টেগুার প্রগত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য

www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলৰ

মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/কাটিহার ডিএল

পূর্ব রেলওয়ে

এমএলভিটি-২৪-২৫, তারিখ ০২.০১.২৫

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, প্র

বলবলিয়া, জেলা – মালদা, পিন-৭৬১১০১

প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন

্টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্রুমিক নং ১,

টেতার নং ১৬৩-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনিয়র ভিভিসনাল

ইঞ্জিনিয়ার/৩/মালদার অধিকারক্ষেত্রে

আসিটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপরের

অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/

পি.ওয়ে/জামালপুর-২-এর জামালপুর-কিউল

ণাখায় সকল আন্যঞ্জিক কাজ সহ

পিকিউআরএস ও ম্যানুয়াল দ্বারা আপ/এল

তে ৩৮৪.৯০০-৩৮৮.৪০০ = ৩.৫ কিমি সিটিআর(পি), সিটিআর(এস) ৯ টিকেএম,

টিআরআরএস ৪.৪৮১ টিকেএম কাজের জন

ওপেন ই-টেভার। টেভার মৃল্যমান

১,৫০,২৬,৫৫১,২৫ টাকা। ক্রমিক নং ২

টেভার নং ১৮২-এমএলডিটি-২৪-২৫

কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদ ভিতিসনে সিনিয়র ভিতিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-৩

এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে অ্যালুমিনে

থামিট এসকেভি প্রণালী দারা রেল জয়েন্টের

ওয়েন্ডিং ও পরিদর্শনের জন্য ওপেন

ই-টেভার। টেভার মূল্যমান : ৯৬,৯৯,৬৪৫,৮০ টাকা। টেভার বন্ধের

দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েৰসাইট বিবরণ

এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.

eয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেভার বিভাপ্তি পাওয়া যাবে

(MLD-188/2024-25)

gov.in/ভিআরএম অফিস/ এমএলভিটি।

তারিখ ও সময় : ২৮.০১.২০২৫

রেলওুয়ে, মালদা, অফিস বিশ্ভিং, পো

উত্তর পূর্ব গীমান্ত রেলওয়ে

প্রজেক্ট/মালিগাওঁ

Matiali, Jalpaigu

BDO/17/MATIALI/2024-25

10-01-2025 at 12:00 hrs.

e-Tenders are invited vide eNIT No.-24(e)/BDO/K-I of 2024-2025, Date-08.01.2025 by the BDO, Kaliachak-I Dev. Block, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. Of West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders. gov.in/www.malda.gov.in for details. Last date of Tender submission 23.01.2025 upto 15:00 hours.

Block Development Officer Kaliachak-I Dev. Block, Malda

e-TENDER NOTICE

Tender Reference No. CGEC/NIT-16(a)/2024-25 CGEC/NIT-16(b)/2024-25 CGEC/NIT-16(c)/2024-25 CGEC/NIT-16(d)/2024-25 CGEC/NIT-16(e)/2024-25

Conduction of 5 (Five) No.s of Nirman Sahayak rogrammes. For details visit: https://wbtenders.gov.in Sd/- (Dr. Prabal Deb) Principal **Cooch Behar Government**

নিউ বঙাইগাঁওয়ে বড় সংস্কারের কাজ

Engineering College

নং, ঃ আইএমএফ-এমপি-পিএলভি দবিকিউএস-৫৫৭, তারিখ ঃ ০৮-০১-২০২৫ মিলিখিত কাজের জন্য নিম্নত্বাক্তরকারী দ্বারা ই টভার আহান করা হয়েছে; কাজের নাম। গএভভব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত এভভব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমাং লেওয়ে, নিউ বড়াইগাঁওয়ে ১৪০০ এইচণি জিএল এবং বিএইচইএল -এর তৈরি ট্রাকশ টিরের বড আকারের সংস্থারের কাজ, পরিমাণ yি । বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৪,৩৫,৩৬,৯৩৬/- টাক ৰায়না মৃদ্য ঃ ৩,৬৭,৭০০/- টাকা; টেভার **কন্তের** তারিণ ও সময় **৩০-০১-২০২৫** তারিণে ১৫:০০ ায়। বিক্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে eps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন

সিভরিউএম, নিউ বঙাইগাঁও 📵 উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে क्षमा विद्या प्रायस्था ट्रम्सा

টেগুর নং. এন_১১_এইচকিউ_ चाँरेडिএস_२०२८-२৫ এর জন্যে **সংশোধনী नर. ১**

টগুর নোটিস নং, এন.১১.এইচকিউ.২০২৪ ২৫। কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দিয়া মণ্ডলে সূরকা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জনে টাকিং এবং লেভেল জনিং এলার্টের সঙ্গে হাতীর নাচল সনাক্তকরদের অর্থে হঞ্জী অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ প্রতির ব্যবস্থা করা। টেগুর বন্ধ হওয়ার তারিশ এবং সময়ঃ ২৪-০১-২০২৫ মরিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। সংশোধনীর বিস্তৃত খোর জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in

মহাপ্রবন্ধক (এসএগুটি), মালিগাওঁ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Tender Notice

Installation of leaded Doors and taking out Ventilations from X-Ray Unit, Kalimpong District Hospital. Rambi Rural Hospital Pedong Rural Hospital, Kalimpong, GTA. (Tender ID: 2025_HFW_798826_1; 2025_HFW_798826_2; 2025_ HFW_798826_3) (Last Date:

For details visit : www.wbtenders.gov.in The CMOH Office, Kalimpong Email: cmohkalimpong@gmail.cor

CMOH & member Secretary, DH & FW Samity, Kalimpong

18.01.2025) within 05:00 PM.

E-tenders are invited for

Sd/-

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট १४२०० (৯৯৫০/১৪ ক্যাবেট ১০ গাম)

পাকা খচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

হলমার্ক সোনার গয়না 98900

(৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) রুপোর বাট (প্রতি কেজি) ৯০৩৫০

খচরো রুপো (প্রতি কেজি) ৯০৪৫০ দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

NOTICE

tender for the supply of Setary Bedding- Clothing Dietary, Bedding and others for Bedding-Subhayan Home for Boys, Balurghat, Dakshin Dinajpur has been published Vide NIT No 10/ 17 SUBHAYAN/2025 to Dated SUBHAYAN/2020, 08/01/2025 For further details visit www.wbtenders.gov.in and www.ddinajpur.nic.in.

Sd/-Superintendent Subhayan Home for Boys Balurghat, Dakshin Dinajpur

Southend Conclave, 3rd Floor 1582, Rajdanga Main Road Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER e-Tenders are invited from eligible contractors / agency for Construction of 100MT. Storage Godown at Nava Basti S.K.U.S LTD., Dist. Darjeeling. Details are available in the website: https://wbtenders.gov.in/ nicgep/app

> Sd/-General Manager (Admin)

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-. 18
Memo No-19/ Dated-09.01.2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 17.01.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http:// wbtenders.gov.in & from office notice board of the undersigned during office hours.

Blg. P.S

Spoken English

ক্লাসে/বাড়িতে খুব সহজে ইংবেজি বলা শিখুন। স্টুডেন্ট/চাকরিজীবী/ গৃহবধৃদের জন্য দুদন্তি কোর্স। 86375-28788. (C/114317)

কর্মখালি

আবাসিক বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের জন্য প্রিন্সিপাল,হস্টেল সুপার, সায়েন্স, B Tech, BCA, এরাবিক টিচার প্রয়োজন। বুনিয়াদপুর, দঃ দিনাজপুর, Ph. 9775929069. $(C/11\hat{4}330)$

অ্যাফিডেভিট

আধার (398647058051) ভুলবশত সঞ্চিতা রায় লেখা হয়েছে। ২৯-১০-২৪ আলিপুরদুয়ার এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আ্যাফিডেভিট বলে জানাচ্ছি আমার প্রকৃত নাম সংগীতা রায় পিতা সুকাতু রায়, ঠিকানা পশ্চিম খয়েরবাড়ি, রাঙালিবাজনা, মাদারিহাট, জেলা আলিপুরদুয়ার। সঞ্চিতা রায় এবং সংগীতা রায়, পিতা সুকাতু রায় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (B/S)

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং AS 14 20020020945 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 27-12-24, সদর, কোচবিহার। E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Dwipendranath Tekarshali এবং Dwipendra NT Teko, S/o. Dwijendra Nath Tekarshali @ Rashlin Teko এক এবং অভিন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পূর্ব গোপালপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/113158)

নোটারি (সদর) কোচবিহার, পঃবঃ তাং 10-01-25 আফিডেভিট বলে আমি Suparna Das Mandal এবং Suparna Das, Spouse of Service No. 6386476X, Rank Ex-NK, Late Bhabatosh Das, Suparna Das Mandal এবং Suparna Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার জন্মের তারিখ 08-03-1973-এর পরিবর্তে 01-01-1978, শৌলমারী, পোঃ নাজীরহাট,থানা-সাহেবগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার, পিন-736134. (C/113161)

আমার পুত্র Sayan Sarma, Madhyamik Registration Certificate No. 2231-026710. Admit Card, Pass Certificate, Marks Sheet এ আমার Middle Name ভূল থাকায় গত ইং 02.01.25 আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টে Affidavit বলে আমি Dilip Kumar Sarma এবং Dilip Sarma এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। Vill+P.O.-Dakshin Nararthali, P.S-Kumargram, Dist. Alipurduar, 736202. (P/S)

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেভার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৬৬/০১৮/২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৭-০১-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহান করা হয়েছে। ক্রম নং:১; টেভার নং. : এনজে২৪৫১২৭: বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ২৮-০১-২০২৫।

সংক্রিপ্ত বর্ণনাঃ ইএমডি পার্ট নং, ২২১০৯৩৫৯ অনুযায়ী ফুয়েল পাম্প মোটর সমাবেশের জন্য গ্রিন টেক পার্ট নং, ৮৯২৪৫৬৭ অনুসারে গ্রিন টেক দ্বারা তৈরি ইনভার্টারের জন্য মড়লার কিট সরবরাহ এবং স্থাপন। গাপক:-এসএসই/ভি/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর। **পরিমাণ:- ১০০**টি

দ্রষ্টব্য :- টেভার বিজ্ঞপ্তি এবং টেভাবের নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়োবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেল্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়োবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে লৈকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ -এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেপিগুলি থেকে ক্লাস-।।। ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেভারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ভেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইওড়ি



উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্ৰসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়



জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধ্ব খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শুনাপদের জনা প্রাথী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জনা উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র

পছন্দ উত্তরবন্ধ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি। আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন

দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ

পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌছে য়েতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬ এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

আমাদের অনুসরণ করন: 🔀 @EasternRailway ⊕ @easternrailwayheadquarter

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, বলবলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ভিসনের এনএটি, ডিজিএলই, এসপিএলই, এসবিও ও এনআইএলই রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন অকশন ক্যাটালগ নং : পার্কিং-২০২৫-০২। ক্র.নং., লট নং, স্টেশন নিম্নলিখিতমতো (১) পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএয়-২১-২২-২, এনএটি।(২) পার্কিং-এমএলডিটি-উজিএলই-এমএক্স-৬৪-২৪-১, ডিজিএলই।(৩) পার্কিং-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমএক্স-৬৫-২৪-১, ডিজিএলই। (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১ এসপিএলই।(৫) পার্কিং-এমএলডিটি-এসবিও-এমএল-৩৫-২৩-১, এসবিও।(৬) পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক-৫৪-২৩-১, এনআইএলই। **অকশন শুক্ল** ২৫.০১.২০২৫ সকাল ১১.৪৫ মিনিট। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-189/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ টেভার বিজপ্তি পাওয়া যাবে আমাদের অনুসরণ করন: 💹 © EasternRailway 😝 @easternrailwayheadquarter

উত্তর রেলওয়েতে নতুন যমুনা ব্রিজ নির্মাণের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

উত্তর রেলওয়েতে দিল্লি ভিভিশনের দিল্লি ও দিল্লি শাহদরা স্টেশনের মধ্যে ব্রিজ নং ২৪৯-এর পরিবর্তে নতুন যমুনা ব্রিজ নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের জন্য, ২১.০১.২০২৫ তারিখ (মঙ্গলবার) ০০.১৫ ষঃ থেকে ১০.১৫ ষঃ পর্যন্ত ১০ ষণ্টার পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্রক প্রয়োজন, যা ১৫৬৫৭ ডাউন দিল্লি-কামাখ্যা ব্রহ্মপত্র মেল এবং ০৪৩০৪ **আপ দিল্লি-বারেলি প্যামেঞ্জার** পাস করার পর শুরু হবে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনণ্ডলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবেঃ • পথ পরিবর্তন ঃ (১) ১২৩১২ কালকা-হাওড়া নেতাজী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.০১.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে আদর্শ নগর দিল্লি-নিউ দিল্লি-তিলক ব্রিজ-সাহিবাবাদ হয়ে চলবে, (২) ১৫৬৫৮ কামাখ্যা-দিল্লি **ব্রহ্মপ্র মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯.০১.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে সাহিবাবাদ-তিলক ব্রিজ্ল-নিউ দিল্লি-দিল্লি হয়ে চলবে এবং (৩) ১৫৭৪৩ বালুরঘাট-বঠিণ্ডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯.০১.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে **সাহিবাবাদ-তিলক ব্রিজ-নিউ দিল্লি-শকুর বস্তী** হয়ে চলবে। নিয়ন্ত্রণ ঃ ১২৩৭১ হাওড়া-বীকানের এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.০১.২০২৫) মোরাদাবাদ ভিভিশনে ০১ ঘণ্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে অনুসরণ করুন ঃ 🔀 @EasternRailway 🌇 @easternrailwayheadquarter

চাপ থাকবে। বিদ্যার্থীদের শুভ। ৬।৬ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃষরাশি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৬ মঙ্গলের দশা, বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-

বৈশ্যবর্ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা রাত্রি ১১।৫৭ দিবা ৭।৪৪ গতে একপাদদোষ। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৫৪ গতে যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৭।৪৪ ৩।৪৮ মধ্যে।

গতে দক্ষিণে, শেষরাত্রি ৬।৬ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৪৫ মধ্যে ও ১।৬ মধ্যে ২।২৬ মধ্যে ও ৩।৪৬ গতে ৫।৬ মধ্যে। কালরাত্রি- ৬।৪৬ মধ্যে ও ৪।৪৫ গতে ৬।২৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিগুন। অমত্যোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৫১ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১২।৭ গতে ২।৫৯ মধ্যে ও

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য 280807097

মেষ : সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হলেও মায়ের হস্তক্ষেপে মিটে যাবে। বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলবে। বৃষ : আজ দুপুরের মধ্যে আশাতীত সুসংবাদ পাবেন। মশলাদার খাবার থেকে দূরে থাকুন। মিথুন: ভোগ বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়। অন্যের উপকার করতে গিয়ে অপমানিত

হতে পারেন। কর্কট: রাগ সংবরণ থেকে প্রশংসা মিলবে। ব্যবসায় আজ করুন। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এখনই লগ্নি করবেন না। ধনু: প্রতিবেশীদের মিটবে না। সন্ধের পর ভালো খবর পাবেন। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে আজ নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। ডায়াবিটিসের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। **কন্যা** : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা এখন বাদ দিন। একাধিক উপায়ে : উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। তুলা : অলসতার কারণে আজ ভালো সযোগ হাতছাডা হতে পারে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির যোগ। **বৃশ্চিক** : কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্তার কাছ বিরোধ মিটবে। কর্মক্ষেত্রে মানসিক ৬।৫৫ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি

সাহায্য করতে গিয়ে ঝামেলা হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। মকর: পারিবারিক কোনও সমস্যার কথা ভূলেও বন্ধুকে বলবেন না। লোহা, কয়লার ব্যবসায়ীরা আজ নতুন বরাত পেতে পারেন। কুম্ভ সাবধানে থাকুন। সংসারে বাড়তি খরচ মেটাতে নতুন কোনও আয়ের রাস্তা পেতে পারেন। মীন : আজ স্বজনদের মধ্যস্থতায় পারিবারিক

দিনপঞ্জি

@easternrailwayheadquarter

পৌষ, ১৪৩১, ভাঃ ২১ পৌষ, ১১ জানুয়ারি, ২০২৫, ২৬ পুহ, সংবৎ ১২/১৩ পৌষ সুদি, ১০ রজব। সৃঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৬।শনিবার, দ্বাদশী দিবা ৭।৪৪ পরে ত্রয়োদশী শেষরাত্রি ৬।৬। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ১২।২৪। শুক্রযোগ দিবা ১২।৮। বালবকরণ দিবা ৭।৪৪ গতে কৌলবকরণ রাত্রি

অস্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১২।২৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১১।৫৭ গতে মিথুনরাশি শুদ্রবর্ণ নরগণ অস্টোত্তরী রবির ১২।২৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী

গতে মিথুনরাশি শূদবর্ণ মতান্তরে ৩।৪০ গতে ৫।৬ মধ্যে এবং দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১।৬ গতে ২। ৫৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোন্ও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোন্ও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোন্ও প্রকার বিজ্ঞাপন দারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মাটিগাড়ায় নতুন বসতিতে উদ্বেগ

খোকন সাহ

বাগডোগরা, ১০ জানুয়ারি : বাড়ছে মাটিগাড়ায় দেখা যাচ্ছে নিত্যনতন আনাগোনা। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির পর অনেকেই এই এলাকায় এসে নদীর চরের জমি কিনছেন। অভিযোগ, স্থানীয় নেতাদের একাংশই মোটা বিনিময়ে তাদের জমি দিচ্ছে। সম্প্রতি বিষয়টি নজরে এসেছে গোয়েন্দাদেরও। সূত্রের খবর, মাটিগাড়ার একাধিক এলাকায় রোহিঙ্গারা ঘাঁটি গাড়ছে অভিযোগ এসেছে গোয়েন্দাদের কাছে

এক গোয়েন্দাকতা বলছেন, 'রোহিঙ্গাদের প্রবেশ সংক্রান্ত খবর পেয়েছি। বিষয়টিতে নজর রাখা হচ্ছে। আমরা রিপোর্ট তৈরি করছি।' যদিও পুলিশের কেউ এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এসিপি (ওয়েস্ট) দেবাশিস বসুকে ফোনে ধরা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া. 'এমন কোনও খবর এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে নেই।'

যত কাণ্ড মাটিগাডাতেই। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি জমি দখল এবং কারবার বন্ধে প্রশাসনকে কঠোর হতে নির্দেশ দিলেও অবাধে চলছে কারবার। সম্প্রতি বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে নদীর চর বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব চললেও কারও কোনও

বিডিও বিশ্বজিৎ দাস অবশ্য বলছেন, 'ওখানে এমন হয়েছে বলে জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।'

দীর্ঘদিন ধরে মাটিগাড়ায় নদীর চর দখল করে রেখে বিক্রির একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। সুত্রের বাংলাদেশের সাস্প্রতিক

আধুনিক

চোরেদের

নিয়ে ফাঁপরে

পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি

সময়ের সঙ্গে আধুনিক হচ্ছে

চোরেরাও! আর সেই আধুনিক

চোরেদের বাগে আনতে রীতিমতো

হিমসিম খাচ্ছে পুলিশ। চুরির ধরন

দেখে অনায়াসেই 'দাগি চোর'-কে

পাকডাও করা গেলেও 'স্পিকটি

নট' তারা। আবার থার্ড ডিগ্রিও

দেওয়া যাবে না, তাও বেশ জানে

পেশাদার চোরেরা। ফলে তাদের

দিয়ে অপরাধের কথা স্বীকার করাতে

কার্যত হাতেপায়ে পড়তে হচ্ছে

হয়েছে প্রযুক্তি। কিন্তু সেই প্রযুক্তির

গ্যাঁড়াকলও আছে বেশ। কথা হচ্ছিল

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের

এক এসআই-এর সঙ্গে। তাঁর কথায়,

'এই যেমন সেদিন এক চোর বলে

বসল, আমি যে চুরি করেছি, তার

কী প্রমাণ আছে। সিসিটিভি ফুটেজ

দেখান। পড়া গেল ঝামেলায়।

সিসিটিভি ফুটেজ খুঁজতে গিয়ে তো

মাথায় হাত। ওই বাড়িতে সিসিটিভি

থাকলেও তাতে রেকর্ড হয়নি কিছই।

অগত্যা সন্দেহভাজন চোরকে ছেড়ে

দেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকল না।

সিসিটিভি ফুটেজ না থাকায়

প্রায়শই মুচকি হাসি দিয়ে বেরিয়েও

যাচ্ছে চৌরেরা। পরিস্থিতি এমনই

যে, আধুনিক চোরেদের বাগে

আনতে এখন শহর ও শহর সংলগ্ন

এলাকার অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে গিয়ে

সিসিটিভি লাগানোর জন্য অনুরোধ

জানাচ্ছেন পুলিশকর্তারা। শিলিগুড়ি

মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'চরির

ধরন, বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে আমরা

বুঝতে পারি, কে চুরি করেছে। তবে

চরির ক্ষেত্রে চরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার

এঁটে থাকছে সময়ের সঙ্গে আধুনিক

'আসলে এরাও বুঝে গিয়েছে,

সিসিটিভি ফুটেজ না দেখালে গতি

নেই। তাই যতক্ষণ না ফুটেজ দেখানো

হচ্ছে, ততক্ষণ কেউ চুরির কথা

এক পুলিশকতার

হয়ে পড়া চোরেরা।

স্বীকার করছে না।'

এমন ঘটনা ঘটছে হামেশাই।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নত

তদন্তকাবীদেব।



মাটিগাড়ার একাধিক জায়গায় এমন বসতি নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

পরিস্থিতির আগে ও পরে বেশ কিছু পরিবার মাটিগাড়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের কাছে চড়া দরে চর বিক্রি করা হয়েছে। তুলসীনগর, শিমুলতলা, লেনিন কলোনি. টাকলুবস্তি সহ গোটা চরটাই দখল হয়ে গিয়েছে। বালাসন সেতুর দক্ষিণে লেনিন কলোনিতে বেশ কিছু পরিবার বাঁশ, পলিথিন দিয়ে ছাউনি বানিয়ে বসবাস করছে।

এলাকটি মাটিগাড়া-২ পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। লেনিন পঞ্চায়েত ম্যাগডালিন দাস বলছেন, 'এখানে বেশ কিছু বাইরের লোকজন এসে বসেছে। এদের মধ্যে কিছু যাযাবরও আছে। শুনেছি, স্থানীয় এক নেতা টাকা নিয়ে ওদের বসিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ধীরেন পালও এ নিয়ে একমত। তাঁর কথায়, 'বাইরের লোকজন এসে এখানে বসবাস করছে। এক নেতাই এখানে এনে বসাচ্ছে। যারা নতুন এসেছে এলাকায়, তাদের অনেকেরই ভাষা বোধগম্য হচ্ছে না স্থানীয়দের।

বালাসনের চরে কথা হচ্ছিল এক ব্যক্তির সঙ্গে। প্রথমে প্রশ্ন করায় উত্তর দিতে চাইছিলেন না। পরে জানালেন, তাঁরা উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন। কতদিন হল? উত্তরেও নীরব এই প্রশ্নের

ভাস্কর বাগচী

ধরে উপাচার্য না থাকার কারণ

বিদায়ি উপাচার্যকেই দায়ী করলেন

শিক্ষামন্ত্রী বাত্র বসু। শুক্রবার

শিলিগুড়িতে সাহিত্য উৎসব ও

ম্যাগাজিনমেলায়

বিশ্ববিদ্যালয়ে

উপাচার্য সিএম রবীন্দ্রনের ওপর

দায় চাপালেন শিক্ষামন্ত্রী। অন্যদিকে,

দক্ষিণ দিনাজপুর ও দার্জিলিং হিল

বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হয়ে

গেলেও, সেখানে এখনও তাঁরা

যোগদান না করায় মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া.

'দ্রুত উপাচার্যরা কাজে যোগ দেবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন রয়েছে।

বহুবার বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের

তরফে প্রশাসনিক স্তরে জানানো

হলেও উপাচার্য নিয়োগ করেনি

উচ্চশিক্ষা দপ্তর। ব্রাতার মন্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয়ে

মনোনীত

ছিলেন তিনি কোনও রিকুইজিশনই

পাঠাননি। রাজ্যপালের মনোনীত

উপাচার্য বিকাশ ভবনকে বাইপাস

করে চালাতে গেলে যেভাবে মুখ

থবডে পড়ার মতো অবস্থা হওয়ার

কথা, সেরকমই হয়েছে।' তবে যেসব

বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হওয়া

সত্ত্বেও তাঁরা কাজে যোগ দেননি, তাঁরা

খুব দ্রুত কাজে যোগ দেবেন বলে

এদিকে, কেন্দ্রের রিপোর্টে

পশ্চিমবঙ্গে ড্রপআউটের সংখ্যা শূন্য

এদিন আশা প্রকাশ করেন ব্রাত্য।

ধরেই

রাজ্যপাল

উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গ

'উত্তরবঙ্গ

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : রবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন

মনোনীত

বিদায়ি

উত্তরবঙ্গ

যিনি

উপাচার্য

রইলেন তিনি

এলাকাটিতে অস্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক বর্মন আগেও মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহার থেকে এমন খবর পেয়েছি। আসলে নিজেই মখ্যমন্ত্ৰী রোহিঙ্গাদের জানাচ্ছেন। উচিত অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া।' তাঁর অভিযোগ, বালাসনের চর দখল করে বিক্রি করা, বাইরের লোক এনে বসানো, জাল নথিপত্র তৈরি করে দিচ্ছে শাসকদলের নেতাদেরই একাংশ।

যদিও এমন অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূলের মাটিগাড়া অঞ্ল সভাপতি[`] ব্রজকান্ত বর্মন। তাঁর পালটা দাবি, 'আমাদের দলের কেউ এসবে জড়িত নয়। কিছু সুবিধাবাদী এসব অবৈধ কারবার করে, নাম তৃণমূলের।' তবে, তিনিও মেনে নিচ্ছেন, 'আমরা খবর পেয়েছি বাড়িঘর হয়েছে। অন্যায় নেওয়া হবে না। সে যে দলেরই হোক।'

স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষের বক্তব্য, 'সরকারি জমি দখল হয়ে থাকলে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি

উপাচার্য ছিলেন তিনি কোনও

রাজ্যপালের মনোনাত উপাচার্য

বিকাশ ভবনকে বাইপাস করে

–ব্রাত্য বসু

হওয়া নিয়ে ব্রাত্যর বক্তব্য, 'গুজরাট,

বিহার, উত্তরপ্রদেশে এত ড্রপআউট,

সেখানে আমাদের এখানে ডপআউট

নেই। এটা সম্ভব হয়েছে মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। যিনি কেন্দ্রের

সাহায্য না পেয়েও স্কুলগুলিতে মিড-

না হওয়া নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বললেন,

'বিশ্বায়নের পর চাকরির ভাষা হয়ে

গিয়েছে ইংরেজি। এটা বাংলামাধ্যমে

একটা বড় প্রভাব ফেলেছে। ইংরেজি

শেখা দরকার, কিন্তু মাতৃভাষাকে ভূলে

নয়। এসব না হলে হয়তো একটা

সময়, সাহিত্যিক থাকবেন, তবে

পাঠক থাকবেন না। থিয়েটার থাকবে,

অভিনেতা থাকবেন না।' শীঘ্রই ছাত্র

ভোট ফের চালু করার বিষয়টি নিয়ে

খুব শীঘ্ৰই সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে

জানিয়েছেন ব্রাত্য।

সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রী ভর্তি

ডে মিল পৌঁছে দিচ্ছেন।'

বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে গেলে

যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়ার

মতো অবস্থা হওয়ার কথা,

সেরকমই হয়েছে।

রিকুইজিশনই পাঠাননি।

ব্রাত্যর রোযে

বিদায়ি উপাচার্য

জট কাটছে পুরসভায়

মালবাজার, ১০ জানুয়ারি রাজত্ব করেছে। তবে তাঁদের দু-তিনদিনের মধ্যে মাল পুরসভার কীর্তি 'ফাঁসিদেওয়া' নামটির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। কাঞ্ছার কাটতে চলেছে। শুক্রবার নিজের বাড়িতে পুরসভার কাউন্সিলারদের বৈঠকে ডেকেছিলেন তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানৈত্রী মহুয়া গোপ। তবে সেই বৈঠকে মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা এবং তাঁর অনুগত কাউন্সিলারদের কেউই আসেননি। তাতে রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করেন মহুয়া। এদিন দুপুরে মহুয়ার বাসভবনে

বৈঠকে এসেছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি, কাউন্সিলার অজয় লোহার, পুলিন গোলদার, দোলা সিনহা ও মণিকা সাহা। তৃণমূল সূত্রে খবর, সাসপেন্ডেড চেয়ারম্যন স্বপনকে দলে ফেরানোর আবেদন জানাতে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর কাছে গিয়েছিলেন তাঁর অনুগত কাউন্সিলাররা। যে কারণে মহুয়ার ডাকা বৈঠকে ছিলেন না অমিতাভ ঘোষ, নারায়ণ দাস, সরিতা গিরি, সুরজিৎ দেবনাথ, পুষ্পা লিলি টোপ্পো, মিলন ছেত্রী, মঞ্জুদেবী মোর। বৈঠকে হাজির কাউন্সিলারদের বক্তব্য, মাল পুরসভার অচলাবস্থা কাটাতে বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৈঠকে না এসে দলের জেলা সভাপতির অপমান করলেন দলের কয়েকজন কাউন্সিলার।

ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'জেলা সভানেত্রী বৈঠক ডাকায় আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। তবে অন্য কাউন্সিলাররা অনুপস্থিত থাকায় বৈঠক হয়নি। কিছু কথা হয়েছে।' তবে তৃণমূলের একটি সূত্র জানিয়েছে, মহুয়া বৈঠকে ম্পষ্ট করে দিয়েছেন, মাল পুরসভা নিয়ে কলকাতা থেকে রাজ্য নৈতৃত্ব নির্দেশ পাঠাবে। দু-একদিনের মধ্যেই পুরসভার অচলাবস্থা কেটে যাবে। আরও একটি সূত্র জানাচ্ছে, মাল পুরসভার দায়িত্ব সম্ভবত কোনও

দায়িত্ব পেতে পারেন কোনও মহিলা কাউন্সিলার

মহিলা কাউন্সিলারের হাতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহিলা চেয়ারপার্সন পাবে মাল পুরসভা।

স্বপন সাহার অত্যন্ত অনুগত দলের টাউন সভাপতি অমিত দে অবশ্য দাবি করেছেন তিনি শহরেই আছেন, কলকাতায় যাননি। তিনি এদিন বলেন, 'স্বপন সাহার সঙ্গে যে কাউন্সিলাররা গিয়েছেন তাঁরা এদিন শহরে থাকলে অবশ্যই বৈঠকে যেতেন। কলকাতার এই সফর পর্বনিধারিত থাকায় জেলা সভানেত্রীর বৈঠকে তাঁরা যেতে পারেননি।' স্বপনের সঙ্গে কলকাতায় যাওয়া কাউন্সিলারদের কেউই মুখ খলতে নারাজ।

এদিন কাউন্সিলারদের সঙ্গে কথা বলার পর মহুয়া জানিয়েছেন, মাল পুরসভার অচলাবস্থা কাটাতে করেছে ইতিমধ্যেই দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ এসেছে জেলায়। আগামী সোমবার অথবা মঙ্গলবারের মধ্যেই পুরসভার অচলাবস্থা কাটার সম্ভাবনা রয়ৈছে। পরবর্তীতে পুরসভার দায়িত্ব পাকাপাকিভাবে কার হাতে দেওয়া হবে তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। দলের অনেকেই উৎপল ভাদুড়িকে পুর চেয়ারম্যান পদে এগিয়ে রাখছেন। তবে, তৃণমূলের একাংশ জানিয়েছে, কোনও মহিলা কাউন্সিলারের হাতেই যেতে পারে সেই দায়িত্ব। এখনও পর্যন্ত স্বপন চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেননি। তবে দল এবং নেত্রীর নির্দেশমতো কাজ করবেন বলে

জানিয়েছেন তিনি। সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন. 'তণমূলের এখন সবাই নেতা, তাই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াটা খুব সহজ।' বিজেপির মাল বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী বলেন, 'আমাদের দলের সভাপতির নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য আমাদের নেই। তবে তৃণমূলে স্বপন সাহা হয়তো দলের উর্দ্ধে। তাই দলের কাউন্সিলররা তাঁর হয়ে দরবার করছেন।'

कानीवां फ़ि ववर वकि वें গাছ সেই সাক্ষ্য বহন করছে একসময় এই বট গাছের জায়গায় কাঁঠাল গাছ ছিল। বিভিন্ন অপরাধে জড়িতদের সাজা ঘোষণা হলে ওই কাঁঠাল গাছে ফাঁসি দেওয়া হত। সেই থেকে গোটা অঞ্চলের নাম 'ফাঁসিদেওয়া' বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস।

বট গাছের পাশে থাকা মাটির নির্মিত কালী মন্দিরটি এখন পাকা হয়েছে। তবে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তের ভিতর ফাঁসিদেওয়া ইংরেজ

ফাঁসির ইতিহাস বইছে ফাঁসিদেওয়া

আমলের ফাঁসির ইতিহাস বহন করছে। এছাড়া মহানন্দা নদীর এখনকার বিডিও অফিসের পাড়ে গড়ে ওঠা সে যুগের বন্দরগছ এখনকার পুরোনো হাটখোলা। দেশভাগের আগে একসময় এই থাকার জায়গা।

ব্রিটিশ আমলে তৈরি কাঠের হাসপাতালটি এখন নেই। সেখানে বাড়ি গড়ে উঠেছে। শহর শিলিগুড়ি গড়ে ওঠার আগে ফাঁসিদেওয়াই ছিল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে ব্যস্ততম এলাকা। এখানে

বন্দর হয়ে সকলে যাতায়াত করত।

ব্যবসার জন্য গোরুর গাড়ি করে বাইরে থেকে বণিকরা আসতেন। অদূরে ছিল ইংরেজ সৈনিকদের

শিলিগুড়ির এই গ্রামটি ব্রিটিশদের নির্মম সেই হত্যার ইতিহাস বহন করে চলেছে। কাজের সূত্রে কাঞ্ছা নামে এক নেপালি ব্যক্তি এখানে এসেছিলেন। তিনি বট গাছের পাশের কালী মন্দিরটি পাকা করেন। এরপর

থেকে সেটি 'কাঞ্ছার কালীবাড়ি নামে পরিচিত।

এখন সেই মন্দিরটি আন্তজাতিক সীমান্তের কাঁটাতারের ভিতর চলে গিয়েছে। ফলে সংস্কারের সুযোগ কমেছে। ওপার বাংলায় অস্থির পরিস্থিতির জেরে কড়া নিরাপত্তায় এখন মন্দির দর্শন করা কঠিন। সেইসঙ্গে ইংরেজদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য কুখ্যাত সেই স্থানটিও ধীরে ধীরে ইতিহাস থেকে মুছে যাচ্ছে।

ছাত্র নেতার

নামে নালিশ

এমজেএনে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১০ জানুয়ারি

চিকিৎসকদের উত্তরবঙ্গ লবির

ছত্রছায়ায় থাকা এখানকারই তৃণমূল

ছাত্র নেতা সুস্মিত রায়ের বিরুদ্ধৈ

আগেও একাধিকবার এমজেএন

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে

'থ্রেট কালচার' চালানোর অভিযোগ

উঠেছিল। তাঁর প্রভাব এতটাই ছিল

যে, মাঝেমধ্যেই তিনি মেডিকেল

क्याम्लास्य नीलवां नागाता गां फ़ि

নিয়ে ঢুকতেন। এবার সেই সুস্মিত

সহ তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধেই

হাসপাতালে নকল সরবরাহ

এবং ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল।

স্স্মিতের পাশাপাশি অনল মুর্মু ও

লিখন রায়ের নামে তিনজন পড়িয়ার

নাম উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষ তাঁদের

ছবি সহ পুলিশের কাছে লিখিত

অভিযোগ জানিয়েছে।



দিদির স্কুল ছুটির অপেক্ষা এবং পথে বসেই হোমওয়ার্ক। জলপাইগুড়িতে। ছবি : মানসী দেব সরকার

কৃষ্ণর চেন্টায় স্থাগ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ জানুয়ারি অবশেষে রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর হস্তক্ষেপে শুক্রবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত আন্দোলন তলে শিক্ষাকর্মীরা নিলেন। বিধায়কের নির্দেশ পেয়েই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফ্লেক্স-ফেস্টুন খুলে নেন এবং ত্রিপল ভাঁজ করে রাখেন শিক্ষাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবকুপার নেতৃত্বকে ডেকে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে অবিলম্বে মান্দোলন তুলে নেওয়ার জন্য নিদেশ দেন। সেইমতো তৃণমূল শিক্ষা বন্ধ সমিতির জেলা সভাপতি তপন নাগ সাংবাদিক সম্মেলন করে আন্দোলন তলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'বিধায়কের নির্দেশ মতো আন্দোলন তুলে নেওয়া হল। আশা করি, নতুন উপাচার্য আসলে সমস্যা মিটে যাবে।

এদিন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী বলেন, 'পঠনপাঠনের সমস্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন করবেন না শিক্ষাকর্মীরা। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে সুচারুরূপে পঠনপাঠন ও অফিসের কাজকর্ম শুরু হয় তার নির্দেশ দিয়েছি। ছাত্রছাত্রীরা আমাদের ভবিষ্যৎ, তাঁদের পড়াশোনায় দিনের পর দিন বিঘ্ন ঘটক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অচল অবস্থায় চলুক এটা ঠিক নয়। আন্দোলন উপাচার্যকে নিয়ে ছিল, উনি যেহেতু নেই, তাই আন্দোলন স্থগিত রাখলাম। আশা করি, নতুন উপাচার্য যোগ দেবে,সমস্যা মিটে যাবে।' এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলেব সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাস এদিন রেজিস্ট্রারের চেম্বারে সাংবাদিক সম্মেলন করার মাঝপথে আন্দোলনরত শিক্ষাকর্মীরা ঢুকে পড়লে বচসা তৈরি হয়। যদিও

এগোয়নি। দেবাশিসবাব আমরা টিচার্স কাউন্সিলের বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামী রবিবারের মধ্যে শৌচাগারগুলি পরিষ্কার না হলে আমরা সোমবার নিজেরা শৌচাগার পরিষ্কার করতে নামব। পাশাপাশি

ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়কে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আবেদন জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে উপাচার্য আসতে পারেন তার উদ্যোগ নেবেন বলে জানান।'

ফলাফল প্রকাশ ও পরীক্ষা গ্রহণের

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের



বিধায়কের নির্দেশের পর তলে নেওয়া হচ্ছে আন্দোলন। শুক্রবার।



পঠনপাঠনের সমস্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন করবেন না শিক্ষাকর্মীরা। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে সচারুরূপে পঠনপাঠন ও অফিসের কাজকর্ম শুরু হয় তার নির্দেশ দিয়েছি। ছাত্রছাত্রীরা আমাদের ভবিষ্যৎ, তাঁদের পড়াশোনায় দিনের পর দিন বিঘ্ন ঘটুক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অচল অবস্থায় চলুক এটা ঠিক নয়।

কৃষ্ণ কল্যাণী, বিধায়ক, রায়গঞ্জ

বেশ কিছু অধ্যাপক এস্টেট অফিসে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক সৌমেন সাহা বলেন, 'টিচার্স কাউন্সিলের বিশ্ববিদ্যালয়ের নন স্ট্যাট্টারি বডিতে কোনও বৈধতা নেই। অনিল ভুঁইমালি স্যুর যখন উপাচার্য ছিলেন তখন এর কোনও বৈধতা দেননি, রেজিস্ট্রেশনও দেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এয়ন কমিটি ১০ থেকে ১২ টা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকারের দাবি. 'শিক্ষাকর্মীদের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। আমাদের কারও কোনও নেই। বিধায়ক আমাকে ফোন করেছিলেন, উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে অচলাবস্থা কাটাতে উদ্যোগ নিয়েছেন। সেজন্য সাধুবাদ জানাই।'

এদিকে, শুক্রবার উত্তরবঙ্গ লবির ছত্রছায়ায় থাকা কিছু পড়য়ার বিরুদ্ধে ফের এমজেএন মেডিকৈল

२२ ७२

- তৃণমূল ছাত্র নেতা সুস্মিত রায় ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে হাসপাতালে নকল সরবরাহ এবং ভাঙচুরের অভিযোগ
- 🔳 সুস্মিতের পাশাপাশি অনল মুর্মু ও লিখন রায়ের নামে তিনজন পডয়ার নাম উল্লেখ করে ছবি সহ পুলিশে অভিযোগ কর্তৃপক্ষের
- 💶 শুক্রবার উত্তরবঙ্গ লবির ছত্রছায়ায় থাকা কিছু পড়ুয়ার বিরুদ্ধে ফের মেডিকেলে একটি শৌচালয় ভাঙচুরের অভিযোগ

কলেজ ও হাসপাতালের একটি শৌচালয় ভাঙচুরের অভিযোগ পরীক্ষা উঠেছে। মেডিকেলে চলাকালীন প্রায় প্রতিদিনই বিশৃঙ্খলার ঘটনায় কর্তৃপক্ষ চাপে পড়েছে। তবে এতে পরীক্ষায় কোনও প্রভাব পড়েনি বলে তাদের দাবি। অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলের কথায়, 'মেডিকেলে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগে ইতিমধ্যেই আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছি। আরও একটি শৌচালয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ডাক্তারি পড়য়াদের বিরুদ্ধে বারবার ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত সোমবার পরীক্ষায় নকল করায় পাঁচজন ডাক্তারি পড়য়ার খাতা বাতিলের পরই ছেলেদের একটি শৌচালয় ভাঙচুর করা হয়েছিল। এরপর একটি সিসিটিভি উধাও হয়ে যায়। শুক্রবার মেয়েদের একটি শৌচালয় ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। নকল সরবরাহ থেকে শুরু করে ভাঙচুর, প্রতিটির অভিযোগের তির গিয়েছে চিকিৎসকদের উত্তরবঙ্গ লবির ছত্রছায়ায় থাকা ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে। সুস্মিতদের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের হুমকি দেওয়া, পরীক্ষায় নকল সরবরাহ, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচিতে না গেলে একসঙ্গে চারটি বিষয়ে অনার্স পাওয়া ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র সুস্মিত এমজেএন মেডিকেলের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিটের সাধারণ সম্পাদকের পদে রয়েছেন। উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মাথা রাজীব প্রসাদ ও দীপায়ন বসুর অনুগামী বলে পরিচিত সুস্মিত সহ তাঁর কয়েকজন সহপাঠীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই 'থেট কালচার'-এর অভিযোগ রয়েছে। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, এর আগে নানা পরীক্ষায় সম্মিতদের নম্বর বাডানোর জন্য অধ্যাপকদের কাছে 'উপরমহল' থেকে ফোন আসত।

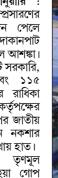
ভাঙা পড়তে পারে রাধিকা লাই

করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে সিসিটিভি থাকলে সুবিধা হয়।' ময়নাগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : চোরেদের সঙ্গে পুলিশের ময়নাগুড়ি শহরের রাস্তা সম্প্রসারণের সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের। সম্পর্ক এমনই প্রকল্প কেন্দ্রের অনমোদন পেলে হয়ে যায় যে, অনেক সময় চুরির ধরন শহরের ৫৫০ থেকে ৬০০ দোকানপাট দেখেই পোড়খাওয়া পুলিশকতারা ও গ্যারাজ ভাঙা পড়বে বলে আশঙ্কা। বঝে যান, কাজটা আসলে কার। ভাঙা পড়তে পারে কয়েকটি সরকারি. কিন্তু আইন তো বয়ানের ওপরই বেসরকারি কমপ্লেক্স এবং ১১৫ নির্ভরশীল। সেখানে সন্দেহের কোনও বছরের পুরোনো শহরের রাধিকা জায়গা নেই। আধুনিক চোরেদেরও লাইরেরি। জাতীয় সডক কর্তপক্ষের সেটা এখন ভালোভাবেই জানা সঙ্গে পুরসভার বৈঠকের পর জাতীয় তাই গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সড়ক সম্প্রসারণের নতুন নকশার পাকড়াও করলেও ভালো হোক কথা শুনে ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। কিংবা কড়া কথা হোক, মুখে কুলুপ

কথায়.

জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও পুরসভার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে আলোচনাসাপেক্ষে উর্ধ্বতন

ময়নাগুড়ি পুরসভার



কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

'আমরাই জাতীয় সডক কর্তপক্ষকে

টাফিক মোডেই কিছটা সমস্যা হবে।

ভূয়ার্সের মানুষ উপকৃত হবেন। বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা বলব।' বারবার এই দাবি জানিয়েছি। তেমন আমরা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের শহর হয়ে ধুপগুড়ির দিকে গিয়েছে কোনও সমস্যা হবার কথা নয়। সঙ্গে ব্যবসায়ীদের হয়ে পুনর্বাসনের ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। শহরের

অফিস মোড় পর্যন্ত আনুমানিক চার কিলোমিটার রাস্তা সাত মিটার থেকে বাড়িয়ে দুটি সার্ভিস রোড সহ ২১ মিটার চওড়া করার পরিকল্পনা রয়েছে। ময়নাগুড়ি শহরে দাড়িভেজা মোড় থেকে বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা সাত মিটার থেকে বাডিয়ে দশ মিটার. এরপর দুই পাশে পাকা রেলিং দিয়ে দু'দিকে আরও সাড়ে পাঁচ মিটার চওডা দটি সার্ভিস রোড নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এনএইচ-৯) দেবব্রত ঠাকর বলেন, এই প্রস্তাব দিল্লিতে পাঠানো হবে।'

আংশিক ভাঙা পড়তে পারে ১১৫ বছরের পুরোনো ব্রিটিশ আমলে তৈরি রাধিকা লাইব্রেরি। তাছাড়া ভাঙার তালিকায় থাকতে পারে নতুন বাজার বাস টার্মিনাসের

মার্কেট কমপ্লেক্সের একাংশ। রয়েছে



ব্রিটিশ আমলে তৈরি রাধিকা লাইব্রেরি নিয়ে অনিশ্চয়তা ময়নাগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

চেয়ারমাান মনোজ রায় বলেন.

মালবাজার থেকে ময়নাগুডি

পাশাপাশি পুরোনো এবং নতুন বাজারের অসংখ্য দোকানপাট। গুমটি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিমলেন্দু চৌধুরী বলেন, 'এই নকশা অন্যায়ী রাস্তা সম্প্রসারণ করা হলে ৫৫০ থেকে ৬০০ দোকানপাট অর্থাৎ দুটি বাজারের একাংশ ভাঙা পড়বে। স্বাইকে কীভাবে পুনব্যসন দেবে প্রশাসন, সেটাও ভাববার বিষয়।' ময়নাগুডি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সমিত সাহা বলেন 'পরো বাজারটাই ভাঙা পডবে বলে আশঙ্কা করছি আমরা।' নতুন বাজার ওয়েলফেয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সিদ্ধার্থ সরকার বলেন 'আতঙ্কে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। যদিও নতুন বাজার মার্কেট কমপ্লেক্সের ওপরের অংশ দোকান নির্মাণের সুযোগ রয়েছে। প্রশাসনকে এই

বিষয়ে জানানোও হয়েছে।'

খাদানের পাশে ছেলের অপেক্ষা আশ্বাস বিনা গীত নাই

ফালাকাটা, ১০ জানুয়ারি : একটিবার সন্তানের মুখ দেখতে চাইছেন বাবা। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সেই ইচ্ছেপূরণ হচ্ছে না। সোমবারের পর শুক্রবার। এখনও অসমের কয়লা খাদান দুর্ঘটনায় ফালাকাটার রাইচেঙ্গার শ্রমিক সঞ্জীব সরকার নিখোঁজ। গত বুধবার সন্ধ্যায় ফালাকাটা থেকে প্রায় ৬০০ কিমি দূরের সেই খাদানের পাশে পৌঁছান বাবা কৃষ্ণপদ সরকার। সঙ্গী ছেলের শৃশুর অনিল সরকার। দুজনই সেখানকার উদ্ধারকাজ দেখে টানটান মানসিক চাপে রয়েছেন। কিন্তু এখনও সঞ্জীবের খোঁজ না মেলায় উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছে। ঠিকমতো খেতে পারছেন না। রাতের ঘুমও উড়ে গিয়েছে। সেখান থেকে ফোনে কৃষ্ণপদ শুধু বললেন, 'একবার ছেলের মুখটা দেখতে চাই। সেই অপেক্ষায় আছি।

অসম-মেঘালয়ের অসম রাজ্যের উম্রাংসোতে গত মঙ্গলবার ভোরে দুর্ঘটনার খবর ছিলেন। বাস থেকে নামার পর

অসমে এখনও আটকে কয়লা শ্রমিকরা



সোমবার কয়লা খাদানে মাটিচাপা পড়ে আটকে পড়েন বহু শ্রমিক। খাদানের নীচে প্রায় ১০০ ফুট পর্যন্ত জল ঢুকে পড়ে। তখন কয়েকজন শ্রমিক ওপরে উঠে আসতে সক্ষম হলেও অনেকেরই খোঁজ মেলেনি। এই নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছেন ফালাকাটার শ্রমিক সঞ্জীব সরকারও।

পেয়ে অসমের উদ্দেশে রওনা দেন সঞ্জীবের বাবা ও শ্বশুর। কিন্তু তাঁদের যাওয়ার পথটাও মস্ণ ছিল না। ভেবেছিলেন কোচবিহারে গিয়ে ট্রেন ধরবেন। কিন্তু ট্রেন ধরতে না পেরে সেদিন সন্ধ্যায় কোচবিহার থেকে নাইট সুপার বাসে রওনা দেন। বুধবার বিকৈল পর্যন্ত বাসেই

চলছে উদ্ধারকাজ বড় বড় মেশিন দিয়ে কাজ

■ বৃহস্পতিবার নামানো হয়েছিল ডুবুরি

■ খাদানের জল বের করার কাজে হেলিকপ্টার নামানো

কয়লা খাদান আরও প্রায় সাত-আট কিমি দূরে পাহাড়ি এলাকায়। সেখানে যাওয়ার সেরকম গাডি নেই। বাধ্য হয়ে দুজনকে হেঁটে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হয়। এভাবে খাদানের কাছে যেতেই সন্ধ্যা হয়ে যায়। সেখানে গিয়ে দেখেন জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। সেই রাত থেকে দজনের আশ্রয় ছেলের তাঁবু। খাদান থেকে ৫০০ মিটার দূরেই শ্রমিকদের তাঁবু। সঞ্জীব যে তাঁবুতে থাকতেন এখন সেখানেই

আশ্রয় নিয়েছেন তাঁর বাবা ও শ্বশুর। কীভাবে চলছে উদ্ধারকাজ? অনিল বললেন, 'বড় বড় মেশিন দিয়ে কাজ চলছে। বৃহস্পতিবার নামানো হয়েছিল ডুবুরি। তবে আমরা আসার পর এখনও খাদানের ভেতর থেকে কিছুই উদ্ধার হয়নি। খাদানের জায়গাটি ঘিরে রাখা হয়েছে। ভেতরে এখনও জল। সেই জল বের করার জন্যও চেষ্টা চলছে।' অনিলের সংযোজন, 'এদিন দেখলাম হেলিকপ্টারে করে জল বের করার বড় বড় মেশিন নিয়ে আসা হয়েছে। ভেতর থেকে পুরো জল বের হলে হয়তো কিছু মিলতে পাবে।

প্রশাসনের সাহায্য প্রশাসনিক উদ্ধারকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের সেখানেই থাকতে বলেছেন উৎকণ্ঠায় খাবার পেটে যাচ্ছে না। তিনি জানান, সঞ্জীবের স্থানীয় সহকর্মীরাও সবরকম সহযোগিতা করছেন বলে জানান অনিল।

নয় বছরের সানভি

দে কামাখ্যাগুডি গিল্ড

মিশন প্রাইমারি স্কুলের

নাচ, গান, আবৃত্তি, ছবি

বুথে ১২ জনের

টিম বিজেপির

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি :

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী।

আঁকায় সে পুরস্কার

পেয়েছে।

কোথাও রাস্তা খারাপ, কোথাও পথবাতি নেই। তালিকা বানাতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে। আমআদমির সমস্যা মেটাতে জনপ্রতিনিধি কতটা তৎপর? কী বলছেন বিবেকানন্দ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান? শুনলেন **পল্লব ঘোষ**।

অভিযোগ। কী বলবেন?

সমীক্ষা হয়ে গিয়েছে

অনেকের নাম না থাকায় 'দিদিকে

বলো'-তে অভিযোগ জানিয়ে ব্যবস্থা

জনতা : আপনার এলাকাটি

শহর লাগোয়া হলেও কাউকে

সামান্য অসুখের চিকিৎসার জন্য

জেলা হাসপাতালে দৌডাতে হয়।

এলাকায় আরও সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে

তোলা হলে এই সমস্যা অনেকটাই

লাঘব হয়ে যেত। এই ব্যাপারে কিছু

একটি তৈরি হওয়ার পথে। ফলে

রয়েছে।

জনতার 🕾 ठार्छागिट

বিভিন্ন এলাকা, এমনকি আপনার নিজের অঞ্চলে রাস্তার হাল খারাপ। সেগুলি সংস্কারের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেই কেন?

প্রধান : রাস্তা তৈরির জন্য টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। দ্রুত সমস্ত রাস্তার কাজ শুরু হবে। বিভিন্ন জায়গায় পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি

জনতা : নট্টপাডা এলাকা থেকে জংশন কালীবাড়ি পর্যন্ত প্রায় তিন থেকে ৪০০ মিটার নদীবাঁধ মেরামতের প্রয়োজন। কী পদক্ষেপ

প্রধান : এই বিষয়ে বিডিওকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। আমাদের জানিয়েছেন, বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

জনতা : বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়ার জন্য পাইপলাইন পাতার কাজ এখনও শুরু হয়নি। কী বলবেন?

কাজ যে শুরু হয়নি এটা সত্যি। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে এ নিয়ে একাধিকবার বৈঠক করেছি। কাজ শুরু হবে বলে তারা জানিয়েছে। বাসিন্দাদের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

জনতা:আবাসতালিকায়অনেক আগামীদিনে বাসিন্দাদের ছোটখাটো যোগ্য ব্যক্তির নাম বাদ পড়েছে বলে অসুখের জন্য জেলা হাসপাতালে

রোমা তিরকে লোহরা প্রধান

জনতা : গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কোথাও সুলভ শৌচালয় প্রধান : যাঁরা যোগ্য তাঁদের মধ্যে নেই। এ ব্যাপারে কিছু ভাবছেন? প্রধান : আসলে ফান্ড নেই।

ফান্ড এলেই সুলভ শৌচালয় গড়ে করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩২ জনের জনতা : রেলের বিভিন্ন

এলাকায় পথবাতি নেই। কোথাও আবার অকেজো। এ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

প্রধান রয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু সেটা রেলের জায়গা হওয়ায় আমরা কিছ করতে পারছি না। তবে আমার এক্তিয়ারের মধ্যে যে এলাকাগুলো পড়ে সেখানকার পঞ্চায়েত সদস্যদের বলেছি যেখানে যেখানে পথবাতি নেই সেটার তালিকা আমায় দিতে। তারপর একে একে পথবাতির

विक्रुवत

আলিপুরদুয়ার-১ শুক্রবার ব্লকের পাটকাপাড়া চা বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। ওই বাগানের তৃণমূলের ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন দে সহ ওই চা বাগানের ট্রেড ইউনিয়নের অন্য

রাস্তার সূচনা

তৃণমূল নেতারা।

হাসিমারা, ১০ জানুয়ারি কালচিনি ব্লকের মালঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিচ চা বাগানের ১৩ নম্বর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলেছিলেন চা বাগানের বাসিন্দারা। শুক্রবার ওই রাস্তার কাজের সূচনা করেন সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের অনুমোদিত প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কাজ শুরু হয়েছে।

সমর্থন

কালচিনি, ১০ জানুয়ারি ২০ জানুয়ারি কালিম্পংয়ে বিশেষভাবে সক্ষমদের সংগঠনের তরফে ২ ঘণ্টার চাকা জ্যাম আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে কালচিনি ব্লক খণ্ড দিব্যাঙ্গ সংঘ সংগঠনের সম্পাদক বিবেক কামি শুক্রবার জানান, বিশেষভাবে সক্ষমরা এরাজ্যে নানা সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেজন্য কালিম্পংয়ের সংগঠনটি আন্দোলনের ডাক দিয়েছে।

স্ত্ৰী নিখোঁজ

স্বামীর সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি। আর তার জেরেই নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন স্ত্রী অনীতা দাস (৪৬)। তিনি ৩ জানুয়ারি বিকাল থেকে নিখোঁজ। স্বামী অখিল দাস বলেন, 'সামান্য কথা কাটাকাটির পর জমিতে কাজে চলে যাই। আধ ঘণ্টা পর ফিরে দেখি স্ত্রী ঘরে নেই। রাতেও বাড়ি ফেরেনি। মাদারিহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনা

রাঙ্গালিবাজনা, ১০জানুয়ারি শিশুবাড়ি থেকে ফালাকাটা ব্লকের গলাকাটা যাওয়ার পথে চাকা ফেটে দুর্ঘটনায় পড়ল একটি ছোট গাড়ি। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দেওগাঁওয়ে রাঙ্গালিবাজনা পাঁচমাইল রোডে। গাডিচালক ইমরান হক জানান সামনের চাকা ফেটে যাওয়ায় তিনি নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি রাস্তা থেকে সোজা নীচে নেমে যায়। কেউ আহত হননি।

রজত জয়ন্ত

বীরপাড়া, ১০ জানুয়ারি বীরপাড়ার সুভাষপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তি উৎসবের সূচনা হবে শনিবার। প্রথম দিন শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়য়াদের সঙ্গে পদযাত্রায় পা মেলাবেন অভিভাবক এবং স্থানীয়রা। রবিবার মূল পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

মহানামযজ্ঞ

ফালাকাটা, ১০ জানুয়ারি শুক্রবার ফালাকাটার ভুটনিরঘাট দুগা মন্দির প্রাঙ্গণে ভাগবত পাঠ হয়। রবিবার পর্যন্ত চলবে আসর। সোমবার ভোর থেকে শুরু হবে অষ্টপ্রহর লীলাকীর্তন। আগামী বুধবার সন্ধ্যায় বাউলগানের অনুষ্ঠানও হবে।

সফলভাবে কেটে বাদ ৬ কেজির টিউমার

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সাফল্য

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এক রোগীর পেট থেকে বের হল প্রায় ছয় কেজি ওজনের টিউমার। বেশ কয়েকদিন ধরেই পেটব্যথার সমস্যায় ভুগছিলেন বছর ৬২-র ওই মহিলা কমলা দেবনাথ। চিকিৎসকের পরামর্শে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা হলে দেখা যায় টিউমার রয়েছে। এরপর অস্ত্রোপচার করতে গিয়েই তাঁর পেট থেকে প্রায় ছয় কেজির টিউমার

রোগীর শরীরে এত বড় টিউমার দেখে রীতিমতো চমকে যান চিকিৎসকরা। যদিও বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। শুক্রবার রোগী রয়েছেন। আপাতত আগামী কয়েকদিন জেলা হাসপাতালেই তাঁর চিকিৎসা চলবে বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পশ্চিম চেপানির বাসিন্দা ওই প্রবীণার মেয়ে ঝণ দেবনাথ বলেন, 'মা বাডিতে একাই থাকেন। আমি অন্য জায়গায় থাকি। অনেকদিন ধরেই মায়ের পেটব্যথার সমস্যা ছিল। এক মাস আগে হাসপাতালে নিয়ে এসে টিউমারের বিষয়টি জানতে পারি। তারপর থেকেই চিকিৎসা চলছিল।

বেশ কয়েকজন চিকিৎসক এদিনের এই অস্ত্রোপচারে শামিল ছিলেন।

এখন উনি অনেকটাই সুস্থ বোধ অনেক সময় অস্ত্রোপচার শুনলে করছেন।' জেলা হাসপাতালের রোগী নিজে বেশ ভয় পেয়ে যান। সেইসব দিক ঠিকমতো নজরে রাখতে হয়েছে বলেও স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ চিত্তরঞ্জন জানিয়েছেন তিনি। শেষে সব ঠিক দাস, অ্যানাস্থেটিস্ট ডাঃ ইন্দ্রজিৎ করে রোগীর সফল অস্ত্রোপচারের সরকার সহ হাসপাতালের দুজন জন্য চিকিৎসকদের অভিনন্দন পিজিটি ডাঃ দিকশা সোনি এবং ডাঃ জানিয়েছেন জেলা হাসপাতালের



প্রবীণার পেট থেকে বেরিয়েছে টিউমার।

খুশবু কুমারীও সঙ্গে ছিলেন। ডাঃ চিত্তরঞ্জন বলেন, 'রোগী প্রথমে এসে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর পেট ভারী হয়ে যাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড পেটে ব্যথা। সব

সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল। তিনি জানান, রোগীর পরিবার সহযোগিতা করলে চিকিৎসকরাও সকলে ভালোভাবে পরিষেবা দিতে সক্ষম হবেন। এই পরীক্ষার পর যখন টিউমারের বড় মাপের টিউমার বের করতে বিষয়টি নজরে আসে তারপর সফল অস্ত্রোপচার তারই প্রমাণ।

জামর খাতয়ানে বদলে গেল 'মালিক'

কাছে এসেছে। তবে সেগুলি খুলে

দেখা হয়নি। আর এই জমির ব্যাপারে

এখন আমি কোনও মন্তব্য করব না।'

জয়ন্তর দাদু দয়াল পণ্ডিত (রায়)

সেসময় নামজারি হয়নি। দয়ালের

মৃত্যুর পর তাঁর ওয়ারিশরা জমির

নামজারি করার চেষ্টা শুরু করেন।

দয়ালের জমির ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত

১ একর জমি গতবছর ২ মে প্রশান্ত

রায় রেকর্ড করার আবেদন করেন।

জয়ন্তর অভিযোগ, এরপরেও প্রশান্ত

রায়কে খতিয়ান প্রদান করা হয়নি।

সেটা নিয়ে তিনি আরটিআইয়ে

তিন বিঘার মধ্যে ১৪ শতক জমি

জমির খতিয়ানের জন্য অশোক

আবেদন করলেও তা দেওয়া

হচ্ছে না বলে অভিযোগ জয়ন্তর।

থেকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হলে

খয়েরবাড়ির আরআই উৎসব নাগ

ও বিশ্বজিৎ দাস জমির তদন্ত করেন।

এরপর পাশেই থাকা অন্য হাতির

মাহুত ও পাতাওয়ালারা চইতুকে

যান। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের

বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন

থেকে চইতুকে কোচবিহারে নিয়ে

জয়ন্ত অশোক রায়ের কাছে

করেছিলেন। কিন্তু ওই

বিএলএলআরও দপ্তর

জানতে চেয়েছেন।

এরপর

ঘটনায় ১৯৬১ সাল নাগাদ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১০ জানুয়ারি মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অন্য এক ব্যক্তিকে জমির খতিয়ান দেওয়ার অভিযোগ ৩ বিঘা জমি কিনেছিলেন। তবে উঠল। তথ্য জানার অধিকার আইনে (আরটিআই) জয়ন্তকুমার রায় এই অভিযোগ এনেছেন। জয়ন্তর অভিযোগ, তাঁর দাদুর জমির ওয়ারিশ হয়েও তিনি বা তাঁর দাদুর অন্য ওয়ারিশরা নামজারি করতে গিয়ে বিফল হয়েছেন। উপরম্ভ এক পেট্রোল পাম্প মালিকের নামে তাঁদের দাদুর জমির খতিয়ান করা জয়ন্ত বলেন, 'দাদুর ওয়ারিশ

আমরা। অথচ আমরাই জানি না আমার দাদুর জমি কীভাবে অন্য এক ব্যক্তি ওই পাম্প মালিকের কাছে বিক্রি করে দিলেন। এমনকি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক কীভাবে আবার ওই পাম্প মালিকের নামে তদন্ত না করেই খতিয়ান করে

এই ব্যাপারে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক ভূমি ও রিপোর্ট অশোকের পক্ষে গেলেও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক[ੇ] নবীন অশোক জমি পাননি। সেটি নিয়েও ইয়নজন বলেন, 'কয়েকটি তথ্য জয়ন্ত প্রশ্ন তুলেছেন।

শুক্রবার সকালে

জাতীয় উদ্যানের কুনকি হাতি উর্মির

খাবার আনতে গিয়েছিলেন তোর্যা

নদীর ধারে।হঠাৎএকটি বাইসন জঙ্গল

করে বসে। শিং ঢুকিয়ে পেট এফোঁড়-

জলদাপাড়া

বাইসনটিকে পালটা আক্রমণ করে অবস্থা সংকটজনক।

পাতাওয়ালা চইতু রাভা তাঁর হাতির উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার নিয়ে

থেকে বেরিয়ে তাঁর ওপর আক্রমণ কাশোয়ান জানান, আলিপুরদুয়ার

ওফোঁড় করে দেয় চইতুর। সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, চইতুর

সম্পাদক রাজা বসু সহ অন্যরা।

কমিটি গঠন

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুলের ৭৫তম বর্ষ উদযাপন কমিটি গঠন হল শুক্রবার। সৌরেন্দ্রকুমার রায়কে উৎসব কমিটির সভাপতি করে ৭৫ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৫টি উপসমিতি গোটা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবে। ওই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ডঃ বাবুল দাস জানান, টানা এক বছর ধরে ৭৫তম বর্ষ উদযাপন করা হবে।

বাধত সভা

কামাখ্যাগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : কংগ্রেসের কামাখ্যাগুড়ির ২ নম্বর অঞ্চল কোর কমিটির বর্ধিত সভা হয় দলীয় কার্যালয়ে। ২৯ জানুয়ারি অঞ্চল সম্মেলন হবে। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক দুলাল দে, ব্লক সম্পাদক অনিরুদ্ধ বিশ্বাস, অঞ্চল সভাপতি শিবু রায়, উপপ্রধান প্রসূন দত্ত। কামাখ্যাগুড়ি ১ নম্বর অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ১০/১৪৭ নম্বর বুথেও একটি সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কামাখ্যাগুডি-১ অঞ্চলের সভাপতি মিহির নার্জিনারি, চেয়ারম্যান প্রবীর চক্রবর্তী, সাধারণ

একজন সভাপতি এবং সঙ্গে ১১

জন। জেলার প্রতি বুথে এই দ্বাদশের বুথ কমিটি তৈরি করবে বিজেপি। আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে প্রতি বুথে নতুন কমিটি তৈরি করতে চলৈছে বিজেপি। এ নিয়ে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার শহরের বেসরকারি ভবনে বৈঠক করেন বিজেপি নেতারা। সেখানে জেলার সব মণ্ডলের নেতাদের ডাকা হয় জেলা বিজেপির সভাপতি মনোজ টিগ্লা বলেন, 'এদিন সাংগঠনিক বৈঠক হয়েছে। সদস্য সংগ্ৰহ অভিযানের পর এবার সংগঠন নিয়ে কিছু কাজ শুরু হয়েছে।'

একইরকম বক্তব্য শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির তথা সাংগঠনিক নিবাচনের জন্য নিযুক্ত আলিপুরদুয়ারের রিটার্নিং অফিসার শংকর ঘোষের। তিনি বলেন. 'ধাপে ধাপে বিভিন্ন নিবৰ্চন হবে। প্রথমে বথ কমিটি নিবর্চন হবে। এরপর মণ্ডল কমিটি ও জেলা কমিটি। কীভাবে নিবৰ্চন হবে সেটা নিয়ে এদিন আলোচনা করি জেলার নেতাদের সঙ্গে।' বিজেপির তরফে শক্তিকেন্দ্র অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হবে। তাঁরাই বুথে গিয়ে নিবর্চন করবেন। মূলত ১২ জনেুর বুথ কমিটি

করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। সেখানে সক্রিয় সদস্যদের রাখার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হবে। বথের নেতারা প্রথমে সভাপতি নির্বাচন করবেন। সভাপতির সঙ্গে পাঁচজন সাধারণ সদস্য রাখতে হবে ওই কমিটিতে। এছাডাও একজন সম্পাদক থাকবেন কমিটিতে। বুথের বিএলএ প্রমুখ, মন কি বাত প্রমুখ, লাভার্থী প্রমুখ, হোয়াটসঅ্যাপ প্রমুখ, প্রদেশ কার্যক্রমের প্রমুখকেও এই কমিটিতে রাখতে হবে। সবার সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন কাজ করবেন বুথ সভাপতি। দলের বিভিন্ন কর্মসূচি যাতে ঠিকভাবে করা হয় সেজন্য বিভিন্ন কমিটির প্রমুখকে বুথ কমিটিতে রাখা হয়েছে।

২০২৬ বিধানসভা ভোটের আগে বুথগুলো শক্তিশালী করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে বক্তব্য বিজেপির নেতাদের।

বিল কাউন্টারের কর্মীকে জেরা

ভাবছেন?

পরিষেবাকেন্দ্রে হঠাৎ হাজির

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি : গ্রাহকদের বিলৈর টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠতেই নড়েচড়ে বসলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্তারা। বৃহস্পতিবার বিশারু বর্মন নামে এক গ্রাহক বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ বিলের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ ুতুলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করেন। বিশারু অভিযোগ জানাতেই তদন্ত শুরু করে দিয়েছে দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার রাতেই আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন। এরপর শুক্রবার আলিপুরদুয়ার কলেজ হল্টের বিদ্যুৎ থাহক পরিষেবাকেন্দ্রে হানা দেয় কলকাতা ও শিলিগুড়ি থেকে আসা কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। দুপুরে কলেজ হল্টের সেই পরিষেবাকেন্দ্রে প্রায় দু-ঘণ্টা বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। সেই দলের সঙ্গে আলিপুরদুয়ার জেলার কয়েকজন আধিকারিকও ছিলেন।

আধিকারিকরা নথিপত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ কবেছে বলেও জানা গিয়েছে। এছাড়াও গ্রাহকদের বিল নিতে বিদ্যুতের জমা নেওয়ার কাউন্টারে যে কম্পিউটারগুলো ব্যবহার করা হয়, সেগুলো খতিয়ে দেখেন তাঁরা। বেশকিছু তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। যা ওই প্রতারণার কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন দপ্তরের আধিকারিকরা।

এদিকে, বিদ্যুৎ দপ্তরের বিল জমা নেওয়ার কাউন্টারে টাকা নয়ছয়ের খবর প্রকাশিত হতেই জেলাজুড়ে আইনানুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ

করেছেন জেলার মানুষ। খবর, বিল সূত্রেব নেওয়ার কাউন্টারের আধিকারিকদের নজরে এসেছেন। ওই কর্মীর ১০ বছর ধরে আলিপুরদুয়ারেই পোস্টিং। তিনি আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে থাকেন। এর আগে তিনি জলপাইগুড়ি জেলায় পোস্টেড ছিলেন। তিনি এখানে এসে প্রথমে ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। কিন্তু এই দশ

জমি কিনে দালান

- 💶 বিল জমা নেওয়ার কাউন্টারের এক কর্মী আধিকারিকদের নজরে
- ১০ বছর আগে এখানে এসে প্রথমে ভাড়াবাড়িতে
- 💶 বৰ্তমানে তিনি ওই ওয়ার্ডেই জমি কিনে দালান হাঁকিয়েছেন
- এদিন চতুর্থ শ্রেণির ওই কর্মীকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করেছেন আধিকারিকরা

বছরেই তাঁর আঙুল ফুলে কলাগাছ। বর্তমানে তিনি ওই ওয়ার্ডেই জমি কিনে দালান হাঁকিয়েছেন। শুক্রবার চতুর্থ শ্রেণির ওই কর্মীকে দীর্ঘক্ষণ জেরা করেছেন আধিকারিকরা।

দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'আমাদের বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। এরজন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে দপ্তরের

কাঠ পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ

শামুকতলা, ১০ জানুয়ারি প্রতি বছরই শীতের মরশুমে রাতের অন্ধকারে সাইকেলে কাঠ পাচারের চেষ্টা করে পাচারকারীরা। এবার সে চেষ্টা ব্যর্থ করতে পাচারের রুটগুলিতে কডা নাজরদারি শুরু করেছেন সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের বনকর্মীরা। ফলে বারবার ব্যর্থ হতে হচ্ছে পাচারকারীদের। গত ১৫ দিনে বুক্সা ব্যাঘ-প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জে অন্তত দেড় লক্ষ টাকার কাঠ উদ্ধার হয়েছে। বহস্পতিবার রাতেও দুই সাইকেল ভর্তি চোরাই কাঠ উদ্ধার করেন বনকর্মীরা। যার বাজারমূল্য অন্তত ৪০ হাজার টাকা।

গতবছর শীতের সময়ও এই

কৌশলে পাচারকারীরা কাঠ পাচারের চেষ্টা চালিয়েছিল। শামুকতলা থানার উত্তর মহাকালগুড়ি, কোহিনুর চা বাগান, বানিয়াগাঁও, তালেশ্বরগুড়ি, চেপানি চৌপথি. পানবাড়ি এলাকায় নজরদারি চালিয়ে অন্তত ৪০টি সাইকেল এবং প্রায় ১০ লক্ষ টাকার চোরাই কাঠ উদ্ধার হয়। এবারও কড়া নজরদারি রেখেছে বন দপ্তর। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বনকর্তারা জানান, পাচারকারীদের ধারণা, প্রবল শীত এবং ঘন কুয়াশায় বন দপ্তরের নজরদারি হয়তো কম থাকবে। কিন্তু শীতের শুরু থেকেই খুব ভোরে এবং রাতে পাচারের সম্ভাব্য রুটগুলিতে বনকর্মীদের কড়া নজর থাকছে। ফলে পাচারকারীরা কাঠ পাচার করতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তপক্ষের নির্দেশে কাঠ পাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে।

বধু নিযাতন

শামুকতলা, ১০ জানুয়ারি শামুকতলা থানার পানিয়ালগুড়ি গ্রামে বধু নির্যাতনের অভিযোগ সামনে এসেছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই বধূ তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে তাঁর স্বামী তাঁর উপর শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার চালায়। কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকায় শুক্রবার দুপুরে লিখিত অভিযোগ করেন। শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জয়ে স্কুলের রজত জয়ন্তীর প্রচ বাইসনের গুঁতোয় সাইকেল চালিয়ে পড়য়াদের স্কুলের তরফে মাংসভাতও খাঁওয়ানো হয়। লাল্ট্রাম হাইস্কুলের প্রধান জখম পাতাওয়ালা শালকুমারহাট, ১০ জানুয়ারি :

ব্যান্ডপার্টি নিয়ে স্কুলের রজত বর্ষের প্রচার করা হল। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তরফে পড়য়াদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় সাইকেল র্যালি করা হয়। সঙ্গে চলে বাজনা। স্কুলের সামনে প্রথমে ফিতে কেটে র্যালির সূচনা করেন শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়ৈত প্রধান শ্রীবাস রায়।

শিক্ষক প্রাণতোষ পালের কথায়. 'স্কুল প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর হতে চলল। তাই এদিন সাইকেল র্যালির জলদাপাড়ার লাল্টুরাম হাইস্কুলের মাধ্যমে গোটা এলাকায় প্রচার এই উদ্যোগ। শুক্রবার স্কুলের চালানো হয়। এতে পড়ুয়াদের পরিশ্রম হবে বলেই স্বাইকে স্কুলের তরফে মাংসভাত খাওয়ানো হয়।' মূল অনুষ্ঠান হবে ২৫ থেকে ২৭ মার্চ।

এদিন দুপুরে র্যালি শুরু



র্য়ালি শেষে স্কুলে মাংসভাত খাচ্ছে পড়য়ারা। শুক্রবার।

হয় স্কুলের গেট থেকে। তারপর চা বাগান, নেপালি প্রাইমারি কালীবাড়ি চৌপথি, ভালুকা ব্রিজ, এদিকে প্রায় ১৩ কিমি রাস্তায় আইসিডিএস সেন্টার, নতুনপাড়ার স্কুল, জলদাপাড়া রেঞ্জ অফিস, রাইনো কটেজ, রবীন সংঘ মোড়, মতো পড়য়ারা।

সোনারাম প্রাইমারি স্কুল হয়ে ফের নিজেদের স্কুলে এসে সাইকেল র্য়ালি শেষ করে পড়য়ারা। র্য়ালিতে টোটোয় করে ব্যান্ডপার্টির বাজনায় ছেয়ে যায় আশপাশ। স্কুলের এমন অনুষ্ঠানের জন্য

পড়ুয়ারাও খুশি। দশম শ্রেণির চন্দনা রায়ের কথায়, 'রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের সময় আমি স্কুলে পড়ছি। সব অনুষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ করব। এটাই গর্বের বিষয়।' এতদূর সাইকেল চালিয়ে শেষে মাংসভাত খেয়ে দারুণ খুশি অভিজিৎ রায়, হিরণ রায়, বর্ষা রায়দের

টোটো-অটোয় नয়া বিধি

২৬৫ বাস কিনবে রাজ্য পরিবহণমন্ত্রী

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি : অটোর দাপটে বাসের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম উৎকণ্ঠা রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর গলায়। রাজ্যজুড়ে টোটো-অটোর দাপট সামলাতে নতুন আইন আনতে চলেছে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। শুক্রবার ডুয়ার্সকন্যায় আয়োজিত আলিপুরদুয়ার জেলা শাসক ডঃ আর বৈঠকে এমনটাই জানালেন মন্ত্রী। বিমলা, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী তিনি বলেন, 'টোটো-অটোর দাপট প্রমুখ বাড়ার কারণেই বাসের যাত্রীসংখ্যা নিম্নমুখী। তার ওপর কেন্দ্রীয় সরকার সংবাদমাধ্যমে মন্ত্রী জানান, এটা টোটো-অটোর দাপট বাড়ার ক্রমে জ্বালানির দাম বাড়িয়ে চলেছে। একটা রিভিউ মিটিং। পরিবহণ কারণেই বাসের যাত্রীসংখ্যা এই দুইয়ের সাঁড়াশি আক্রমণে বাসের দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এই নিম্নমখী। তার ওপর কেন্দ্রীয়

ভবিষ্যৎ খাদের কিনারায়।' প্রশাসনিক পরিবহণের আধিকারিকদের নিয়ে সংখ্যা কমতে থাকার কারণ হিসেবে বৈঠক করেন মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে বৈঠকে মন্ত্রীর বক্তব্য, বাসের আয়ে থাবা ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের বসিয়েছে টোটো, অটো, ছোট গাড়ি। সচিব সৌমিত্র মোহন। অন্যদের মধ্যে পর্যাপ্ত যাত্রী মিলছে না। ফলে বিভিন্ন

কেন পদক্ষেপ

■ বিভিন্ন রুটে যে গুটিকয়েক মানুষ বাসে যাত্রা করতে ইচ্ছুক, তাঁরা বাস না পেয়ে অভিযোগ করেন

■ কিন্তু ওই সমস্ত রুটে আর্থিক ক্ষতি করে সরকারের পক্ষে বাস চালানো সম্ভব নয়

■ তাই, টোটো-অটোর দাপট নিয়ন্ত্রণে নতুন আইন আনা হচ্ছে

বৈঠক নিয়মিত করা হয়। এবার সরকার ক্রমে জ্বালানির দাম আলিপুরদুয়ারের আলিপুরদুয়ারে করা হচ্ছে। যাত্রী ভুয়ার্সকন্যায় পরিষেবা ভালো রাখতে এই ধরনের জেলার বৈঠক। সরকারি, বেসরকারি বাসের



ডুয়ার্সকন্যায় বৈঠক পরিবহণমন্ত্রীর। শুক্রবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বাডিয়ে চলেছে। এই দইয়ের সাঁড়াশি আক্রমণে বাসের ভবিষ্যৎ

–স্নেহাশিস চক্রবর্তী

কোচবিহার, কালিম্পং এবং দার্জিলিং চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের 'বিভিন্ন কটে যে গুটিকয়েক মানুষ হবে। পরিবর্তিতে সেই অ্যাপ গোটা জেলার পরিবহণ দপ্তরের আরটিও, বিজেপি সরকার লাগাতার জ্বালানির বাসে যাত্রা করতে ইচ্ছুক, তাঁরা বাস রাজ্যে চালু করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট এআরটিও, এমভিআইয়ের কর্তা, দাম বাড়িয়ে চলছে।ফলে বাসের ঘুরে না পেয়ে অভিযোগ করেন। কিন্তু সূত্রে খবর।

ওই সমস্ত রুটে আর্থিক ক্ষতি করে সরকারের পক্ষে বাস চালানো সম্ভব নয়। আমরা টোটো-অটোর দাপট নিয়ন্ত্ৰণে নতুন আইন আনতে চলেছি।'

এদিকে বাসের ভবিষ্যৎ নিয়ে মন্ত্রীর উৎকণ্ঠার মাঝেই রাজ্য সরকার ২৬৫টি নতুন বাস কিনছে। ইতিমধ্যে ১০০টির মতো বাস রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের হাতে চলে এসেছে। তার মধ্যে বেশ কিছু বাস উত্তরবঙ্গের কপালেও জুটবে।

বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানে চালকদের বাগে আনতে একটি আ্যপ আনছে পরিবহণ দপ্তর। ছিলেন আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, রুটে সরকারি, বেসরকারি বাস দাঁড়ানো খুব শক্ত। তাঁর সংযোজন, প্রথমে সেই অ্যাপ কলকাতায় চালু



মেচপাড়া

খুলতে বৈঠক

সোমবার

হঠাৎ

কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা বাগান

কর্তৃপক্ষ বাগানে সাসপেনশন অফ অপারেশনের নোটিশ ঝুলিয়ে বাগান

ছাড়ে। খবর শুনে বৃহস্পতিবারই

বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করতে

আসেন বিজেপির আলিপুরদুয়ারের

সাংসদ মনোজ টিগ্গা। শুক্রবার ওই

বাগানে আসেন তৃণমূলের রাজ্যসভার

সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। তিনি

বাগানের শ্রমিকদের পাশে থাকার

আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন

বাগান বন্ধ হওয়ার পরপরই শ্রম

দপ্তরের তরফে বাগান খোলার বিষয়ে

সোমবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা

হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে শ্রম দপ্তরের

কার্যালয়ে ওই বৈঠক হবে। সেখানে

তিনি নিজেই উপস্থিত থাকবেন

বলে জানিয়েছেন প্রকাশ। এছাডাও

করেই

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ সহ সংগঠনের অন্য নেতারা উপস্থিত

শুক্রবার দুপুর ২টা নাগাদ সাংসদ বাগানের মজদুর ক্লাব চৌপথিতে আসেন। সেখানে শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা কথা বলেন। বাগান খোলাব জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দেন। মেচপাড়া চা বাগান লাগোয়া কালচিনি চা বাগান বন্ধ রয়েছে এক বছরের বেশি সময় ধরে। বাগানটির শ্রমিকদের অভিযোগ, দু'দিন আগে বাগানের জলের মেশিনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এতে বাগানে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। দূর থেকে শ্রমিকদের পানীয় জল টেনে আনতে হচ্ছে। এই বিষয়ে সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক জানান, তিনি বিষয়টি জেলা শাসককে জানিয়েছেন। যাতে কালচিনি বাগানের জলের মেশিনের বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরায় চালু করা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক মোহমায়া মাহালি বলেন, 'দীর্ঘ বছর বাগানে কাজ করে অবসর নিয়েছি। একবারও বাগান বন্ধ হয়নি।'

এদিকে, বাগান কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, শ্রমিকরা শৃঙ্খলা মেনে কাজ কর্রছিলেন না। কাজের ঠিকা সম্পূর্ণ কর্ছিলেন না। এসব বিষয়ে ক্ষুৰ হয়েই বাগানে সাসপেনশন অফ অপারেশনের নোটিশ ঝোলানো হয়েছে কর্তৃপক্ষের যদিও তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি ওমদাস লোহরার বক্তব্য, 'বাগানের শ্রমিকরা ঠিকমতো কাজ করছিলেন। কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে বাগান বন্ধ কবেছে। আমুবা বিষয়টি কালচিনি ব্লক প্রশাসন, কালচিনি থানায় বৃহস্পতিবারই জানিয়েছি। সোমবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে হয়তো কিছু লাভ হতে পারে।'

তৃণমূলে

কামাখ্যাগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : খোয়ারডাঙ্গা-১ নম্বর অঞ্চলের উত্তর নারারথলি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে শুক্রবার বিজেপির ১০/১২৭ নম্বর বুথের সভাপতি সুভাষ বিশ্বাস তৃণমূলে যোগদান করেন। তৃণমূলে যোগ দেন ছয় নম্বর মণ্ডলের মহিলা সভানেত্রী দীপালি বিশ্বাসও। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগ্রাম ব্লক সভাপতি ধীরেশচন্দ্র রায়, অঞ্চল সভাপতি সুদয় নার্জিনারি, খোয়ারডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাকলি রায়। সুদয়বাবুর কথায়, 'তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়ন দেখে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা দেখে ওঁরা বিজেপি থেকে তৃণমূল কংপ্রেসে যোগদান করলেন।



§ 8597258697

মিড-ডে মিলে

পিঠে-পায়েস

picforubs@gmail.com

এর আগেও একবার স্কুলে পিঠেপুলি খেয়েছি। তবৈ এবার স্কুলের বড় দাদা-দিদিরা খাবার পরিবেশন করে। পিঠেপুলি খাওয়াকে কেন্দ্র করে ছোঁট অনুষ্ঠান হয়ে যায়। বন্ধুদের পাশে একসঙ্গে বসে পিঠেপুলি খেতে পেরে খুব ভালো লেগেছে

–সূজা সরকার

খাবার পরিবেশন করে। পিঠেপুলি খাওয়াকে কেন্দ্র করে ছোট অনুষ্ঠান হয়ে যায়। বন্ধদের পাশে একসঙ্গে বসে পিঠেপুলি খেতে পেরে খুব ভালো লেগেছে।' একই কথা বলল সরকার বলে, 'এর আগেও একবার নবম শ্রেণির ছাত্র সুদীপ দাসও। এবং পায়েস দেওয়া হয়। সকলেই স্কুলে পিঠেপুলি খেয়েছি। তবে তার বাড়িতে অবশ্য পিঠেপুলি আগেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু বন্ধদের

সঙ্গে বসে পিঠে খাওয়ার আনন্দই

অসমের কাজিরাঙ্গায় ছবিটি

তুলেছেন যুবরাজ নন্দী।

এদিন স্কুলের মিড-ডে মিলের রাঁধুনিরাই পিঠেপুলি রান্না করার উদ্যোগ নেন। তাঁদের সাহায্য করেন স্কুলের শিক্ষাকর্মী প্রদীপ শীলশর্মা। রান্নার জন্য জিনিসপত্রের ব্যবস্থাও করে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। নিজেদের পকেট থেকেও কিছু অর্থ দেন শিক্ষকরা। পড়য়াদের আগে থেকে কিছুই জানানো হয়নি। এদিন মিড-ডে মিল খেতে বসে সবটা জানতে পারে তারা। এমন অভিনব মিড-ডে মিল খেতে পেরে ছোটদের পাতে

পিঠে পরিবেশন করার দায়িত্বে ছিল দাদা-দিদিরা। তাদের সেই কাজে সাহায্য করেন শিক্ষকরাও।

মিড-ডে মিল খাওয়ার অংশ হিসেবে এদিন পড়য়াদের পাতে তিন ধরনের পিঠে, মালপোয়া এদিন পিঠেপুলি, পায়েস একেবারে

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক হয়।

সিডব্লিউসি'র চেয়ারমান অসীম বসু বলেন, 'ওই নাবালিকা ও তার পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাকে কলকাতায় পাঠানোরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বড় দাদা-দিদিরা

ফালাকাটা, ১০ জানুয়ারি

স্কুলে এসে তাদের সেই আক্ষেপ

বদলে এদিন সবার পাতে পড়ল

দুপুরের খাবার সারল ফালাকাটার

প্রধান শিক্ষক প্রবীর রায়চৌধুরী

বলেন, 'আমাদের স্কুলে বেশ

কয়েকজন আবাসিক পড়য়া রয়েছে।

থেকে স্কুলে পড়ে। কিন্তু সবার

বাড়িতে পিঠেপুলির আয়োজন হয়

না। তাই পৌষ সংক্রান্তির আগে

তাদের পিঠেপুলি খাওয়ানো হল।'

এদিন মিড-ডে মিলের মেনু দেখে

খুশি স্কুলের ৭০০ পড়্য়া। মেনুতে

हिंन शोंि प्राथि।, श्रुनि, श्रुकि शिर्रेऽ,

এদিন যে এমনভাবে সারপ্রাইজ

পাবে, সেটা পড়য়ারা আগে থেকে

বুঝতে পারেনি। পড়য়া সৃজা

মালপোয়া এবং পায়েস।

পারঙ্গেরপার

পারঙ্গেরপার

কয়েকজন আবার

শিশুকল্যাণ

হাইস্কুলের

ভাঁড়াবাড়িতে

জয়গাঁ থেকে উদ্ধার হল কলকাতার এক নাবালিকা। কলকাতার বাডি থেকে প্রায় চারদিন নিখোঁজ ছিল সে। অভিযোগ পাওয়ার পর থেকেই বিধাননগর কমিশনারেটের তরফে তদন্ত শুরু করা হয়েছিল। মোবাইল টাওয়ার লোকেশন দেখে শেষমেশ জয়গাঁ এলাকায় ওই নাবালিকার খোঁজ মেলে। শুক্রবার সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ ও সিডব্লিউসি জানিয়েছে, ইনস্টাগ্রামে জয়গাঁর এক নাবালকের পরিচয় হয়েছিল। তারপর দজনের

টাকা ধার দিয়ে প্রতারিত টোটোচালক

অপরিচিত তরুণকে টাকা ধার দিয়ে আট হাজার টাকা খোয়ালেন টোটোচালক। শুক্রবার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ওই তরুণ টোটোচালক বাসুদেব ঘোষকে জানায় যে. সে টাকা আনতে ভুলে গিয়েছে। তাই সবজি ও মাংসের দোকানে দাম মেটানোর জন্য তাঁর থেকে টাকা চায়। তরুণটি আরও বলে, মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য তাকে টাকা ধার দিতে। বাসুদেবের টোটোতেই মাদারিহাট হাসপাতালে সবজি ও মাংস নিয়ে তরুণটি না আসায় বাসুদেব বোঝেন

যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন। শুধু বাসুদেবই নন, প্রথমে মাদারিহাটের কৈলাস মাহাতোর কেজি মাংস দিতে বলে তরুণ। পরে রামকুমার সাহার সবজির দোকানে পৈঁয়াজ, আদা, রসুন সহ আরও কিছু জিনিসও দিতে

বলে সে। তাঁর কাছ থেকেও ৫০০ টাকা ধার নেয় ওই তরুণ। আর মাদারিহাট, ১০ জানুয়ারি : সেখানেই দাঁডিয়েছিলেন বাসদেব। তিনি বলেন, 'আমাকে ওই ছেলেটি বলে টাকা আনতে ভুলে গিয়েছে। মাংস ও সবজির দোকানে টাকা মাদারিহাটের হাটখোলার এমন দিতে হবে। আমার টোটোতেই মাদারিহাট হাসপাতালে গিয়ে টাকা ফেরত দিয়ে দেবে।'

তরুণের কেনা সবজিগুলি টোটোতে তুলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেও তরুণ ফিরে আসেনি বলে অভিযোগ। অন্যদিকে কৈলাসের থেকেও মাংস কেনেনি সে। পরে সকলেই বুঝতে পারেন যে, ওই তরুণ প্রতারক। বাসুদেব আরও জানান, তাঁর বাড়ি ফালাকাটায়। পৌঁছে সে সব টাকা ফিরিয়ে দেবে। এদিন মাদারিহাটে মাছ বিক্রেতাদের তবে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও মাছ নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁর কাছে থাকা মোট আট হাজার টাকা পুরোটাই তিনি ওই তরুণকে দিয়েছিলেন। কৈলাস 'সবজি ও পরে মাছের দোকানে মুরগি মাংসের দোকানে গিয়ে ৫ ছেলেটিকে যেতে দেখে ভাবলাম হয়তো মাছ কিনতে গিয়েছে। কিন্তু আর ফিরে আসেনি।' এই ঘটনায় মাদারিহাট থানায় মৌখিক অভিযোগ জানানো হয়েছে।

বীরপাডা কলেজে রক্তদান শিবির

বীরপাড়া, ১০ জানুয়ারি : বীরপাড়া কলেজে শুক্রবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। আয়োজন করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)। রক্তদান শিবিরে সংগৃহীত হয় ২০ ইউনিট রক্ত। এদিন সেই সংগৃহীত রক্ত বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা।

একমাত্র নির্ভরযোগ্য পঞ্জিকা

মহিলা সমবায় সমিতির দুৰ্নীতিতে তদন্ত ইডিকে জ্যোতি সরকার

্জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার মহিলা সমবায় আর্থিক তছরুপের ৫০ কোটি বৃহস্পতিবার বিচারপতি অনিরুদ্ধ ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি ইডিকে তদন্তের ভার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তীতে এই মামলার তদন্তভার সংক্রান্ত রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে আদালতের কাছে পেশ করতে হবে। আইনজীবী রাজদীপ্ত ঘোষ জানান, আগামী ২০ জানুয়ারি দ্বিতীয় সার্কিটে এই মামলার শুনানি হবে।

মামলাটি প্রথমে আলিপুরদুয়ার থানার আওতায় তদন্ত হয়। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয় তারপর আর মামলা এগোয়নি প্রধান অভিযোগকারী রায় তদন্তের জন্য নাছোড়বান্দা ছিলেন। মামলার তদন্তকারী অফিসার ইডিকে দিয়ে তদন্ত করানো হবে বলে জানিয়েছেন অলোককে।

অলোক বলেন, 'আর্থিক তছরুপের জন্য যারা দোষী তাদের দষ্টান্তমলক শাস্তি দিতে হবে। তদন্তের নথি প্রকাশ করে জনগণের সামনে আনতে হবে।

আলিপুরদুয়ারের সাধারণ মানুষ তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী সূভাষ ব্রুমী বলেন, 'যারা টাকা তছুরূপ করেছে, তাদের চিহ্নিত করতে হবে।' ইডি'র নেতৃত্বে সঠিক তদন্ত হবে বলে সকলে আশা করছেন।

বর্ষবরণ

কুমারগ্রাম, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার নাচ, গান আবৃত্তি সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ হল পাগলারহাট বিএফপি স্কুলে। প্রাক্তন ও বর্তমান অভিভাবক, শিক্ষক কমিটির এডুকে**শ**ন সভাপতি এবং গ্রামের বিশিষ্টরা অংশ নেন। পঞ্চম শ্রেণির দিব্য কথায়, ছিল ডিম, পার্ডরুটি, রসগোল্লা। ক্রিকেট, ভলিবল খেলার পর ফ্রায়েডরাইস, চিকেন ক্ষা, আমসত্ত্বর চাটনি দিয়ে স্কুলের মাঠে দুপুরের খাবার সারি।' প্রধান শিক্ষক কল্যাণ পাল বলেন, 'খুদেরা সাঁওতাল, বোড়ো, রাজবংশী, আদিবাসী নাচগান করেছে প্রাক্তন ও বর্তমান মিলিয়ে এদিন ১১২ জন ছাত্রছাত্রী পিকনিকে অংশ নিয়েছিল।'

পারিশ্রমিক বৃদ্ধি

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি : নিজেদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করা নিয়ে আলিপুরদুয়ার বালি-পাথর ট্রাক মালিক কল্যাণ সমিতি এবং লোডিং-আনলোডিং লেবার ইউনিয়নের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার। সমিতির সম্পাদক সোনা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আগের পারিশ্রমিকের তুলনায় ট্রিপ প্রতি ১০০ টাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই নতুন হার আগামী তিন বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। শনিবার, ১১ জানুয়ারি থেকে সমস্ত সদস্যকে এই বর্ধিত পারিশ্রমিক প্রদান করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।'



বেলা প্রায় ২টা। তখনই ফাঁকা দেওমালির হাসিরুদ্দিন মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

এমএসকে'র শিক্ষক আসেন দুপুর একটায়

জটেশ্বর, ১০ জানুয়ারি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র খোলার সময় সকাল দশটা। টিআইসি আসছেন দুপুর একটার সময়। বাকি দুই শিক্ষকের তখনও পাতা নেই! শুধু শুক্রবার নয়, এই ছবি প্রায়ই দেখা যায় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বলা হচ্ছে ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে দেওমালির হাসিরুদ্দিন মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের কথা। অভিভাবক মিয়াঁ নজরুল ইসলাম বলেন, 'প্রায়দিনই টিআইসি সহ বাকি দুই শিক্ষক দেরি করে আসেন। নিধারিত সময়ে কেউ আসেন না, যানও না। এদিনও দুপুর একটা পর্যন্ত স্কুলের বাইরে পড়্য়ারা দাঁড়িয়েছিল। এভাবে তো চলতে পারে না।' এলাকার একমাত্র স্কুলের পঠনপাঠনের বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ

নজরুলের মতো আরও অনেকে। ফালাকাটা ব্লকের ওই এলাকার তিন-চারটি মহল্লার বাসিন্দার হাসিরুদ্দিন ভরসা এমএসকে। টিআইসি সহ আরও দুজন শিক্ষক রয়েছেন। অস্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়য়ার সংখ্যা একশোজনের মতো। তিনজন শিক্ষক থাকলেও পঠনপাঠন হয় না বলে অভিযোগ

অভিজিৎ ঘোষ

তাঁরা কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের

কথা সামনে আসে না। অনেকটা

আড়াল থেকে যুদ্ধ করতে যিনি

পারদর্শী ছিলেন। আলিপুরদুয়ারে

ডুয়ার্স উৎসবের মাঠেও এরকম

কয়েকজনকে দেখা যায়। তাঁৱা

অবশ্য যুদ্ধ করেন না। তাঁরা ডুয়ার্স

উৎসব শুরুর দিন থেকে প্রতিদিন

সকালে প্যারেড গ্রাউন্ডের আবর্জনা

পরিষ্কার করেন। তাঁরা আলিপুরদুয়ার

এক্সপোমেলার জায়গায় ঝাড় হাতে

দেখা গেল জনাদশেক মহিলাকে।

ততক্ষণে উৎসবের মূল মাঠ থেকে

মাঠের বাইরের দিকের অংশ পরিষ্কার

করা হয়েছে। এক্সপোর জায়গাটি

এদিন সকালে দশটা নাগাদ

পুরসভার ৪৫ জন সাফাইকর্মী।

মতো.

মেঘনাদের

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি :

মেঘের

শুক্রবারের ছবি

 সকাল দশটা থেকে পড়য়ারা এমএসকে-তে গিয়ে বসে ছিল

 দুপুর একটায় ঢোকেন এমএসকে'র টিআইসি প্রফুল্ল

বাকি দুই শিক্ষক এদিন

স্কুলমুখো হননি

অভিভাবকদের।

শুক্রবার দেখা গেল, সকাল দশটা থেকে পড়য়ারা এসে অপেক্ষা করছে। দূপুর একটা নাগাদ স্কুলে ঢুকলেন টিআইসি প্রফুল্ল রায়। তারপর এক ঘণ্টা পরে আবার বেরিয়েও গেলেন বলে জানালেন স্থানীয়রা। পড়াশোনাও হল না, হল না মিড-ডে মিলও। এত দেরি করে কেন স্কুলে এসেছেন, জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। শুক্রবার স্কলের তিন শিক্ষকের মধ্যে একজনও সঠিক সময়ে না আসায়

শিক্ষকরা এসে পঠনপাঠন শুরু না করায় বেশিরভাগ দিনই পড়য়ারা স্কুলে এসে বাড়ি ফিরে যায়। অভিভাবক মহলে ক্ষোভ জমছে। অঞ্জন রায় বলেন, 'সকাল দশটায় স্কল খোলার কথা। পডয়ারা এসে দাঁড়িয়ে থাকলেও শিক্ষকদের দেখা মেলে না। শুক্রবার বেলা একটা নাগাদ প্রধান শিক্ষককে স্কুলে আসতে দেখি। এ কেমন ঘটনা!

শিক্ষক মহসিন আলি যদিও রোজ স্কুলে না যাওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর সাফাই, 'আমি টিচার ইনচার্জকে বলে চিকিৎসকের কাছে গিয়েছি। প্রতিদিন স্কুলে যাই না, এরকম নয়।' আরেক শিক্ষক জয়ন্ত ঘোষ চলতি মাসেই অবসর নেবেন বলে জানালেন। তিনি বললেন, 'প্রতিদিন স্কুলে যাই না, এরকমটা নয়। শুক্রবার যাইনি। এদিন আমার মায়ের শরীরটা খারাপ ছিল।'

ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় তিন শিক্ষককে শোকজ করার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'স্থানীয়দের অভিযোগপত্র জমা দিতে

পঠনপাঠন বন্ধ ছিল। বলা হয়েছে। তিনজনকে শোকজ স্থানীয়রা জানান, এটা প্রায় মাঠ সাফাইয়ে রোজ ৪৫ কর্মীর কাজ

মেলা তো অনেক রাত পর্যন্ত চলে।



ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে কাজ করছেন সাফাইকর্মীরা।

পরিষ্ণারের কাজ সবে শুরু। তাঁদের রাখছি। সেটা আবর্জনা সংগ্রহের মধ্যে একজন মুসকান হরিজনের সঙ্গে কথা হল। কী কী কাজ করতে হচ্ছে? উত্তর এল, 'মাঠ পুরো সেটা মেলায় আসা লোকরা জানতে পরিষ্কার করা হচ্ছে। ঝাড়ু দিয়ে এক

গাড়ি তুলে নিচ্ছে।'

তোমরা যে এই কাজ করো, পারে? প্রশ্ন শুনে একগাল হেসে জায়গায় এনে আবর্জনা জড়ো করে ঝন্টু দাস নামে আরেক সাফাইকর্মী

পরসভার এই কর্মীদের কাজ

তখন সব নোংরা হয়ে থাকে। আমরা সকালে এসে পরিষ্কার করি। আমাদের কেউ দেখে না। সকালে তো আর মেলা হয় না।

–ঝন্টু দাস সাফাইকর্মী

বললেন, 'মেলা তো অনেক রাত পর্যন্ত চলে। তখন সব নোংরা হয়ে। থাকে। আমরা সকালে এসে পরিষ্কার করি। আমাদের কেউ দেখে না। সকালে তো আর মেলা হয় না।'

দেখতে পান উৎসব কমিটির কয়েকজন কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ীরা। কাজ ভালো হলে অনেকে সাবাসি

বলে বকাঝকাও করেন। এর মাঝে এই সাফাইকর্মীরা দায়িত্ব সহকারে তাঁদের কাজ করছেন বলে প্রতিদিন উৎসবের মাঠ এরকম ঝাঁ চকচকে থাকছে। একথা স্বীকার করছেন উৎসব কমিটির সদস্যরাও। উৎসব কমিটির সম্পাদক অনুপ

দেন, কেউ আবার কাজ ঠিক হচ্ছে না

চক্রবর্তী বলেন, 'সাফাইকর্মীরা যেভাবে কাজ করছেন, সেটা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। মাঠ এতটাই পরিষ্কার থাকে যে প্রতিদিন মাঠে এসে মনে হয়, আজই মনে হয় উৎসব শুরু হবে।' কর্মীদের কাজের জন্য পুরসভা প্রশংসিত হয়, বক্তব্য আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের। সাফাইকর্মীদের আরও ভালো কাজ করার জন্য উৎসবে আসা ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা করা উচিত বলে

তাঁর মত।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৩ সংখ্যা, শনিবার, ২৬ পৌষ ১৪৩১

'ইন্ডিয়া'র ভবিষ্যৎ

লি বিধানসভা ভোটে গত তিনবারের মতো এবারও আপ. বিজেপি ও কংগুলে কি বিজেপি ও কংগ্রেসের ত্রিমখী লডাই হচ্ছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল. 'ইন্ডিয়া' জোটের বদান্যতায় আপ-কংগ্রেস জোটবদ্ধ হয়ে বিজেপির মোকাবিলা করবে। সেই ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করে দুই শিবিরই সম্মুখসমরে নেমেছে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে শেষ হাসি কারা হাসবে, তার জন্য ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় নেই।

তবে আপ–কংগ্রেস দ্বন্দ্বের জেরে ভোটের মুখে 'ইন্ডিয়া' জোটকে ভেঙে দেওয়ার দাবি ওঠায় বিরোধী শিবিরের অন্দরের সমীকরণ ক্রমশ ঘোলাটে হচ্ছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলকে ইতিমধ্যে সমর্থন ঘোষণা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল, অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। পার্শে থাকার বার্তা দিয়েছে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি)। এই পরিস্থিতিতে জোট রেখে দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।

ওমরের মতে 'ইন্ডিয়া' জোট যদি শুধু লোকসভা ভোটের জন্য করা হয়ে থাকে, তাহলে অবিলম্বে এই জোট ভেঙে দেওয়া উচিত। আর যদি বিধানসভা ভোটের জন্যও করা হয়ে থাকে, তাহলে সবার উচিত একসঙ্গে পথ চলা। ওমর যেটা বলেননি, সেটা তেজস্বী খোলসা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপিকে আটকানোর উদ্দেশ্যেই 'ইন্ডিয়া' তৈরি হয়েছিল। এখন আর সেই জোটের গুরুত্ব নেই।

অতীতে কংগ্রেসের অনেক নেতাও বলেছিলেন, সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপির মোকাবিলায় 'ইন্ডিয়া' তৈরি হয়েছে। রাজ্য স্তরে কোনও জোট নেই। 'ইন্ডিয়া'র সার কথা এটাই। রাজ্য স্তরে জোট নেই বলেই দিল্লিতে আপ-কংগ্রেসের দ্বৈরথ হচ্ছে। একই কারণে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল বনাম কংগ্রেস, কেরলে কংগ্রেস বনাম সিপিএমের দ্বন্দ্ব বর্তমান। রাজ্য এবং জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট, চরিত্র আলাদা। লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটের বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা। এটাই ভারতীয় রাজনীতির চালচরিত্র, চেহারা।

এই বিষয়টিকে যেন ইচ্ছা করে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে কোনও জোটে শরিকি টানাপোড়েন স্বাভাবিক। বড় শরিকের সঙ্গে বাকিদের মতান্তরও স্বাভাবিক। শুধমাত্র সেই কারণে জোট ভেঙে দেওয়া অযৌক্তিক। 'ইন্ডিয়া'য় বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। ওমর বেশ কিছু যুক্তিসংগত প্রশ্ন তলেছেন। জোটের বৈঠক না ডাকা, জোটের অ্যাজেন্ডার অস্পষ্টতা, জোটের নেতত্ব ইত্যাদি নিয়ে।

অতীতে ইউপিএ-র অভিন্ন ন্যুনতম কর্মসূচি ছিল। জোটের নেতৃত্ব স্পষ্ট ছিল। নিয়মিত জোটের বৈঠক হত। 'ইন্ডিয়া'য় তেমন হয়নি। কংগ্রেস বড় শরিক বলে দায়িত্ব তাদের বেশি। এখনও পর্যন্ত অভিন্ন ন্যুনতম কর্মসূচি তৈরি হল না কেন, কেনই বা সংসদের অন্দরে ও বাইরে সমন্বয় রাখা হচ্ছে না ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব নেই। কংগ্রেস, তণমল, আপ, সমাজবাদী পার্টি, সিপিএম ইত্যাদি সব দলই বিজেপিকে হারাতে চায়। কিন্তু তাদের কথায় ও কাজে পাহাডসমান ফারাক। যা জোট রাজনীতিতে মানানসই নয়।

এনডিএ-তেও শরিকদের আবদার মাথায় রাখতে হয় বিজেপিকে। কিন্তু শরিকদের মধ্যে জেডিইউ এবং তেলুগু দেশম বাদে আর কোনও দল বিজেপির ধারেকাছে নেই বলে বিজেপির সুবিধা। নীতীশ, চন্দ্রবাবুর দল দেওয়া-নেওয়ার বাধ্যবাধকতায় বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। ফলে বিজেপিকে চটায় না। 'ইন্ডিয়া' জোটের ছবিটা আলাদা। তৃণমূল, আপ, ডিএমকে, সিপিএম ইত্যাদি দল কোনও না কোনও রাজ্যের ক্ষমতায় রয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ, বিহারে কংগ্রেসের তুলনায় সমাজবাদী পার্টি. আরজেডি'র প্রভাব বেশি। ফলে কংগ্রেস বড় শরিক হলেও ওই দলগুলির গুরুত্ব কম নয়। কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নেই বলে তাদের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলা আঞ্চলিক দলগুলির পক্ষে সহজ। বিজেপির বিরুদ্ধে একক লডাইয়েও কংগ্রেসের তলনায় তণমূল, আপ, সমাজবাদী পার্টির স্ট্রাইক রেট বেশি। তাই 'ইন্ডিয়া' জোটে সমস্যা বাডছে। কংগ্রেস সহ সমস্ত শরিক নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় অধিক নজর না দিলে জোটের অস্তিত্ব বিলীন

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত টিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রযোগের প্রযোজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সম্ভষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সম্ভষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহুল হবে।

-ব্রহ্মাকমারী

পাকিস্তানি বাঙালি: যন্ত্রণার চালচিত্র

বাংলাদেশে উথলে উঠছে পাকিস্তান প্রেম। অথচ পাকিস্তানে দু'লক্ষেরও বেশি বাংলাদেশি ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে।



আল জাজিরা চ্যানেলে পাকিস্তানের দুই প্রতিভাবান জিমনাস্টকে তথ্যচিত্র দেখিয়েছিল। পাকিস্তানে দজনে অপ্রতিরোধ্য।

অথচ দেশের প্রতিনিধিত্ব করার কোনও অধিকার নেই করাচির ছেলেমেয়ে দুটির। কারণ? তাঁরা বাঙালি।

স্বপ্ন দেখেন দুজনে। এবং সেই স্বপ্ন মরে যেতে থাকে করাচির এক সুবিশাল বস্তির আবর্জনায়, পৃতিগন্ধময় ড্রেনে।

বিমানে মুম্বইয়ে যাচ্ছেন হয়তো। ল্যাভ করার সময় নীচে তাকালে অবশ্যই দেখেছেন ধারাভি বস্তি। মানুষ কত কন্তে থাকে. তার ইঙ্গিত দিয়ে যায় ওই ভয়ংকর দৃশ্যমালা। একইরকম হিমশীতল অনুভূতি হয় ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরো বিমানবন্দরে নামার সময়। নীচে চোখে পডবে ফাভেলা-- সেখানকার কুখ্যাত বস্তি। খুন, ছিনতাই, ড্রাগস পাচারই সেখানে জীবনের অন্য নাম।

করাচির ওই মচ্ছর বস্তি এমনই ভয়ংকর। দিনে-দুপুরে আতঙ্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে। ৭ লক্ষ লোক সেখানে। অন্তত ৬৩ শতাংশ স্পষ্ট বাংলায় কথা বলেন। এমন আরও তিনটি বস্তি পাবেন করাচিতে। এসআইটিই টাউনে চিটাগং কলোনি। অন্যদিকে মুসা কলোনি। সর্বত্র এখনও বাংলায় কথা বলে লোক। কতদিন পারবে জানি না।

এখানকার অন্য নাম ভয়াবহ দারিদ্র্য। ঘপচি বাডি, উপচে পড়া নর্দমা চারদিকে. রাস্তা হয়নি অনেক জায়গায়। করাচিতে লোকের বাড়ি বাড়ি রান্না করে, পরিচারকের কাজ করে তাঁদের রোজগার। অথচ এত বছরেও এঁদের নাগরিকত্ব দেয়নি পাক সবকাব। আগে দেওয়া প্রিচ্যপ্র তলে নেওয়া হয়েছে অনেক বছর। মাঝে মাঝেই পুলিশ এসে বলে, পরিচয়পত্র দেখাও। না দেখাতে পারলেই ঘুষ দিতে হয়। তাঁরা কার্ড না থাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন না, পারেন না ভালো স্কুলে ছেলেদের পাঠাতে। সরকারি চাকরি জোটে না, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধেও। হাজার ঝামেলা, হাজার কৈফিয়ত।

তাঁরা তাহলে কোন দেশের নাগরিক, এতদিনেও মীমাংসা হয়নি। সরকারি কার্ড না পাওয়ায় ক্লাস এইটের পর পড়াশোনা বন্ধ। ভর্তিই নেবে না স্কুল। ভবিষ্যৎ? শুধু লোকের বাডি বাডি পরিচারিকার কাজ করা। মচ্ছর কলোনির কিছু মহিলা রাত তিনটে থেকে চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়ান প্রচুর কন্ট করে। ১০ কেজি চিংড়ির খোসা ছাড়ালে মেলে ১৫০ টাকা। বরফে রাখা মাছ নিয়ে কাজ করলে হাতের চামড়া নষ্ট হয়ে যায়। কিছু করার নেই, স্বামী বেকার। মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যায় আরব সাগরে।

তিনটি বস্তিকেই করাচির লোকে বলে 'মিনি বাংলাদেশ'। আর একটা জায়গা আছে ওরাঙ্গি টাউন। সেখানে বাংলাদেশের বিহারি মুসলমানরা ১৯৭১ সালের পর এসে ডেরা

দুটো কারণে এই অসহায় পাকিস্তানি বাংলাদৈশিদের কথা মনে পড়ল এই সময়। এক, বিদ্বেষের বাংলাদেশে পাকিস্তান প্রীতি রাতারাতি অবিশ্বাস্য বেড়ে গিয়েছে। পাকিস্তানই যেন স্বর্গ। মুজিবুরের মুক্তিযুদ্ধকে অকথ্য গালাগাল দিয়ে ওই সময়ের রাজাকারদের বন্দনা চলছে দেশে। অনেকেরই ধারণা, পাকিস্তানের সঙ্গে যক্ত হলে নাকি সব



সমস্যার সমাধান অনিবার্য।

নিবাসিত লেখক তসলিমা নাসরিনের সাম্প্রতিকতম পোস্ট। সেখানে তিনি এই বাংলাদেশি পাকিস্তানিদের দুর্দশা নিয়ে সোচ্চার।

তসলিমা শুরুই করেছেন এভাবে. স্বাধীনতাবিরোধী-বাংলাদে**শে**র মুক্তিযুদ্ধবিরোধী যে বাঙালিরা পাকিস্তানের প্রেমে দিশেহারা, তাঁরা তো ইচ্ছে করলেই পারেন পাকিস্তানে চলে যেতে। বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার চেষ্টা না করে খোদ পাকিস্তানেই তো বাস করা উত্তম।' তাঁর যুক্তি অকাট্য, 'যে বাঙালিরা ইউরোপকে ভালেবাসে, তারা ইউরোপে গিয়ে বাস করছে। যারা আমেরিকাকে তারা আমেরিকায় গিয়ে বাস করছে। যারা মধ্যপ্রাচ্যে বাস কবতে চায় তাবা সেখানে বাস করছে। পাকিস্তানে ৩০ লক্ষ বাঙালি বাস করেন, সুতরাং সেটল করতে কোনও অসবিধেই হবে না। বাঙালিরা যে-সব বস্তিতে বাস করেন, তাঁরাও বাস করতে পারেন সেসব নোংরা বস্তিতে।'

তসলিমার পরবর্তী বিদ্রুপ, 'পাকিস্তান তাঁদের কোনও পাসপোর্ট দেবে না, কোনও জাতীয় পরিচয়পত্র দেবে না, তাতে কী! এমন পবিত্র ইসলামিক রাষ্ট্রে বাস করলে পুণ্য অর্জন তো হবে। পুণ্যের বোঝা ভারী হলে শর্টকাটে বেহেস্তও তো তাঁরা পেয়ে যাবেন। তবে আর দেরি কেন?

বছর দেড়েক আগে পাকিস্তানের নামী কাগজ ট্রিবিউন এক রিপোর্ট করেছিল করাচির বাংলাভাষী মহিলাদের যন্ত্রণা নিয়ে। সেখানে বলা হয়েছিল, তিরিশ লক্ষ বাঙালি বাস করেন পাকিস্তানে। মচ্ছর কলোনিতেই সংখ্যাটা ৮ লক্ষ। সালমা, নুরিন নূর মহম্মদ, নাজমা বিবিরা সেখানে উজাড় করে বলেছিলেন যন্ত্রণার কথা। কত স্বপ্ন মেঘে ঢেকে যায়। সাংবাদিক আলিয়া বুখারি কথা বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তজাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক মুনিস আহমারের সঙ্গে। তিনি খোলাখুলি বলেছিলেন, '১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর অধিকাংশ বাঙালি পাকিস্তান ছেড়ে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিলেন। যাঁরা থেকে গিয়েছেন, তাঁদের বারবার দুটো জিনিসের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। দারিদ্র্য এবং পাকিস্তানের প্রতি আনগত্য প্রমাণের যদ্ধ।'

পাক অধ্যাপক ছিলেন ফ্যাকাল্টি অফ সোশ্যাল সায়েন্সের প্রাক্তন ডিনও। তাঁর বিশ্লেষণে উঠে আসে নতুন তথ্য, 'সত্তর

দশকের শেষদিকে আর আশির দশকে ১০ লক্ষ বাংলাদেশি পাকিস্তানে ফিরে এসেছিলেন এখানে থাকবেন বলে। এখানে ভবিষ্যৎ ভালো হবে বলে। ভালো চাকরি মিলবে বলে। পাকিস্তানের আর্থিক অবস্তা খারাপ দেখে অধিকাংশই হতাশ হয়ে বাংলাদেশে ফিরে যান। যাঁরা থেকে গিয়েছেন, তাঁরা মারাত্মক অস্তিত্বের সংকটে ভূগছেন।'

আল জাজিরার ২০২১ সালের এক রিপোর্টের শিরোনাম ছিল— স্টেটলেস ও হোপলেসঃ দ্য প্লাইট অফ এথনিক বেঙ্গলিজ অফ পাকিস্তান। কোনও গোদি মিডিয়া নয়, হিন্দত্ববাদী কাগজ নয়। কাতারের আল জার্জিরা মুসলিম দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় ও বিশ্বাসযোগ্য মিডিয়া। সেখানে হাজিরা মরিয়ম কথা বলেছিলেন পাকিস্তান বেঙ্গলি অ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান শেখ মুহাম্মদ সিরাজের সঙ্গে। তাঁর অভিযোগ চাঞ্চল্যকর, পাকিস্তানিরা আমাদের ভিনদেশি, শরণার্থী বলে দাগিয়ে দেয়। আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। আমরা বাঙালি, কিন্তু পাকিস্তানি বাঙালি। আমাদের অধিকাংশেরই আইডি কার্ড দেওয়া হয়নি। যদিও ১৯৭১ সালের যুদ্ধের আগে থেকে ওরা আছে পাকিস্তানে।'

এই আইডি কার্ড নিয়ে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা রয়েছে, যার কেন্দ্রে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দুই প্রাক্তন নারী রাষ্ট্রনায়ক। বেনজির ভুটো ও খালেদা জিয়া। বেনজির এই পার্কিস্তানি বাঙালিদের বাংলাদেশে তাডাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। একবার দটো বিমানভর্তি পাকিস্তানি বাঙালিদের পাঠিয়েও দেন বাংলাদেশে। ঢাকায় পৌঁছোনোর পর খালেদা জিয়ার সরকার তাঁদের আটকে দেয়। বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তানি বাঙালিদের।

বেনজির ও ইমরান খানের যত রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকুক, এখানে তাঁরা একই পথের পথিক। ভোটে জেতার আগে ইমরান বলেছিলেন, 'পাকিস্তানি বাঙালিদের নাগরিকত্ব দিতে হবে।' ভোটে জিতেই সব ভূলে গিয়েছেন। বাংলাদেশিদের মতোই দর্দশা পাকিস্তানে বার্মিজ ও ইরানিয়ানদের। পাকিস্তানে থেকে যাওয়া বাংলাদেশিদের

একটা ম্যানুয়াল কার্ড দেওয়া হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। প্রথমদিকে মোটামুটি চলে যেত ওই কার্ডে। সমস্যা শুরু হয় ২০০০ সাল থেকে। পাকিস্তান যখন থেকে ন্যাশনাল ডেটাবেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অথরিটি (নাদরা) তৈরি করল। শুরু হল আইডি কার্ডের ডিজিটাইজেশন। এবং পাকিস্কানি বাঙালিদের সর্বনাশের শুরু। তাঁদের বলা হল, নাগরিক পরিচয় দেওয়ার মতো উপযুক্ত প্রমাণপত্র নেই।

পাকিস্তানি বাঙালিদের এত দারিদ্র্য ও অস্তিত্বের সংকটে দিন কাটলেও এঁদের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছে বিশিষ্ট নাম। ঢাকার শেষ নবাব খোয়াজা হাসান আসকরি জন্মেছিলেন ঢাকায়। শুয়ে আছেন করাচির সেনা কবরখানায়। মুহাম্মদ মাহমুদ আলম জন্মেছিলেন কলকাতায়। প্র্যুষ্ট্রির যদ্ধে এক মিনিটে ভারতের পাঁচটা যুদ্ধবিমান শৈষ করার বিশ্বরেকর্ড তাঁর। তিনিও শেষশয্যা নিয়েছেন করাচিতে।

নামী পপ গায়ক, হাওয়া হাওয়া গানের স্রস্টা হাসান জাহাঙ্গির গানের জগতে দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তন করেন বাংলা গান 'দোল দোল দোলুনি' দিয়ে। পাকিস্তানের সুপারস্টার জুটি রহমান ও শবনম বাংলার মতো উর্দু ছবি করেছেন অনেক। শবনমের আসল নাম ঝণা বসাক, তাঁর স্বামী সুরকার রবিন ঘোষ। মেহদি হাসান তাঁর মৃত্যুশয্যায় শবনমের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। ২৮ বছর পাকিস্তানের এক নম্বর অভিনেত্রী থাকা সেই শবনম আজ ঢাকায়, কাগজে তাঁর খবরও বেরোয় না।

সিলেট-কন্যা রুনা লায়লা ১৯৭৪ পর্যন্ত পাক নাগরিক ছিলেন। পাকিস্তানি ফিল্মে প্রচর গান। তাঁর মা গায়িকা অনিতা সেন হিন্দু, মামা বাঙালির প্রিয় গায়ক সুবীর সেন। শাহনওয়াজ রহমুতুল্লা পাকিস্তানের সবচেয়ে পরিচিত দটি দেশপ্রেমের গান গেয়েছিলেন। জিয়ে জিয়ে পাকিস্তান এবং সোহনি ধরতি। পরে চলে যান জন্মভূমি ঢাকায়। গজলে পাকিস্তান মাতানো মুন্নি বৈগম তো মূর্শিদাবাদের মেয়ে।

রাজনীতিতে আসুন। বাংলার প্রধানমন্ত্রী, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফজলুল হক পাকিস্তানি বাঙালির দলে পড়বেন। পাকিস্তানের দুই প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলি বোগরা (জন্ম বগুড়া) খোয়াজা নাজিমুদ্দিন (জন্ম ঢাকা)-ও। সেই অর্থে জিন্না-ঘনিষ্ঠ রাজনীতিক যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও পাকিস্তানি বাঙালি। যদিও মোহভঙ্গ হলে দুজনেই ফিরে আসেন এই বাংলায়।

এই যে এত এত স্মরণীয় নাম পাকিস্তানি বাঙালিদের মধ্যে। তারপরেও কেন আজকের পাকিস্তানে বাঙালিদের চরম হেনস্তাঃ পদ্মাপারে পাক প্রেমিক বাঙালিরা এই কথাগুলো ভাবলে বাংলাদেশেরই মঙ্গল।

১৯৬৬ আজকেব দিনে প্রয়াত হন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী





লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

200b এডমন্ড হিলারি প্রয়াত হন

আলোচিত



'ওয়াকফ' শব্দটি দেখলেই তদন্ত করে দেখা হবে, আসলে কার নামে জমি ছিল। তারপর সঠিক মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার খারাপ কিছু নয়। বিতর্কিত স্থাপনাগুলিকৈ মসজিদ বলা উচিত নয়। ভারত কখনও মসলিম লিগের মানসিকতা মেনে

- যোগী আদিত্যনাথ

ভাইরাল/১



যাত্রীকে টেনের কোচ অ্যাটেনডেন্ট ও টিটিই মারছেন—ভিডিও ভাইরাল। অ্যাটেনডেন্টের সঙ্গে মদ খেয়ে যাত্রীটি মহিলাদের প্রতি অশালীন হলে প্রথমে অ্যাটেনডেন্ট ও পরে টিটিইর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়। ঘটনায় যাত্রী ও টিটিই গ্রেপ্তার।

ভাইরাল/২



রুটির ভিডিও ভাইরাল। একজন ময়দার লেচি কিছুটা বেলে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে বিশাল আকার দিয়ে লোহার চোঙের ওপর বিছিয়ে দিলেন। চোঙের মাঝেই কাঠের আগুন। কিছক্ষণের মধ্যে রুটি তৈরি।

দক্ষিণ দিনাজপরের গঙ্গারামপরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বানগড়। ভক্ত প্রহ্লাদের বংশধর রাজা বাণ ছিলেন শিবের উপাসক। মহাভারতের যুগে পুনর্ভবা নদীতীরে ছিল এই বাজাব বাজধানী বাণগড়। অজ্ঞাতবাস পর্বে সস্ত্রীক পঞ্চপাণ্ডব ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন এখানে। এলাকাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রচর। ভারতীয় প্রাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সেই খোঁজে ব্যস্ত। এখানে থাকা একটি পাথর উল্লেখযোগ্য। এখানকার সর্বোচ্চ ঢিপির ওপর সেটি রয়েছে। সুড়ঙ্গের মুখ চাপা



নজরে।। বাণগড়ের সর্বোচ্চ ঢিপিতে থাকা পাথর।

দিতে সেটি ব্যবহার করা হয়েছিল। কথিত আছে, বাণরাজার রাজপ্রাসাদ থেকে একটি সুড়ঙ্গ ধলদিঘি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সুড়ঙ্গের পথ ধরে বাণরাজার

পরিবারের মহিলা সদস্যরা ধলদিঘিতে স্নানে যেতেন। স্নান সেরে এই পথেই রাজপ্রাসাদে ফিরতেন। শত্রুর আক্রমণের সময় সুড়ঙ্গের মুখে পাথর চাপা দিয়ে সেই পথকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। বাণরাজ্য আজ নেই। ঢিপির নীচে চাপা পড়েছে সবকিছ। পাথরটি কিল্প এখনও বর্তমান। মনে করা হয পাথরটির যতটুকু মাটির উপরে আছে তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। জায়গাটি খোঁডা হলে হয়তো পাথরটির প্রকত আকার জানা যাবে, ঐতিহাসিক বহু তথ্যও মিলবে। এলাকা আপাতত সেই

–অজিত ঘোষ

সৃষ্টিসুখে বুঁদ



সূত্রধর কোচবিহার শহরের ১ নম্বর কালীঘাট রোডের বাসিন্দা। বাবা নৌকা বানানো ছাড়াও হাতের নানা কাজে পারদর্শী ছিলেন। সেই দেখেই সুবলের হাতের কাজের প্রতি দারুণ টান। নবম শ্রেণিতে

পড়ার সময় জেলা হস্তশিল্প প্রতিযোগিতায় শামিল হয়ে সবার প্রশংসা কড়োন। স্কুলে পড়াকালীন কর্মশিক্ষায় সবসময়ই সেরা হতেন। কলকাতায় গিয়ে রাজ্য স্তরে হস্তশিল্পমেলায়

শামিল হওয়া। সবল সেখানে কাঠ দিয়ে বিশেষ দিড বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সবলের সম্ভির প্রশংসা এরপর উত্তরোত্তর ছডিয়েছে। দিল্লিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক হস্তশিল্পমেলায় অংশ নেন। প্রশংসা ঝুলিতে আরও প্রাপ্তি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই, রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পরস্কার পেয়েছেন। একটা সময় জীবন বেশ প্রতিকূল হলেও সুবল তাঁর প্যাশনকে আঁকড়ে থেকেছেন। কাঠ দিয়ে অনায়াসে মিনি রেপ্লিকা বানাতে পারেন। এবারের রাসমেলায় সুবলের সৃষ্টি মিনি রাসচক্র সবাইকে মুগ্ধ করেছে। কাঠের কাজকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সাতজনকে সঙ্গী করেছেন। লক্ষ্য, হস্তশিল্পের উন্নয়নকে পাখির চোখ করে একটি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্তি।

অপেক্ষাতেই।

নিবাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদ উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুডি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সম্পাদক: সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জন্সী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস: থানা মোড-৭৩৫১০১, ফোন: ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস: সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে. আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুডি ফোন: সম্পাদক ও প্রকাশক: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার: ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Maniusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নিয়ন্ত্রিত ভয় পাওয়াই পছন্দের বিনোদন

বাংলা গল্পে তন্ত্র এখন ট্রেভিং। সিনেমা হিট হয় বন্দুক দিয়ে নয়, রামদা-ভোজালি দিয়ে কতগুলো মুণ্ড কাটা গেল তার ওপর।

কৌশিক দাম



'সেই সাপ জ্যান্ত, গোটা দুই আনতো' সেই কবে থেকে আমরা সেই সাপ পছন্দ করি, যার বিষ নেই, অর্থাৎ ভয় পেতে ভালোবাসি। আমাদের, আরও ভালো করে বলতে গেলে নিয়ন্ত্রিত ভয় পাওয়া আজ সবচেয়ে পছন্দের বিনোদন।

বাংলা গল্পে তন্ত্র, বলি এখন ট্রেন্ডিং। সিনেমা হিট হয় বন্দুক দিয়ে নয়, রামদা-ভোজালি দিয়ে কতগুলো মুণ্ডু কাটা গেল তার ওপর। খবর সেটাই বেঁচে থাকে, যেটায় প্রচুর পাশবিক নিয়তিন থাকবে বা কোনও সাইকো দৃষ্টিকোণ থাকবে। দিনশেষে একটা ভয় খুব ভালো

স্কুইড গেমের মতো ওয়েব সিরিজ সুপার হিট, যেখানে মানুষ মরবে আর মজা দিয়ে যাবে দর্শককে, আর সবচেয়ে বড় রিয়েলিটি শো তো কয়েকদিন আগেই শেষ হল পৃথিবীতে, যেখানে মানুষ দেখল পাড়ায় পাড়ায় মৃত্যুমিছিল, স্থূপাকার লাশে পেট্রোল দিয়ে পোড়ানো, অথবা নদীর জলে ভেসে বেড়ানো কিছু দুর্ভাগার দেহ, তাই মঞ্চ তৈরিই আছে। এবার এই মঞ্চে যে কোন্ও হিট সিনেমার মতো সিক্যুয়েল আনার খবর দিতে পারলেই সুপার হিট, 'আবার আসছে সেই মুখোশ চাপা দিন।'

সোশ্যাল মিডিয়া দেখলেই দেখা যাচ্ছে একটা নাম এইচএমপিভি। হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস, অনেকেই বলছেন নতুন ভাইরাস। কিন্তু ইন্টারনেট দেখাচ্ছে ২০০১ সালে নেদারল্যান্ডমে একজন চিকিৎসক ভাইরাসকে চিহ্নিত করেন। আরও ভালো করে জানলে জানা যাবে এটির দাদু বা



তার ঠাকুরদার বাবা ১০০ বছর ধরে এই পৃথিবীতে আছেন বা ছিলেন। উনি নতুন নন। বিশিষ্ট চিকিৎসকরা বলছেন, বিগত কিছু বছরে কিছু সিরিয়াস রোগীর কয়েকটা টেস্ট করলে তখনও হয়তো এই ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গেলেও এই টেস্টগুলোর গড খরচ নাকি প্রায় পনেরো হাজার

টাকা। এবার ভাবা দরকার শীতকালে লালমোহনবাবুর মাঙ্কি টুপি পরেও হাঁচি-কাশিতে ভোগেনি কোন বাঙালি? ওষ্ধ খেলে সাতদিনে সেরে গিয়েছে। না খেলে এক সপ্তাহ

লেগেছে সারতে। কিন্তু নোবেল করোনা এখন কোনও কিছুকেই নমালভাবে নিতে দিচ্ছে না, আসলে ভাইরাসের মার্কেট এখন গরম অথচ নিউমোনিয়াতে বেশি মারা যাচ্ছে মানুষ ব্যাকটিরিয়ায়, অনেক বেশি মানুষ মারা যাচ্ছেন জীবাণু আক্রমণে। কিন্তু এদের দিকে কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না।

এবার ক্ষুধার্ত শিয়ালের সামনে আপনি যদি একটা নধর মুর্গি রাখেন, তাহলে খাওয়ার জন্য খুব দোষ দেওয়া যায় ? এরকম চললে ভয় দেখানো যাদের ব্যবসা, তারা তো একটা হরর প্লট লিখবেই। তারা আপনাকে বাধ্য করবে সাধারণ সর্দিকাশিতে ২০ হাজার টাকার টেস্ট, আর অনেক

অপ্রয়োজনীয় কিছু। এবার আমরা তাই বলে সবাই ফুঁ দিয়ে উডিয়ে দেব এটাও হবে না। কারণ অনেক রাজ্য সরকার কিছ বিধিনিষেধ নিতে বলেছে, আর তারা সেটা এমনি এমনি নিশ্চয়ই করেনি।

তাই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে। সতর্ক থাকতে হবে প্যানিক না করে, কারণ এবার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বাডির সবচেয়ে ছোট্ট সদস্যদের। যারা কিছ বঝতে পারে না। এবার কিছুতেই একলা ঘরুকে নিজের দেশ বানাতে দেওয়া যাবে না, নিজেকে বা নিজের প্রিয় মানুষগুলোকে কিছুতেই পণ্য হতে দেওয়া যাবে না।

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।

্রিলেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

•।अंत्रअ ■ ४०७५							
>			٧	X	9		8
	X	X		X		X	
	X	X	œ			ھ	
٩	ર્વ		女	¥	X		X
×		¥	¥	X	B		70
>>		১২		>0	×	×	
	¥		\bigstar		\bigstar	×	
\$8			\bigstar	>@			

পাশাপাশি : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ৩। দুর্মূল্য, চড়া দামের ৫। মাসের সমাপ্তি, মাসের শেষ দিন ৭। অল্প গরম, কুসুমকুসুম গরম ৯।মোটা পশমের কাপড় ১১।সর্বসাধারণ, সাধারণ মানুষ ১৪। বিপ্লব ১৫। মৃতপ্রায়, মুমূর্যু

উপর-নীচ: ১। সংযতবাক, অল্পভাষী ২। মহত্ত্ব, গৌরব, মাহাত্ম্য ৩। ক্ষুদ্রমালা ৪। ভারতীয় নয়, তারওয়ালা বিদেশি বাদ্যযন্ত্র ৬। ছলছুতো, অজুহাত, অছিলা ৮। বিষ্ণু-উপাসক, কণ্ঠিধারী ১০। স্বচ্ছন্দ, দ্রুত অগ্রগতিসূচক, জলম্রোতের বয়ে যাওয়ার শব্দ ১১। মানসিক চাঞ্চল্য, তীব্র মানসিকভাব, ব্যাকলতা ১২। অতি মূল্যবান রত্ন বা মণি, বিষ ১৩। শিক্ষা, অভ্যাস, ট্রেনিং।

পাশাপাশি: ১।শোণিত ৩।কশা ৫।কড়ে ৬।আতপ ৮। তরিক ১০। মঞ্জিমা ১২। লাজুক ১৪। হাবা ১৫।মত্ত ১৬।দস্তর।

উপর-নীচ: ১।শোহরত ২।তকতক ৪।শাশ্বত ৭।পর্ণ ৯।পলা ১০।মতবাদ ১১।মান্যবর ১৩।জুলুম।

বিন্দবিসর্গ





ফিরল বাঘ

গত কয়েকদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৈপীঠ গ্রামের বাসিন্দাদের চিন্তায় ফেলেছিল একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। অবশেষে শুক্রবার সে তার



সাধুর চিকিৎসা

গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন উত্তরপ্রদেশের এক সন্মাসী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ডায়মন্ড হারবারের সেবাশ্রয় ক্যাম্পে। চিকিৎসার পর তাঁকে গঙ্গাসাগরে পাঠানো হয়।



জখম ৪

ফের কলকাতায় বেসরকারি বাসের রেষারেষিতে জখম হলেন এক শিশু সহ চারজন। শুক্রবার সকালে মহাত্মা গান্ধি রোড সংলগ্ন বড়বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।



তৃণমূলে যোগ

কেরলের নীলাম্বুর কেন্দ্রের নিৰ্দল বিধায়ক পিভি আনভার তৃণমূলে যোগ দিলেন। শুক্রবার কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে স্বাগত জানান।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট

অন্তম শ্ৰেণি বঙ্গে স্কুলছু

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে প্রথম থেকে অন্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও স্কুলছুট নেই। এই দাবি রাজ্য সরকারের নয়। খোদ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্টে এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, প্রথম থেকে অস্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও পডয়া মাঝপথে স্কুলছুট হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লি, চণ্ডীগড়, ওডিশা, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, কেরল ও তামিলনাডু। অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি বিহারে। সেখানে ৮.৯ পড়য়া স্কুলছুট হয়েছে। এছাড়াও বিজেপি শাসিত রাজস্থানে শতাংশ), অসম শতাংশ), মেঘালয় (৭.৫ শতাংশ) ও অরুণাচলপ্রদেশে (৫.৪ শতাংশ)। শুধু প্রাথমিক নয়, উচ্চমাধ্যমিকেও স্কুলছুটের হিসাবে সবার আগে আছে বিহার। সেখানে ২৫.৯ শতাংশ পড়য়া স্কুলছুট হয়েছে। রাজ্যকে লাল তালিকাভুক্ত করেছে কেন্দ্র।

প্রাথমিক শিক্ষায় এই পরিসংখ্যান সামনে আসার পরে খুশি রাজ্য সরকার। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, 'রাজ্য সরকার শিক্ষাকে যে গুরুত্ব দেয় ও পডয়াদের স্কলমখী করে তুলেছে, তারই ফল এটা। এই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করেছে। ফলে এখানে আশাকরি বিরোধীরা কিছু বলতে পারবে না।' নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, মূলত কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজসাথীর মতো প্রকল্প এই রাজ্যে কার্যকর হওয়ার কারণেই যথেষ্ট উদ্বেগের। তবে মাধ্যমিকে স্কুলছুটের হার শূন্যে নেমে এসেছে। স্কুলছুটেও সবার আগে আছে বিহার। ছাত্রছাত্রীরা আরও বেশি করে পেলে

আবাসে

কাটমানি, ৫০

এফআইআর

মাবাস যোজনায় যাতে কেড কাঢমাান

খেতে না পারে, তার জন্য প্রশাসনের

কতাদের বারবার সতর্ক করেছিলেন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু

তারপরও কাটমানি খাওয়া বন্ধ হয়নি।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আবাসের

টাকা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে

কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

রাজ্যজুড়ে প্রায় ৫০টি অভিযোগ

বিভিন্ন থানায় জমা করেছে প্রশাসন

ইতিমধ্যেই উত্তর দিনাজপুরের

ইসলামপুর থানার দক্ষিণ মানকভা

গ্রাম থেকৈ শাহনাজ আলম নামে

এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করেছে

পুলিশ। ধৃতের আত্মীয় আজমীরা

খাঁতন মানকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের

খাটিয়েই এক উপভোক্তার কাছ

থেকে আবাসের কাটমানি খেয়েছিল

শাহনাজ। তার বিরুদ্ধে সরকারি

অর্থ তছরুপ, কাটমানি নেওয়া,

তোলাবাজি সহ একাধিক ধারায়

মামলা দায়ের করা হয়েছে। খতিয়ে

দেখা হচ্ছে তৃণমূলের ওই নিবাচিত

পঞ্চায়েত সদস্যের ভূমিকাও। নবান্ন

সূত্রে খবর, তবে শুধু এই একটি

অভিযোগ নয়, প্রথম অভিযোগ জমা

সত্যেনের তোপ

বিজেপির সংগঠন ও নৈতৃত্বের

ভূমিকা নিয়ে সরাসরি মুখ খুলে দল

ও নেতৃত্বকে অস্বস্তির মুখে ফেললেন

গঙ্গারামপুরের বিজেপি বিধায়ক

সত্যেন রায়। শুক্রবার বিধানসভার

বাইরে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযান

নিয়ে সত্যেন বলেন, 'শুধু মিসড

কল দিয়ে মেম্বার করতে গিয়ে

আসল কাজই করা হচ্ছে না।' দলের

নীচতলার সংগঠনের কাজে ত্রুটি

আছে বলেও এদিন মন্তব্য করেন

তিনি। সত্যেনের মতে, '২৬-এর

বিধানসভা জিততে হলে দিল্লিকেও

সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। শুধু

'ভারতমাতা কি জয়' বললে কোনও

কাজ হবে না। দক্ষিণ দিনাজপুরের

গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন রায়

এদিন বলৈন, 'দলের নীচুতলার

সংগঠনের কাজে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি

রয়েছে। সেইসব ত্রুটি সংশোধন না

করে শুধু মিসড কল দিয়ে সদস্য

করে কাজের কাজ কিছু হবে না। এই

মুহুর্তে আমাদের সংগঠনের আরও

নীচে নামা দরকার।'

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি

হয়েছিল মুর্শিদাবাদ থেকে।

অভিযোগ, আজমীরার প্রভাব

তৃণমূল সদস্য।

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : বাংলা



বাজিমাত

- ২০২৩-'২৪ শিক্ষাবর্ষে সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্য উঠে এসেছে
- পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও তালিকায় রয়েছে হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লি, চণ্ডীগড়, ওডিশা প্রভৃতি
- সবচেয়ে বেশি স্কলছট বিহারে

যেতে আরও আগ্রহী হয়েছে। ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর এই প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছে। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডও ছাত্রছাত্রীদের কাছে যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি করেছে।

তবে প্রাথমিকে স্কুলছুটের নিরিখে রাজ্য অনেক এগিয়ে থাকলেও তাদের চিন্তায় রেখেছে মাধ্যমিক স্তর। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ১৭.৮৫ শতাংশ পড়য়া স্কুলছুট হয়েছে। যা এই প্রকল্পগুলির ফলে পড়য়ারা স্কুলে সেখানকার ২৫.৬৩ শতাংশ পড়য়া 66

রাজ্য সরকার শিক্ষাকে যে গুরুত্ব দেয় ও পড়য়াদের স্কুলমুখী করে তুলেছে, তারই ফল এটা। এই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ করেছে। ফলে এখানে আশা করি বিরোধীরা কিছু বলতে

ব্রাত্য বসু শিক্ষামন্ত্রী

মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুট হয়েছে এছাড়া অসম (২৫.০৭ শতাংশ), কণটিক (২২.০৯ শতাংশ), মেঘালয় (২২ শতাংশ), গুজরাট (২১.০২ শতাংশ), লাদাখ (১৯.৮৪ শতাংশ), অরুণাচলপ্রদেশ (১৯.২৯ শতাংশ), সিকিম (১৯.০৫ শতাংশ), মধ্যপ্রদেশ (১৭.৬৯ শতাংশ), ছত্তিশগড় (১৬.২৯ শতাংশ), মণিপুর (১৫.৩০ শতাংশ) ও ঝাড়খণ্ডে (১৫.১৬ শতাংশ) স্কুলছুট হয়েছে। নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, আগামী দিনে এই সামাজিক প্রকল্পগুলির সুবিধা স্কুলছুটের হার অনেক কমে যাবে।



চোখ পরীক্ষা। শুক্রবার বাবুঘাটে। ছবি : আবির চৌধুরী

শুভেন্দুর রামরাজ্য

কলকাতা. ১০ জানয়ারি : '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বাংলা দখলে মেরুকরণকে অস্ত্র করেছে বিজেপি। হিন্দু ভোট এক ছাতার তলায় আনতে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের বিষয়টিকে হাতিয়ার করে রাজ্যে হিন্দু ঐক্য গড়তে উদ্যোগী হয়েছে বিজেপি। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে রাজ্যের হিন্দিভাষী ও সীমান্তবর্তী এলাকায় হিন্দুত্বের অস্ত্রে শান দিতে 'রামরাজ্য সংকল্প সভা' শুরু করেছে বিজেপি। অনেকেই মনে করেন, এই মূহুর্তে রাজ্যে বিজেপির হিন্দুত্বের প্রচারের অন্যতম পোস্টার বয় বিরোধী দলনৈতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার রানিগঞ্জের সভায় শুভেন্দ বলেন, 'হিন্দিভাষী এলাকায় গিয়ে মখ্যমন্ত্রী বলেন, এরা হিন্দিভাষী আর ওরা অ-হিন্দিভাষী। কখনও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে বলেন না ওরা উর্দু স্পিকিং আর এরা বাংলা স্পিকিং মুসলমান। কারণ হিন্দ ভোটের বিভাজন হলেই তৃণমূলের লাভ। তাই হিন্দু ঐক্যের জন্য এই বিভাজনের বিরুদ্ধে দাঁডাতে হবে।

কিন্তু রাজ্য বিজেপিই মনে করে, বাস্তবে এই ঐক্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁডিয়েছে মমতার বাংলার ঘর ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক সরক্ষা প্রকল্প। সদস্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তা বেশ টের পেয়েছেন বিজেপি নেতারা। বিজেপির সদস্য হলে 'বাংলার ঘর' ও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো প্রকল্প থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দলের বহু কর্মী-সমর্থকও। এদিন তাই শুভেন্দ বলেন, 'বাড়ির টাকা দিচ্ছে? আরও জমি কিনুন, দোতলা, তিনতলা বাড়ি করুন, সম্পত্তি করুন, কিন্তু সেই বাড়ি দখল করবে ওরা। পর্যবেক্ষকদের মতে, শুধু মুসলিমদের হাতে হিন্দুদের সম্পত্তি বেদখল হওয়ার জজ দিয়েই ভোট বৈতরণি পার হওয়া যাবে কি না তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত হতে পারছে না বিজেপি। তাই এর পাশাপাশি শুভেন্দুর মুখে শোনা গেল মমতার দেখানো পথেই পালটা প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছোটাতে। মমতার 'বাংলার ঘর' আর 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মোকাবিলায় শুভেন্দু বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর ভয়? আমরা যেখানে আছি সেখানে এর চেয়ে অনেকগুণ বেশি টাকা দিই। 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'-এ ১ হাজারের জায়গায় আমরা ৩ হাজার দেব। ১ লাখে আবার ঘর হয় নাকি? আমরা এলে ৩ লাখে পাকা বাড়ি দেব। সঙ্গে শৌচালয় আর বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ।'

তবে ঘুরে-ফিরে সেই হিন্দুত্বের হাওয়া তুলতে এদিন সভায় উপস্থিত যুবকদের উদ্দৈশে শুভেন্দু বলেন, 'নিজেদের হিন্দু হিসাবে ভাবতে গর্ব বোধ করুন। তার জন্য হ্যালো না বলে বলুন জয় শ্রীরাম, হরেকৃষ্ণ।' মাথায় টিকি রাখার মতো হিন্দু প্রথা ফিরিয়ে আনার পক্ষে সওয়ালও করেন।

শান্তনু ও আরাবুলকে সাসপেড

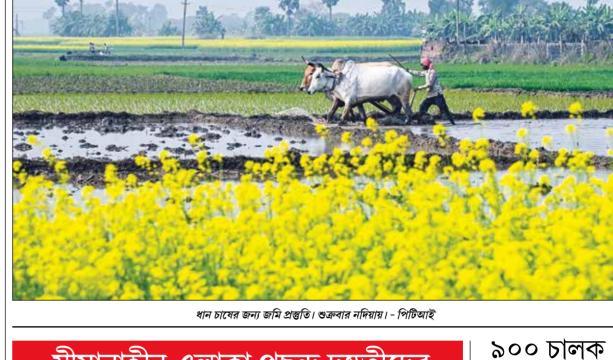
কাণ্ডের সময় কর থেকেই দলের সুনজরে ছিলেন না তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেন। একইসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক তথা ভাঙড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সওকত মোল্লার সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছিলেন ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম। এরপরই শান্তনু সেন ও আরাবুল ইসলামকে সাসপেভ করল তৃণমূল। দলের অন্যতম মুখপাত্র তথা তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার এক ভিডিওবাতায় এই কথা জানিয়েছেন। শুক্রবারই তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক ছিল। ওই বৈঠকের পরই জয়প্রকাশ ভিডিওবার্তায় বলেন, 'দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কী কারণে এই দু-জনকে বহিষ্কার করা হল, তা তিনি স্পষ্ট করেননি। এদিন রাত পর্যন্ত শান্তনু সেন বা আরাবুল ইসলাম এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়াও দেননি।

আরজি কর আন্দোলনে প্রথম মুখ খুলেছিলেন শান্তনু সেন। তাঁর নিশানায় ছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। তারপরই তৃণমূলের মুখপাত্র পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দল যে তাঁর ভূমিকায় সম্ভুষ্ট নয়, তা অনেকদিন ধরেই বোঝা যাচ্ছিল। অবশেষে শান্তনুকে সাসপেন্ড করল দল। আরাবুল ইসলামকে নিয়েও বারবার অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে দলকে। আইএসএফ কর্মী খুনের অভিযোগে গত বছর ৮ ফেব্রুয়ারি কাশীপুর থানার পুলিশ আরাবুলকে গ্রেপ্তার করে। সাত মাসু জেলে কাটিয়ে তিনি জামিনে মুক্তি পান ১ জানুয়ারি আরাবুলের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে সওকতের বিরুদ্ধে। তখন থেকেই দু-পক্ষের কাদাছোড়াছুড়ি হচ্ছিল। তারপরই দল থেকে সাসপেভ করা হল তৃণমূলের এই 'তাজা নেতা'কে।

কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ভদ্রের কণ্ঠস্বরের সজয়কষ্ণ সিবিআই। শুক্রবার সিবিআইকে নিম্ন আদালতের বিচারক জানিয়ে দেন, ২১ জানুয়ারি সুজয়কৃষ্ণকে আদালতে পেশ করে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন তদন্তকারীরা। তবে সুজয়কুঞ্চের অনুমতি থাকলে তবৈই এই কাজ করা যাবে। এদিন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণম্য ভট্টাচার্যকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতিও দিয়েছে আদালত।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজয়কৃষ্ণ ওরফে কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিল সিবিআই। সেই আবেদন এদিন গ্রহণ হয়। এই মামলায় ৫৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। তারপরই সিবিআইয়ের আবেদনে সাড়া দিয়েছে নিম্ন আদালত। চার্জ গঠন সম্পন্ন হওয়ার যক্তিতে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন পার্থর জামাই। এদিন বিচারক জানান, বিদেশ যেতে কোনও বাধা নেই কল্যাণময়ের।



সীমানাহীন এলাকা পছন্দ দুষ্কৃতীদের

বিএসএফের চিন্তা

নিৰ্মল ঘোষ

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি ভারত-বাংলাদেশের কাঁটাতারবিহীন নদী সীমান্ত এলাকা চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে। মূলত উত্তর ২৪। পরগনার স্বরূপনগর থানা এলাকায় থাকা সোনাই নদী চোরাচালানের বড় রুট হয়ে উঠেছে। এখানে কোনও সীমানা প্রাচীর নেই। একইসঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকায় রাস্তা অপরিসর হওয়ায় টহলদারিরও সমস্যা রয়েছে। সেই সুযোগ নিয়েই চোরাচালানকারীরা ্রএলাকাকে বেছে নিয়েছে। সিসিটিভি, ফ্লাড লাইট বসিয়েও সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না। মূলত শীতকালে দৃশ্যমানতা এতটাই কম থাকছে যে, সেই সুযোগ নিয়ে চোরাচালান হয়ে যাচ্ছে। বিএসএফ-এর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের এলাকাভুক্ত ৯১৩ কিলোমিটার সীমান্ডের মধ্যে কিলোমিটার স্থলসীমানা। 660 বাকি জলসীমানা। স্থলসীমানার জলসীমানার প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার চ্যালেঞ্জের কোনও এলাকায় চোরাচালানের হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মূলত সীমানাহীন এলাকাকেই চোরাচালানের জন্য বেছে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সেই কারণে চোরাচালানকারীরা গা-ঢাকা দিচ্ছে। এই এলাকাকে বিশেষ গুরুত্ব

দেওয়া হচ্ছে।

ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি নীলোৎপলকমার বলেন, 'চোরাচালানকারীরা স্থানীয় কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়েই তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। শীতকালে খুব কম দৃশ্যমানতা আরও সমস্যায় ফেলছে। তা সত্ত্বেও আমরা সীমানা টহলদারি বাড়িয়েছি। এলাকায়

সীমানা এলাকায় টহলদারি বাড়িয়েছি। চোরাচালানের ঘটনা নজরে আসার পর বাহিনী সেখানে পৌঁছোনোর আগেই চোরাচালানকারীরা গা-ঢাকা দিচ্ছে।

> নীলোৎপলকুমার পাডে ডিআইজি

বিওপিতে বসে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ঘটনা নজরে আসার পর বাহিনী সেখানে পৌঁছোনোর আগেই স্তানীয় বাসিন্দাদের একাংশ তাদের মদতও করছে।

২০২৩ সালের ৫ অগাস্টের পর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮৩৩ জন বাংলাদেশি ও ৩৯৪ জন ভারতীয়কে অবৈধভাবে পারাপার করার জন্য আটক করা হয়েছিল। কিন্তু গত বছর ৫ অগাস্টের পর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অথাৎ হাসিনার দেশ ছাড়া ও বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১১০২ জন বাংলাদেশি ও ২৪৫ জন ভারতীয় অবৈধভাবে ঢুকতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। শুধুমাত্র ২০২৩ সালেই দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার ১৬০ কেজি সোনা পাচার রুখেছে। এছাড়াও ১৭৬ কেজি দামি অন্যান্য ধাতু পারাপার আটকেছে। ২০২৩ সালে ৪৯৩ জন ভারতীয় চোরাচালানকারী ও ১৮৬ জন বাংলাদেশি চোরাচালানকারী গ্রেপ্তার হয়েছে।

২০২৪ সালে ৩৩৯ জন ভারতীয় চোরাচালানকারী ও ১১৬ জন বাংলাদেশি চোরাচালানকারী গ্রেপ্তার হয়েছে। এছাড়াও ৪৩ জন ভারতীয় বাংলাদোশ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোনাই নদীকে ব্যবহার করেই ফেনসিডিল, গবাদি পশু পাচার হচ্ছে। কারণ এই নদীর গভীরতা ও চওড়া অনেক কম। খুব সহজেই এপার থেকে ওপার করে দেওয়া যায়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপের মুখে পড়েছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম চালক ও কন্ডাক্টর থাকায় সব বাস রাস্তায় নামানো যাচ্ছে না বলে খতিয়ে দেখেছে পরিবহণ দপ্তর। তারপরই প্রায় ৯০০ চালক ও কনডাক্টর নিয়োগ করতে চেয়ে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন চেয়েছিল পরিবহণ দপ্তর। সেইমতো ৪৫০ জন চালক ও ৪৫০ জন কনডাক্টর নিয়োগের ছাডপত্র দিয়েছে অর্থ দপ্তর। পরবর্তী মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়োগের অনুমোদন করানো হবে। তারপরই পরিবহণ দপ্তর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। তবে আপাতত এই পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হবে। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম ও দক্ষিণবঙ্গ পরিবহণ নিগমের অধীনে এই চালক ও কনডাক্টররা থাকবেন।

ও কনডাক্টর

নিয়োগের

ছাড়পত্ৰ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা ও জেলার রাস্তায় বাস

কম থাকা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি :

তবে শুধ চালক ও কনডাক্টর নিয়োগ নয়, বাসের সংখ্যাও আরও বাডাতে চলেছে রাজ্য সরকার ২০০ নতন সিএনজি বাস কেনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন,'বেশি সংখ্যায় সরকারি বাস রাস্তায় থাকুক। এটাই রাজ্য সরকার চায়। কিন্তু পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব ছিল। সেই কারণে নিয়োগের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। অর্থ দপ্তর ৯০০ চালক ও কনডাক্টর নিয়োগের ছাডপত্র দিয়েছে। মন্ত্রীসভার বৈঠকে তা পাশ হলে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। একইসঙ্গে চলতি বছরেই মখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো আরও ২০০ সিএনজি বাস রাস্তায় নামবে। তার ফলে বাসের ঘাটতি



৪৮তম কলকাতা বইমেলায় থাকছে না গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি বা এপিডিআর-এর বুকস্টল। বইমেলার আয়োজক পাবলিসার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে এই মানবাধিকার সংগঠন। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ গিল্ড একটি বেসরকারি সংস্থা। অংশগ্রহণকারীদের বুকস্টল দেওয়ার ক্ষেত্রে যাচাই করার অধিকার রয়েছে গিল্ডের। তাই এপিডিআরের মামলার কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই।

হাজিরার নির্দেশ

আমলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উত্তর ২৪ পরগনার ৮৭৮ জনকে গত বছরের এপ্রিল মাসে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মাস্থা। আদালতের নির্দেশ পালন

নিযোগ ২০০৯ সালের প্রক্রিয়ায় বিস্তর অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। পরে নতুন করে পরীক্ষা হয়। কিন্তু সেই প্যানেল



বার্ষিক পূষ্প প্রদর্শনী। শুক্রবার রবীন্দ্র সরোবরে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ভাতারে পথে ঘুরছে ময়ু

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১০ জানুয়ারি : বাঘের ভয়ে যখন ত্রস্ত বঙ্গৈর কুলতলি এলাকা, তখন এর উলটো ছবি দেখা গেল পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ও আউশগ্রামে। গত তিন-চারদিন হল ভাতারের রতনপুর ও বামুনারা এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে একটি ময়ূর ও একটি ময়ুরী। সকালে দরজা খুললেই দর্শন মিলছৈ সেই ময়ূর জোড়ার। আর তা নিয়েই দই এলাকার আট থেকে আশি সকলেই আনন্দে আত্মহারা। ময়ূর জোড়ার খাতির-যত্নেও খামতি রাখছেন না গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে বন দপ্তর। শুরু হয়েছে সচেতনতা প্রচার।

ভাতারের বামুনারা হাটতলার বাসিন্দাদের মধ্যে সৌরিন হাটি জানালেন, তিন-চারদিন আগে বামুনারা হাটতলায় তাঁরা বেশ দেখেই কিছুজন দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। হঠাৎই তাঁরা দেখেন, একদল কাক ময়ূর দুটি তেঁতুল গাছটি থেকে উড়ে খোঁজখবর নিচ্ছি।

পাডছে। তাঁরা সামনে ডার্ক তাকাতেই দেখেন, হাটতলায় থাকা তেঁতুল গাছের মগডালে বসে আছে এলাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে।

কিছু একটা দেখে অত্যন্ত কর্কশভাবে সিয়ে কিছুটা দূরে অন্য একটি গাছে গিয়ে বসে। তারপর থেকে ময়র ও ময়ূরী ভাতারের বামুনারা ও রতনপুর



জোড়া ময়রের দর্শন পূর্ব বর্ধমানে।

কাকগুলি

একজোড়া ময়ূর। সেই ময়ূরদের এ ব্যাপারে বন দপ্তরের বর্ধমান কর্কশভাবে ডিভিশনের আধিকারিক সঞ্চিতা শর্মা ডাকছে। কাকেদের তাড়া খেয়ে বলেন, 'ময়ুর দুটির বিষয়ে আমরা

রেখেছেন। ওড়গ্রাম বন বিভাগের কর্মীদের ধারণা, খাবারের সন্ধানেই হয়তো ময়ুর-ময়ুরী আউশগ্রাম জঙ্গল থেকে ভাতারে চলে এসেছে। বন বিভাগ তাদের নিরাপদ এলাকায় পাঠানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। কেউ যাতে ময়ুরগুলির কোনও ক্ষতি না করে বা বিরক্ত না করে সেজন্য বন দপ্তরের তরফে মাইকিং করে এলাকাবাসীকে সচেতন করা হচ্ছে।

ঘরের সামনে ময়ূর দুটিকে

এভাবে ঘরতে দেখে বাসিন্দারা বেশ

আনন্দিত। বাসিন্দা মধুসুদন দে'র

কথায়, 'এতদিন চিড়িয়াখানায় বা

ছবিতে জাতীয় পাখি ময়ুর দেখেছি।

আর এখন গ্রামে বসেই ময়ুর-ময়ুরী

দেখছি। এটা আমাদের কাছে ভীষণ

ভাগ্যের ব্যাপার।' তবে মাংসের

লোভে কেউ যাতে ময়ূর ও ময়ূরীকে

হত্যা না করে সেদিকেই এখন কডা

নজর গ্রামের তরুণদের। প্রধানত

তাঁরাই ময়ূর ও ময়ূরীকে আগলে

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : বাম

না হওয়ায় স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কমিশনারকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। ২২ জানয়ারি তাঁকে আদালতে হাজিরা দিয়ে নির্দেশ পালন না হওয়ার কারণ দর্শাতে হবে।

প্রকাশিত হয়নি।

মনোজ আলোচনা

রাজাভাতখাওয়া বনাঞ্চলের পানিঝোরা বইগ্রামে কিছুদিন আগে এক দুপুর থেকে সন্ধি উন্মক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হুয়ে গেল উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকা গোষ্ঠীর রং যেন তার মর্মে লাগে। হাট সংখ্যা প্রকাশ এবং মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র। এই দিনটিকে উপলক্ষ্য করে বইগ্রামে উত্তরবঙ্গের কবি, সাহিত্যিক, পুস্তকপ্রেমী এবং বিভিন্ন স্তরের সমাজ ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সম্মেলন হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকার সভাপতি অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ সরকার। স্বাগত ভাষণে আয়োজক পত্রিকা গোষ্ঠীর কর্ণধার ও সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত চাকি এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। স্থানিক ইতিহাস চচরি কথা তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। পত্রিকার গবেষণাধর্মী এই কাজে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন তিনি। প্রকাশিত হয় পত্রিকার এবারের উৎসব সংখ্যা। এ সংখ্যায় উত্তরের বিভিন্ন অঞ্চলের হাটের কথা উঠে আসে। বই প্রকাশের পর বইগ্রামের ছাত্রছাত্রীরা সাদরি এবং বাংলা ভাষায় সংগীত পরিবেশন করেছেন। পরিবেশিত হয়েছে সমবেত লোকনৃত্য। অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট গান্ধি প্রদর্শনীর সূচনা করেন বিশিষ্ট গবেষক পরিমল দে, বঙ্গরত্ন প্রমথ নাথ, প্রশান্ত নাথ চৌধুরী, আশুতোষ সরকার প্রমুখ। মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ীর নেতৃত্বে সমবেত সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে বইগ্রামের পশ্চিম আকাশে সূর্যের ঢলে পড়া শুরু হয় এবং একটি ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মননে জাকির

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় যথাযথ ছিলেন

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

বিশ্ববরেণ্য তবলাবাদক সংগীতকার, সংগীত বিশেষজ্ঞ উস্তাদ জাকির হুসেনের আকস্মিক প্রয়াণকে সামনে রেখে কিছুদিন আগে নকশালবাড়িতে পানিঘাটা মোড় সংলগ্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। জাকিরের প্রতিকৃতিতে পুজ্প নিবেদন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এলাকার তবলাবাদক প্রদীপ সেন, শিক্ষাবিদ পরিতোষ চাকলাদার, নবীন সেনগুপ্ত, তাপস রায়, সংগীতশিল্পী রীতা চাকলাদার, প্রবীর বিশ্বাস, দীনেশ পৌডেল বংশীবাদক গিটারবাদক অভিজিৎ বোস, মালতী কর্মকার প্রমুখ। এরপর তবলাবাদ্যে টুকরো, লহরা ও কায়দা পরিবেশন করেন শিশির পাল, সুবীর পাল, সর্বেশ্বর বিশ্বাস, তাপস রায়, বিশ্বনাথ মজুমদার, অভিজিৎ বোস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী রীতা, মালতী কর্মকার, স্বপ্না সেনগুপ্ত, সুবীর পাল প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বিল্টু বসু ও অন্যরা। উস্তাদ জাকির হুসেনের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন কলকাতার তবলাশিল্পী বিশ্বনাথ মজুমদার। একক সংগাতে ছিলেন লোকগীতিশিল্পী ঝণা ব্র্মন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সুবীর পাল। -শু*ভজিৎ বোস*

পত্রিকা প্রকাশ

সম্প্রতি কলকাতায় শব্দেরা স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠান হল। কবিতা, গল্প ও মুক্তগদ্য দিয়ে সাজানো ১০৪ পত্রিকার সাম্প্রতিকতম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক কবি মনোরঞ্জন আচার্যর 'অক্ষরকথা' ও 'কাব্যকুহেলি' কাব্যগ্রন্থ, দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায়ের তিনটে কাব্যগ্রন্থ, কবি সৌমেন্দ্রনাথ মাহাতর দুটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও আরও কিছু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল এদিন।

শিক্ষার্থীদের বোধের বর্ণচ্ছটা

একজন শিক্ষার্থীকে একজন শিল্পী যখন ছবি আঁকা শেখান তখন শিল্পীর আজীবন সঞ্চিত বোধের সঙ্গে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক সারল্যের সংঘাত হয়। সেই সংঘাতে তৈরি হয় আলো আর ছায়ায় মোড়া অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জের বোধ। সেই বোধে এলোমেলো বঙ্কিম রেখা অন্তর্নিহিত জ্যামিতিক রূপ খুঁজে পায়। তখন নতুন ছবি নতুনভাবে সৃষ্টি হয়। যে ভাবনা শিল্পী ভাবেননি, এমনকি শিক্ষার্থীও ভাবেনি। এই অধরা ভাবনাকেই ধরার চেষ্টা ছিল ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যাকাডেমির চিত্রশিল্পী মনোজ পালের শিক্ষার্থীদের চিত্র প্রদর্শনীতে ক'দিন আগে শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে দু'দিনের এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান চিত্রশিল্পী সুদীপ্ত রায়, পরিবেশবিদ সুজিত রাহা, নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থপ্রতিম মিত্র, সমাজসেবী চিকিৎসক কৌশিক ভট্টাচার্য। আর ফিতে কেটে মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে



ভাস্কর মৈনাক ভট্টাচার্য ও চিত্রশিল্পী অনিন্দ্য বড়য়া।

শিল্পী মনোজ পালকে এই শহর চেনে পথেঘাটে রংতুলিতে শহরের টুকরো টুকরো ছবি ধরে রাখার প্রয়াসের জন্য। এই প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল স্টাডি ওয়ার্কশপও। আর শিক্ষার্থীদের ১২০টি ছবির বিন্যাসও

ছিল সুচিন্তিত ভাবনা। প্রদর্শনীতে যেসব শিক্ষার্থীর চিত্রকর্ম পরস্কত হয়েছে তাদের মধ্যে ছিল সানভি সরকার, ঈশান হাজরা, জিসা সাহা, ধ্রুবজ্যোতি পাল, অনন্যা মিশ্র, অনবদ্য বর্মন, অদিতি বিশ্বাস, দীপিকা হেলা, সমৃদ্ধি ঘোষ, জানভি জাগোয়ানি, সায়নী পাল ও স্নেহা জয়সওয়াল।

উত্তর ও দক্ষিণের সেতুবন্ধন



সমবেত।। ক্যারন চা বাগান লাগোয়া চুপাতাং নদীর ধারে অভিনব জমায়েত।

উত্তর ও দক্ষিণের কবি সাহিত্যিকদের মেলবন্ধন ঘটাল নাগরাকাটার বাগবাগিচা সাহিত্য ও সংস্কৃতি মঞ্চ। সম্প্রতি ভূটান সীমান্তের ক্যারন চা বাগান লাগোয়া চুপাতাং নদীর ধারে কলকাতা সহ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার নানা স্থানের কবি সাহিত্যিকরা বঙ্গসংস্কৃতির ওপর নিজেদের মতবিনিময় করলেন। পরিবেশন করলেন নিজেদের লেখা বহু কবিতা। প্রকৃতির কোলে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠান থেকে কলকাতার কবি ও চিন্তক লিটল ম্যাগাজিনের

সম্পাদক ফাল্ফুনী ঘোষকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তিনি আধুনিক কবিতার বড় হয়ে ওঠার একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত শতাব্দীপ্রাচীন জনমত পত্রিকার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা, আলিপুরদুয়ারের কবি বেণু সরকার, উত্তম চৌধুরী মিহির দে, বীরপাড়ার রবিবারের সাহিত্য আড্ডাব অন্যতম কর্তা অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, জলপাইগুড়ির কবি ও সংগীতশিল্পী মিষ্টু সরকার, ডুয়ার্সের অন্যতম সাহিত্যকর্মী ডাঃ পার্থপ্রতিম, বানারহাট ও

গয়েরকাটার বাচিকশিল্পী কাকলি পাল ও কানাই চট্টোপাধ্যায়, বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য, নাগরাকাটা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পিনাকী সরকার, এক্সিয়ম ইংলিশ স্কুলের অধ্যক্ষ মনোজ ছেত্ৰী প্ৰমুখ। বাগবাগিচার পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সংগীত ও বাচিকশিল্পী শ্যামশ্রী সরকার বলেন, ডয়ার্সের চা বাগানের সংস্কৃতিকে সর্বত্র পৌঁছে দিতে এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। এদিনের অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। –শুভজিৎ দত্ত

অন্য থিয়েটারের রোমিও এবং জুলিয়েট ঈশিতা, ভমিকা, শুকদেব। অনুষ্ঠানে অতলপ্রসাদ

সূচনায় চমক মেখলিগঞ্জের

ছেলেমেয়ের তৈরি 'বর্ণ কালচারাল সোসাইটি' তাদের প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিজেদের ঝলক দেখাল। নৃত্য পরিবেশন করে এটুজেড ডান্স গ্রুপ, এবিসিডি ডান্স গ্রুপ এবং শিল্পকলা ডান্স অ্যাকাডেমি। সবশেষে ছিল প্রয়াস নাট্য সংস্থার 'আদাব' নাটক।

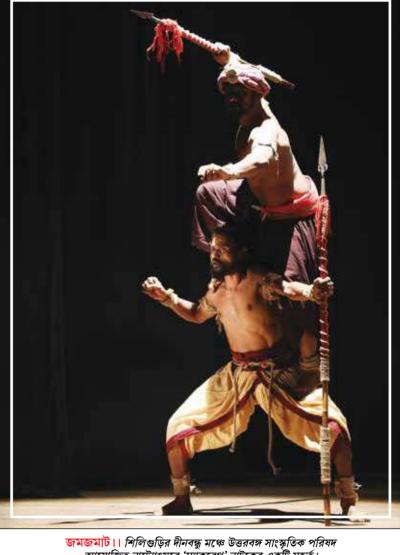
শেকাপিয়রের সঙ্গে ञलिक मक्ष

. 🗲 দিন আগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ থেকে নাটক দেখে বাড়ি ফেরার পথে দেখা হল তাঁর সঙ্গে। তিনি উইলিয়াম শেক্সপিয়র। তাঁর অনুযোগ ছিল বাংলার নাট্য পরিচালকরা তাঁর লেখা নাটক নিয়ে নাকি খোদার উপর খোদকারি করছেন। বোঝানোর চেষ্টা করলাম, খোদকারি বলছেন কেন, ফিউশন বলুন। এটাই তো এখন ট্রেন্ড। আপনার ব্র্যান্ড নেম অপরিবর্তিত রেখে সময়ের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুরোনো প্রোডাক্ট একটু আপডেট করে নিয়েছেন ওঁরা। তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য বললাম, দেখছেন না কীরকম হাততালি পড়ছে। সাহেব স্বীকার করলেন, পাবলিক খাচ্ছে বেশ। এই কাল্পনিক সংলাপ আসলে নিজের সঙ্গে

নিজেরই। ভালো নাটক দেখে ঘোর লাগলে এমন হয়। মহাকবি শেক্সপিয়রের অমর নাটক ম্যাকবেথ নিয়ে দেশীয় লোকজ শিল্পকলার তুলি দিয়ে থিয়েটার এবং কোরিওগ্রাফির রংয়ে চৌখ চেয়ে দেখার মতো ছবি আঁকতে দেখে মনে হল নাট্যকলা, নত্যকলা এবং চিত্রকলা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আরও মনে হল পশ্চিম মেদিনীপুরের রাঙ্গামাটির ষড়ভুজের 'ম্যাকবেথ' প্রযোজনায় শিল্পীরা যা করে দেখালেন তা শুধু রিহার্সাল করে আয়ত্ত করা যায় না, রক্তে থাকতে হয়।

নাটককে যাঁরা দৃশ্যকাব্য বলে মনে করেন, দীনবন্ধু মঞ্চে ক'দিন আগে শেষ হওয়া নাট্যোৎসব ২০২৪ তাঁদের কাছে মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই উৎসবে আটপৌরে সংসারের আনন্দ বেদনা হাসিকান্নার উপাখ্যান ছিল। ছিল ভারতীয় লোকজ উপাদানে পরম মমতায় গড়ে তোলা শারীর অভিনয়ের অনন্য নিদর্শন (জাগরণ পালা, ম্যাকবেথ)। আর তার সঙ্গে ছিল দৃশ্যের পর দৃশ্য গেঁথে ফুল ডোরে বাঁধা অপূর্ব মহাকাব্যিক মালা (রোমিও এবং জুলিয়েট)। উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদ তাদের পায়ে পায়ে ২৫ বছরের পথ চলাকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলার এই সময়ের বাছাই পাঁচটি বিখ্যাত নাট্য প্রযোজনা নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করেছিল। উৎসবের সূচনা দিনের মঞ্চে অতিথি হিসেবে ছিলেন শিলিগুড়ির মহানাগরিক গৌতম দেব ও আইনজ্ঞ পীয়ুষকান্তি ঘোষ। সঞ্চালনায় ছিলেন অগ্নীশ্বর বসু। উৎসবের সূচনা হয় নৈহাটি ব্রাত্যজনের প্রযোজনা 'দাদার কীর্তি' নাটক দিয়ে। মূল উপন্যাস শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই গল্প নিয়ে আগে তরুণ মজুমদার সিনেমা করেছেন। তার নাট্যরূপ দিয়েছেন দেবাশিস। পরিচালনায় ছিলেন অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জমজমাট এবং উপভোগ্য এই নাটকে মঞ্চে সব শিল্পী ছিলেন

পাঁচদিনের উৎসবের অন্য চারটি নাটক ছিল মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের জাগরণ পালা, রঙ্গকর্মী কলকাতার 'অভি রাত বাকি হ্যায়', অন্য থিয়েটার কলকাতার 'রোমিও এবং জুলিয়েট' ও পশ্চিম মেদিনীপুরের রাঙ্গামাটির ষড়ভুজের প্রযোজনা 'ম্যাকবেথ'। ম্যাকবেথের পরিচালনায় ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ তরুণ প্রধান। ম্যাকবেথ ছিল উৎসবের শেষ নাটক।



আয়োজিত নাট্যোৎসবে 'ম্যাকবেথ' নাটকের একটি মুহুর্ত।

পোর্ট্রেট ফোটোগ্রাফি

প্রযোজনায় প্রেমকে দেখা হয়েছে দুই ভিন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে। শেক্সপিয়রের আমলের প্রেম আর জার্মানির নাৎসি আমলের প্রেম। আর দুই সময়কে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নাটকে ধরেছেন পরিচালক অবন্ডী চক্রবর্তী। মন ভালো করা অভিনয়, আলো আর আবহসংগীতের মূর্ছনা এই নাটকের প্রাণভোমরা।

রঙ্গকর্মী কলকাতার প্রযোজনা হিন্দি নাটক 'অভি রাত বাকি হ্যায়' ছিল এই উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। এই নাটকে যেন উষা গাঙ্গুলির উত্তরাধিকারী হিসেবে স্মৃতি তর্পণ করেছেন সৌতি চক্রবর্তী। মূল নাটক মারাঠি নাট্যকার জয়ন্ত পাওয়ারের লেখা। তাঁর হিন্দি রূপান্তর করেছেন কৈলাস সেঙ্গার। নাটকের গল্প একটি শ্রমজীবী পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত

জানুয়ারি মাসের বিষয়

হয়েছে। যেখানে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। আর না পাওয়ার যন্ত্রণা আছে।

উত্তরবঙ্গের এই সময়ের সাড়া জাগানো প্রযোজনা মালদা থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের 'জাগরণ পালা'। এই নাটক নিয়ে আগে এই বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। শুধ বলি, কৌশিক রায়চৌধুরীর নাটক নিয়ে পরিচালক সুব্রত পাল এক দঙ্গল শিল্পীকে মঞ্চে উঠিয়ে নাচ গানবাজনার যে তুফান তুলেছেন তা উত্তর্বঙ্গের নাট্যচচয়ি দিক বদলের মাইলস্টোন

হয়ে থাকবে। ধন্যবাদ উত্তরবৃঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদকে, তাদের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই উদ্যোগ শহরে সত্যিই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

–ছন্দা দে মাহাতো

জওহর স্মরণ

জওহবলাল মঞ্চেব আয়োজনে

কিছুদিন আগে জলপাইগুড়ি সংঘশ্রী ক্লাবের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হল এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কর্মকাণ্ড নিয়ে গদ্য পাঠ করেন নৃত্যমা রায় এবং রৌপাশ ভট্টাচার্য। আবত্তি পরিবেশন করেন উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি অ্যাকাডেমির সদস্যবৃন্দ। সংগীত পরিবেশনে ছিলেন সাঁজবাতি

জানান, ছোটদের মধ্যে দেশাত্মবোধ আবও বেশি করে জাগ্রত করে তুলতে তাঁরা নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বনানী মুখোপাধ্যায় ও নিবেদিতা –জ্যোতি সরকার

সংগাত সন্ধ্যা

সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটি হলে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হল ভিন্নধর্মী মনোজ্ঞ বোস ও রূপকথা বোস। সংগীত সংগীত সন্ধ্যা। কৃষ্টি তার নিজস্বতা পরিবেশন করেন ঈশিতা দে এবং বজায় রেখে প্রতিবছরের রাজেশ্বরী, প্রেয়া, তানিয়া, সুপর্ণা, প্রিয়া ঘোষ। জওহরলাল মঞ্চের মতো বাংলার বিশিষ্ট তিন কবি প্রেরণা, সন্নিধি, শ্রেয়া, সোমা,

সেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে তাঁদেরই রচনায় এবং সংগীত মূর্ছনায় স্মরণ করল। আয়োজক সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কর্ণধার অধ্যক্ষা সুনন্দিতা সরকারের তত্ত্বাবধানে তিন কবির প্রতি ছাত্রছাত্রীরা আলাদাভাবে অনিন্যসুন্দর শ্রদ্ধা জানান। সংগীত পরিবেশনে মঞ্চ মাতায় অস্মিত, দীপ্তেশ, মেহুলী, সোহিত্ৰী. অদ্রিজা. আরাধ্যা. মৌলিল, প্রীতি, আরভি, সৌমাত্রী, শালমলি নন্দী, শালমলি ভট্টাচার্য, দকশিতা, আকাজ্জা সঞ্চিতা, শীষাণী, সংস্তুতি, সৃজিতা,

তবলাবাদনে ছিলেন সমীর দেব এবং বাবুজী সাহা। হারমোনিয়ামে ছিলেন সুনন্দিতা সরকার।

বহুট্হ



মাঠের টানে

উত্তরবঙ্গের কৃষ্টি, সংস্কৃতি নিয়ে অনেক লেখা আছে। কিন্তু এখানকার খেলাধুলোকে কেন্দ্র করে আস্ত একটি বই? হয়তো সেভাবে নেই। মেখলিগঞ্জের অপরাজিতা অর্পণ সেই অভাব পূর্ণ করল। পত্রিকার ১৫তম বর্ষের ৩০তম সংখ্যার বিষয়বস্তু উত্তরবঙ্গের খেলাধুলোর ইতিহাস। ঠাঁই পেয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের লোকজীবনে লোকক্রীড়া থেকে শুরু করে রাজ আমলের কোচবিহারের খেলাধুলোয় ব্রিটিশ ভাবাদর্শের মতো অনেক কিছুই। বঙ্গের এই প্রান্ত থেকে বিশের দরবারে ঠাঁই পাওয়া স্বপ্না বর্মন থেকে এখানকার খেলাধুলোকে পাঠকদের সামনে তলে ধরার এই **(**ठष्टोत जन्म अप्लापक कुंगान ननीत প্রশংসা করতেই হয়।

চেন্তা চলছেই



কিছুটা দেরিতে হলেও অরুণেশ্বর দাস সম্পাদিত ত্রিকাল পত্রিকার ৪৮তম বর্ষের উৎসব সংখ্যা। এই পত্রিকা বহু ঘাতপ্রতিঘাতের সাক্ষী। তবুও নিজের মতো করে পথ চলার এই বিশেষ সংখ্যাতেও স্পষ্ট। শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসুকে নিয়ে সম্পাদকের লেখা 'জীবন হারিয়ে মণ্ডলদের মতো অনেকের লেখা কবিতাগুলি মনে দাগ কেটে যায়।

অনেকক্ষণ নদীপাড়ে পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে ছিলাম। কতটা গভীর চক্রান্ত হলে নদী হয়, প্রেম হয়। রূপায়ন সরকারের লেখা। তাঁর তুমি, আমি. **নদীকথা** বইয়ের একটি কবিতায়। মোট ৫৩টি কবিতার এক মর্মস্পর্শী সংকলন। স্মৃতি আমাদের জীবনের চেষ্টা চলছেই। সেই চেষ্টা পত্রিকার সঙ্গে কতটা আষ্টেপ্রস্তে জড়িয়ে সেটাই রূপায়ন প্রতিটি কবিতার মাধ্যমে পাঠকদের সামনে তুলে সমীর রায়ের লেখাটি বেশ ভালো। ধরতে চেয়েছেন। বিশেষ স্মতি বলতে প্রেম। কখনও তা সুখের, এ কোন জীবন' লেখাটি মনকে কখনও বা উলটোটা। আর তাই বেশ ভাবায়। 'ছুটি' শীর্ষকে বাসুদেব কবি লিখে ফেলেন, 'তোমার মুখের রায়ের লেখা অণুগল্পটি বেশ। ডঃ সবচেয়ে বাজে দাগটা তোমায় মনে গৌরমোহন রায়, দুলাল দত্ত, অনুপ রাখার কারণ।' ঋতুপণ িখাতুয়ার পরিকল্পনায় এই বইটির প্রচছদটি বেশ সন্দর।

ছোটগল্পে নজর



ছোটগল্প কমবেশি সবারই ভালো লাগে। অলি আচার্যেরও। অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা ছোটগল্প পছন্দের। সেই পছন্দের টানেই তিনি লিখে ফেলেছেন অনিতা অগ্নিহোত্রীর ছোটগল্প/বয়ানে ও বয়নে। অনিতা তাঁর সাহিত্য জীবনে অজস্র ছোটগল্প লিখেছেন। অলি সেই সমস্ত গল্পকেই নিজের গবেষণার বিষয়বস্তু করে নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এই বইয়ে মোট সাতটি অধ্যায়ে কখনও তাঁর দৃষ্টি অনিতার সেই গল্পগুলির প্রান্তিক জনজীবন কখনও বা নারীর সামাজিক অবস্থান কখনও বা শিশু-কিশোর সাহিত্যের বৈচিত্র্য। একজন সাহিত্যিকের সৃষ্টিকে নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করে পাঠকদের

সামনে তুলে ধরার এই প্রয়াসটি বেশ।

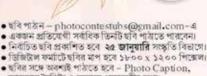


হিসেব ক্ষা

জীবনে চলার পথে কতই না অভিজ্ঞতা হয়। কেউ কেউ সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা যত্ন করে মন–খাতায় লিখে রাখেন। পরে সময় করে সেই খাতা খুলে সে সবের চুলচেরা विद्यायन करतेन। भिनिछिष्ठित সম्পा পালও করেছেন। লিখে ফেলেছেন জীবন কাকে বেশি দিল। রাজমিস্তিরা রাজবাড়ির মতো বাড়ি বানান। অথচ নিজেদের বাড়িটা হয়তো খুবই ছোট্ট। সম্পার গোটা বইজুড়ে এমনই নানা চরিত্র, নানা পরিস্থিতি। কেউ ঠিকমতো পরীক্ষায় বসতে না পেরে মনমতো চাকরি জোটাতে ব্যর্থ, কেউবা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যানিকুইনের জামাটা দেখে জীবন কাটিয়েছে। বেশ কয়েকটি গদ্যের এক সুন্দর সংকলন।







0



ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ ২১ জানুয়ারি, ২০২৫

- ক্যমেরার বৈশিষ্টা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথা। ছবিতে Water Mark এবা Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন ন।
- ছবির সুদ্ধে অবৃণাই অপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন
- নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণা হবে। উত্তরবন্ধ সংবাদের কোনও কমী বা তার পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ছবি : ডঃ দিলীপ দে সরকার, সৌভিক বসু, দীপদ্ধর ঘোষ ও গৌরব বিশ্বাস

ট্রাম্পের

সাজার দিকে

তাকিয়ে বিশ্ব

ওয়াশিংটন, ১০ জানুয়ারি :

পড়কাস্টে ভুল স্বীকার প্রধানমন্ত্রীর

'আমি মানুষ, ভগবান নই'

আট মাসের ব্যবধানে সুর বদল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গতবছর অস্টাদশ লোকসভা ভোটের সময় বারাণসীতে নির্বাচনি প্রচারের ফাঁকে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের দৃত বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু আট মাস পর সেই অবস্থান পালটে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি তো সামান্য মানুষ মাত্র। কোনও ভগবান নই।' শুক্রবার একটি পডকাস্ট অনুষ্ঠানে প্রথমবার অতিথি হিসেবে যৌগদান করেন মোদি। জেরোধার সহ প্রতিষ্ঠাতা নিখিল কামাথের পিপল বাই ডব্লিউটিএফ পডকাস্ট সিরিজে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভলক্রটি হয়। আমারও হয়েছে। আমিও তো মানুষ। দেবতা তো নই। মানুষ বলেই ভুল হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে কখনও কোনও ভুল করিনি।'

গত মে মাসে মোদি বলেছিলেন, 'আগে যখন মা বেঁচেছিলেন তখন মনে হত, আমি বায়োলজিক্যালি জন্মগ্রহণ করেছি। মা চলে যাওয়ার পর সমস্ত অভিজ্ঞতাকে মিশিয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে আমাকে পরমাত্মাই পাঠিয়েছেন। তাঁর এই মন্তব্যকে সামনে রেখে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সহ তামাম বিরোধী নেতা তাঁকে নন-বায়োলজিক্যাল প্রধানমন্ত্রী, ভগবানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা প্রধানমন্ত্রী বলেও কটাক্ষ করেন। এদিন নিজেকে সামান্য মানুষ বলে আখ্যা দেওয়ার পর মোদির বিরুদ্ধে সমালোচনার পারদ আরও চড়েছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মাত্র আট মাস আগে নিজেকে নন-বায়োলজিক্যাল তকমা দিয়েছিলেন এই মানুষটি। এটা আক্ষরিক অর্থে ড্যামেজ কন্ট্রোল।'

সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট জনপ্রিয়। যদিও তিনি গত সাড়ে দশ বছরে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে না বসায় বারবার সমালোচনা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে



পডকাস্টার নিখিল কামাথের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

অনেকেই তাঁর পূর্বসূরি সদ্য প্রয়াত জিনিস। আর রাজনীতিতে সফল ড. মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে তুলনা টানেন। যদিও মোদি সেইসবে বিশেষ আমল দিতে নারাজ। তার বদলে তিনি এবার পডকাস্টের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি

হওয়া অন্য বিষয়। আপনি যখন একটি টিমে খেলার যোগ্য হবেন এবং জনকল্যাণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হবেন, তখনই দ্বিতীয় বিষয়টি ঘটবে। কাজেই তরুণ প্রজন্মের

আমি তো সামান্য মানুষ মাত্র। কোনও ভগবান নই। ভুলত্রুটি নন-বায়োলজিক্যাল তক্মা হয়। আমারও হয়েছে। মানুষ দিয়েছিলেন এই মানুষটি। বলেই ভুল হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে কখনও কোনও ভুল করিনি। কন্ট্রোল।

নরেন্দ্র মোদি

মন কি বাত সেরেছেন। মোদি বলেন, 'আমি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছি একটি মিশন নিয়ে। আমার আদর্শ একটাই, দেশই প্রথম।' তাঁর কথায়, 'রাজনীতিতে যোগ দেওয়া এক

মাত্র আট মাস আগে নিজেকে এটা আক্ষরিক অর্থে ড্যামেজ

জয়রাম রমেশ

উচিত একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া। মনের মধ্যে কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রেখে নয়।' প্রথম পডকাস্টে হাতেখড়ি হতেই মোদি বলে দেন, 'এটা আমার

তবে এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা।' মোদি বলেন, 'আমি কঠোর পরিশ্রম করা থেকে কখনও পিছু হটিন। আমি নিজের জন্য কিছু করব না। আমি একজন মানুষ। ভুল হতেই পারে। কিন্তু খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কখনও কিছ করব না।' চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিংপিংয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধত্বের কথাও বলেছেন পডকাস্টে। তিনি বলেন, 'আমি ২০১৪ সালে প্রথমবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সারা বিশ্ব থেকে প্রচুর মানুষ শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিংপিংও ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ভদনগরে আমার গ্রামে যাবেন। কেন জানেন? কারণ, চিনা দার্শনিক হিউয়েন সাং আমাদের গ্রামে দীর্ঘদিন করেছিলেন। আবার চিনে ফিরে উনি জিংপিংয়ের গ্রামে বাস করেছিলেন।'

পডকাস্ট। আমি জানি না

আমার দর্শকরা এটা কীভাবে নেবেন।

হাসপাতালে ছোটা রাজন

নয়াদিল্লি. ১০ জানুয়ারি তিহাড় জেলে শুক্রবার রাজনকে দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এক সময়ের দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ রাজন সাইনাসের সমস্যায় ভুগছেন। চিকিৎসকরা দ্রুত অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দিয়েছেন। ২০২৪ সালে এক খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজা হয় তাঁর। গত সপ্তাহে রাজনের গোষ্ঠীর এক সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাড়ি থেকে উদ্ধার কুমির

ভোপাল, ১০ জানুয়ারি মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক হরবংশ রাঠোর ও তাঁর ব্যবসায়িক সহযোগী প্রাক্তন কাউন্সিলার রাজেশ কেশরওয়ানির বাড়িতে হানা দিয়ে টাকাকডি. সোনাদানা, বেনামি গাড়ির সঙ্গে কুমির পেলেন আয়কর অফিসাররা। টাকার পরিমাণ নগদ তিন কোটি। বাড়ির পুকুর থেকে পাওয়া গিয়েছে তিনটি কমির।

রবিবার থেকে চলেছে। আধিকারিকরা কুমির দেখে স্তম্ভিত। রাঠোর ও কেশরওয়ানির বিড়ির ব্যবসা রয়েছে। তাঁদের দুজনের বিরুদ্ধে ১৫৫ কোটি টাকা কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তার তদন্তেই হানা দিয়েছিলেন আয়কর আধিকারিকরা। কমিরগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য বনদপ্তরকে খবর দেন তদন্তকারীরা অফিসাররা।

সপ্তাহে ৯০ ঘণ্টা কাজ, রুষ্ট দীপিকা

नग्नामिल्लि, ১০ জानुग्नाति এল অ্যান্ড টি চেয়ারম্যান এসএন সব্রহ্মণিয়াম সপ্তাহে ৯০ ঘণ্টা কাজের যে সওয়াল করেছেন তাতে সমাজমাধ্যমে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। নেটিজেনদের অধিকাংশই এই ধরনের কর্মসংস্কৃতি আমদানি করা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। শুধু আমজনতা নয়, বলিউড অভিনেত্রী খেলোয়ার, শিল্পপতিও এল অ্যান্ড টি কতর্বি বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। অভিনেত্ৰী দীপিকা পাড়কোন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'এহেন শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিরা এই ধরনের মন্তব্য করছেন দেখে অবাক লাগছে।' এরপরই তিনি লিখেছেন 'হ্যাশট্যাগ মেন্টাল হেল্থ ম্যাটার্স।'

৯০ ঘণ্টা কাজের কথা বলতে গিয়ে সুব্রহ্মণিয়াম মন্তব্য করেছিলেন, 'আপনারা বাড়িতে বসে কী কাজ করবেন? কতক্ষণ আপনারা আপনাদের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন? স্ত্রী-রাই বা কতক্ষণ ধরে স্বামীদের দিকে তাকিয়ে থাকবেন? অফিসে আসুন আর কাজ শুরু করুন।' তাঁর এই কথার বিরোধিতা করে প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন তাবকা জোয়ালা গুটা এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমি বলতে চাই...প্রথমত উনি কেন ওঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন না...আর শুধু রবিবারই বা কেন!' করি, কঠোর এবং বুদ্ধিদীপ্তভাবে বউ পালিয়ে যাবে।'



এহেন শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিরা এই ধরনের মন্তব্য করছেন দেখে অবাক লাগছে। হ্যাশট্যাগ মেন্টাল হেল্থ ম্যাটার্স।

দীপিকা পাড়কোন

এসএন সুব্রহ্মণিয়ামের মন্তব্যকে নারীবিদ্বেষী এবং ভয়ানক বলেও আখ্যা দিয়েছেন। শিল্পপতি হর্ষ গোয়েঙ্কাও সমালোচনা করেছেন এল অ্যান্ড টি চেয়ারম্যানের। তিনি একা হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'সপ্তাহে ৯০ ঘণ্টা? সানডের নাম বদলে সান ডিউটি করা হচ্ছে না আর কেনই বা ডে-অফ নামক বস্তুটিকে মিথে পরিণত করা হচ্ছে না! আমি বিশ্বাস

পরিশ্রম করায়। কিন্তু জীবনকে কার্যত অফিস শিফটে পরিণত করে ফেলাটা সাফল্য নয়, জীবন খারাপ করে তোলার উপায়। কাজের সঙ্গে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখাটা ঐচ্ছিক নয়, বরং আবশ্যিক। তবে এসব আমার ব্যক্তিগত মত।'

সমালোচনার মুখে পড়ে

অ্যান্ড টি সংস্থাটি চেয়ার্ম্যানের সমর্থনে একটি বিবৃতি জারি করে। কিন্ত তাতেও নেটিজেনবা শান্ত হননি। দীপিকা পরে আবার জানান, সংস্থার বিবৃতি বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এসএন সুব্রহ্মণিয়ামের আগে ইনফোসিস কর্তা নারায়ণ মূর্তিও সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজের সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু ভারতের অন্যতম ধনকবের বলে পরিচিত শিল্পপতি গৌতম আদানি এই ব্যাপারে সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আপনার কাজ এবং জীবনের ভারসাম্য আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আমার কাজ-জীবনের ভারসাম্য আপনার ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কেউ যদি ৪ ঘণ্টা পরিবারের সঙ্গে থাকে এবং তাতে আনন্দ খঁজে পায় অথবা কেউ যদি ৮ ঘণ্টা প্রিবাবের সঙ্গে কাটায় এবং উপভোগ করে তাহলে সেটা তাঁদের ভারসাম্য। এসবের পরও যদি আপনি ৮ ঘণ্টা সময় কাটান তাহলে

নির্মলার করের ভাগে পিছিয়ে বাংলা

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ কম নয় রাজ্যের। তবুও তাতে টনক নডছে না কেন্দ্রের। বরং নতন বছরের প্রথম দফার অর্থ বরাদ্দ করার ক্ষেত্রেও ছবিটা একই থেকে গেল। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের মন্ত্রক থেকে করের ভাগ বাবদ বরাদ্দ অর্থের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গকে পিছনে ফেলে প্রথম হয়ে গেল যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। এমনকি বিহার, মধ্যপ্রদেশের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিও পশ্চিমবঙ্গের থেকে বেশি টাকা পেয়েছে কেন্দ্রের থেকে। শুক্রবার সকালে অর্থমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উত্তরপ্রদেশ পেয়েছে ৩১,০৩৯.৮৪ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ১৩,০১৭.০৬ কোটি টাকা। বিহার পেয়েছে ১৭,৪০৩.৩৬ কোটি টাকা, মধ্যপ্রদেশ ১৩.৫৮২.৮৬ কোটি টাকা। অশান্তিতে বিধ্বস্ত মণিপুরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১,২৩৮.৯০ কোটি টাকা।

পরিকাঠামো, সার্বিক উন্নয়নের খাতে মধ্যে অর্থবছরের বিভিন্ন পর্যায়ে



ব্যয় করতে পারবে। অর্থমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যগুলি যাতে তাদের পরিকাঠামো খাতে আরও বেশি অর্থ খরচ করতে পারে এবং সার্বিক উন্নয়নের কাজ পরিচালনা করতে পারে মসুণভাবে, সেই কারণেই চলতি মাসে বেশি অঙ্কের টাকা দেওয়া হয়েছে করের ভাগ বাবদ। রাজ্যগুলিকে প্রতিমাসে

কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন বছরে এটাই প্রথম দফায় রাজ্যগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ কর রাজ্যের থেকে আদায় করে সেই তুলনায় বরাদ্দ যথেষ্ট কম। কেন্দ্রীয় সরকার এই অর্থ রাজ্যগুলি তাদের সংগৃহীত করের ৪১% রাজ্যগুলির

করের ভাগ বাবদ অর্থ প্রদান করে

কিস্তিতে বিতরণ করা হয়। অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই অর্থ রাজ্যগুলির উন্নয়ন কার্যক্রম এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পে গতি আনার উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে। কর বিতরণ বলতে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে কর রাজস্বের বণ্টনকে বোঝায়। এটি একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া, যার মাধামে নির্দিষ্ট করের আয় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত এবং সমতাভিত্তিক পদ্ধতিতে ভাগ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। রাজ্যগুলির জন্য কর বণ্টনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এর মধ্যে ১২.৫% দেওয়া হয়েছে জনসংখ্যার কর্মক্ষমতাকে, ৪৫% আয়ের ভিত্তিতে, ১৫% করে জনসংখ্যা এবং এলাকার জন্য, ১০% বন ও পরিবেশের জন্য, এবং ২.৫%

কর ও আর্থিক প্রচেষ্টার ভিত্তিতে।



ঘষ দেওয়ার মামলায় ইতিমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ট্রাম্প। শুক্রবার ভারতীয় সময় মধ্যরাতে সেই মামলার রায় ঘোষণা। সেদিকে তাকিয়ে ট্রাম্প সহ গোটা আমেরিকা। এর আগে মামলার সাজা ঘোষণা স্থগিত রাখার জন্য মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু আদালত তাঁর আর্জি নাকচ করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট পদে বসলেও ট্রাম্পের রক্ষাকবচের কোনও প্রশ্নই নেই। ট্রাম্পের কৌঁসুলিদের দাবি. প্রেসিডেন্টের আইনি রক্ষাকবচ আছে। সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সরকারি কাজের জন্য আইনি রক্ষাকবচ পান। পর্ণ তারকার মুখ বন্ধ করার জন্য ঘুষ দেওয়া সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। মামলার সাজা হিসেবে আর্থিক জরিমানার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট নিবচিনের প্রচারপর্বে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন. ভোটে জিতলে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বন্ধ করে দেবেন। শপথ নিয়ে কুর্সিতে বসার আগেই জানিয়েছেন, তিনি পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন।

লস অ্যাঞ্জেলেস দাবানলে মৃত

বেড়ে ১০

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১০ জানুয়ারি লস অ্যাঞ্জেলসের দাবানল আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। আরও বেশি পরিমাণে জমি আগুনের গ্রাসে, মৃতের সংখ্যাও বেড়েছে। স্যাটেলাইট ফুটেজে আগুন কবলিত এলাকার ছবি দেখে শিউরে উঠছেন সকলেই। গোটা এলাকা যেন নরক হয়ে গিয়েছে! চারিদিক শুধু কালো ধোঁয়া।

শুষ্ক আবহাওয়া এবং ঝোডো হাওয়ার জন্য আগুনের লেলিহান শিখা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। কোথাও কোথাও আগুনে-হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বা তারও বেশি। লস এঞ্জেলস শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা ছাড়াও দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ৩ লক্ষ ঘরবাড়ি। ঘরছাড়া ১ লক্ষের বেশি মানুষ।

মতের সংখ্যা বেডে দাঁডিয়েছে ১০। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কর্মপক্ষে ৩২ হাজার একর জমি। তার মধ্যে প্যাসিফিক পালিসাডেসের ১৯ হাজার এবং আল্টাডেনার ১৩ হাজার একর জমি রয়েছে। নতন এলাকায় ছড়াতে শুরু করেছে লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানল।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে ওয়েস্ট হিলসে নতুন করে আগুন ছড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন কাউণ্টি শেবিফ ববার্ট লনা। তিনি বলেন 'মনে হচ্ছে যেন শহরের বুকে পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই দাবানলকে লস আঞ্জেলেসের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বলে বর্ণনা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি ১৮০ দিনের জন্য ফেডারেল সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেন।

আগুন এত দ্রুতগতিতে (ঘণ্টায় ১১২ কিমি) ছডাচ্ছে যে, কয়েক ঘণ্টায় ৯০০ একর জমি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। প্যাসিফিক পালিসাডেসে ১৯,০০০ একর জমি পুড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে আল্টাডেনায় আগুনের গ্রাসে ১৩,০০০ একর জমি। সবমিলিয়ে বাডি ছাডতে বাধ্য হয়েছেন ১ লক্ষ ৮০ হাজার মান্য। পাঁচ হাজারের বেশি বড কাঠামো (স্কুল, অফিস সমেত) ধ্বংস হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের বহু জায়গায় তীব্র জলসংকট তৈরি হয়েছে। সঙ্গে বিদ্যুৎ না থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে নামানো হয়েছে



তখনও পুড়ছে জঙ্গল। আগুন নেভানোর চেষ্টায় দমকলকর্মীরা। লস অ্যাঞ্জেলসের ওয়েস্ট হিলসে।

সম্ভাল মসজিদে 'স্থিতাবস্থা'

नग्नामिल्लि, ১০ জानुग्नाति : উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের শাহি জামা মসজিদের প্রবেশপথ সংলগ্ন একটি ব্যক্তিগত কুপ সংক্রান্ত মামলায় ব্যবস্থাপক কমিটির আবেদনের ভিত্তিতে নোটিশ জারি করে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, কৃপ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। ওই গলাকায় স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। আরও সোজা করে বললে, হিন্দুপক্ষের দাবি খারিজ করে শীর্ষ আদালত বলেছে, সম্ভালের মসজিদে আপাতত কোনও ধরনের সমীক্ষা হবে না। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না শুক্রবার নির্দেশ দেন, দ'সপ্তাহের মধ্যে জেলা প্রশাসনকে ওই জলাশয় নিয়ে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। ততদিন জেলা প্রশাসন জলাশয় সমীক্ষার কাজ করতে পারবে না।

অন্যদিকে মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি-শাহি ইদুগাহ মসজিদ নিয়ে ১৫টি মামলাকে একত্রিত করার এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে আপত্তি সুপ্রিম কোর্টে পরবর্তী সময়ে তোলা যেতে পারে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ প্রাথমিকভাবে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দেয়। বেঞ্চ জানায়, সব মামলাকে একত্রিত করা উভয়পক্ষের জন্যই সুবিধাজনক।

লাদাখে বন্যপ্রাণীর বিচরণভূমিতে সেনা গড়বে অস্ত্রভাণ্ডার

লাদাস্থা। বহু বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণভূমি চিন সীমান্তের এই এলাকায়। তারপরেও জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়ে সেই অঞ্চলেই এবার অস্ত্রভাণ্ডার ও পরিকাঠামো নিমাণের অনুমতি দেওয়া হল ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। লাদাখের চুড়ায় চিনা আগ্রাসন রুখতে পূর্ব লাদাখে চিন সীমান্তের কাছে গোলাবারুদ মজুতের জন্য একাধিক ফরমেশন অ্যামুনিশন স্টোরেজ ফেসিলিটি (এফএএসএফ) নিমাণের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় পরিবেশমস্ত্রকের বন্যপ্রাণ বিভাগ।

গত ২১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফের সভায় পর্ব লাদাখের হানলে ও ফোটি লা সহ বিভিন্ন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সেনাবাহিনীকে এফএএসএফ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। একইসঙ্গে অনুমতি পরিকাঠামো নিমাণেরও। সশস্ত্রবাহিনীর।

জানুয়ারি এছাড়া লুকুং-এ ইনল্যান্ড ওয়াটার গ্যাজেল, নেকড়ে, স্নো লেপার্ড, স্থলসেনার স্থায়ী শিবিরও তৈরি

বন্যপ্রাণকে বিপন্ন করে এই

অনুমোদন নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু পরিবেশমন্ত্রক জানিয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রেক্ষিতে এই অনুমোদন জরুরি ছিল। তাদের বক্তব্য, বর্তমানে গোলাবারুদ হানলে থেকে ২৫০ কিমি এবং ফোটি লা থেকে ৩০০ কিমি দূরে মজুত থাকে। ফলে প্রয়োজনের সময় তা সরবরাহে অনেক দেরি হয়ে যায়। আক্রমণের মুখে দ্রুত প্রতিরক্ষার জন্য স্পর্শকাতর এলাকার কাছাকাছি কোনও জায়গায় গোলাবারুদ মজুতের প্রয়োজন রয়েছে। অনুমতি পাওয়ার পর হানলে, ফোটি লা, প্যাংগং হ্রদের লুকুং গ্রাম এবং ডরবক এলাকায় সেনার সামরিক উপস্থিতি বাড়ানো ছাড়াও ভূগর্ভস্থ গুহা তৈরি করে গোলাবারুদ ও কৌশলগত সাজসবঞ্জাম সংবক্ষণ করা যাবে। কেন্দ্রের দাবি, এর ফলে চিন সীমান্তে অপারেশনাল সক্ষমতা মেলে ভূগর্ভস্থ গুহা তৈরি এবং অনেকটাই বেড়ে যাবে ভারতীয়

ন্যাশনাল গার্ডকে।

অখণ্ড ভারত সম্মেলনে ডাক পাক, বাংলাদেশকে

সার্কের অস্তিত্বের কথা ইদানীংকালে খব একটা শোনা যায় না। ২০১৬ সালের পর থেকে আর কোনও সার্ক বৈঠক হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনৃস পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর পাশাপাশি সার্ককে আবারও চাঙ্গা করতে মরিয়া। কিন্তু তার আগেই ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি আলোচনাসভায় পাকিস্তান. বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কার সার্কভুক্ত দেশগুলির পাশাপাশি মায়ানমার, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়ার দেশগুলির

ভারত-পাকিস্তান বৈরিতার কারণে নয়াদিল্লি। অখণ্ড ভারত শীর্ষক ওই আলোচনাসভায় যোগ দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তান ইতিমধ্যে সম্মতি জানিয়েছে। ঢাকাও যদি নয়াদিল্লির প্রস্তাবে সাড়া দেয় তাহলে তা আক্ষরিক অর্থেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত হবে।

'আমরা চাই, যে সমস্ত দেশ আবহাওয়া দৃপ্তর প্রতিষ্ঠার সময় অখণ্ড ভারতের অঙ্গ ছিল তারা সকলেই যেন এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।' রাজনৈতিক মহলের মতে. যাবতীয় মতপার্থক্যকে দূরে সরিয়ে যেভাবে দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত দেশগুলিকে আবহাওয়া দপ্তরের সার্ধশতবর্ষের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাতে নয়াদিল্লির প্রকাশ করা হবে।

কারণ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ তো বটেই, সার্কভুক্ত দেশগুলির প্রায় সকলেই দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তুলেছে। শুধু তাই নয়, নয়াদিল্লি দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমশ নিৰ্বান্ধিব হয়ে পড়ছে বলেও একটি দাবি করা হয়। আবহাওয়া দপ্তরের অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী দেশগুলিকে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে সেই দাবিও নস্যাৎ করে দিতে মরিয়া ভারত।

আবহাওয়া দপ্তর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের তরফে একাধিক অনষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসে বিশেষ ট্যাবলোও বের করা হবে। অর্থমন্ত্রকের তরফে স্মারক কয়েনও

গরিবের জন্য যোগীর 'মা কি রসোই'

প্রয়াগরাজ, ১০ জানুয়ারি : গরিবের মুখে অন্ন তুলে দিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপীধ্যায়ের পথেই পা বাড়ালেন উত্তরপ্রদেশের মখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মহাকুম্ভমেলা শুরুর মুখে শুক্রবার প্রয়াগরাজে 'মা কি রসোই' নামে একটি যৌথ রান্নাঘর প্রকল্পের সূচনা করেছেন তিনি। বাংলার 'মা ক্যান্টিন'-এর আদলে তৈরি ওই রান্নাঘর থেকে মাত্র ৯ টাকায় পেটভরা খাবার দেওয়া হবে প্রত্যেককে। খাবারের তালিকায় থাকছে ডাল, চারটি রুটি, তরকারি, ভাত, স্যালাড এবং

মূলত আর্থিকভাবে দুর্বল গোষ্ঠীর মানুষের কথা ভেবে তৈরি এই রসুইঘর চালানোর দায়িত্বে রয়েছে নন্দী সেবা সংস্থান। রেস্তোরাঁটি বানানো হয়েছে প্রয়াগরাজের স্বরূপরানি নেহরু হাসপাতাল চত্বরে।

শুক্রবার প্রয়াগরাজ সফরের দ্বিতীয় দিনে হাসপাতালে গিয়ে 'মা কি রসোই'-এর প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পর প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। তিনি বলেন, 'এই উদ্যোগ কেবলমাত্র সা**শ্র**য়ী নয়, বরং দরিদ্র মানুষের জন্য এক বিশাল সহায়তা। মা



'মা কি রসোই' ক্যান্টিন উদ্বোধন করে খাবার তুলে দিচ্ছেন যোগী আদিত্যনাথ। প্রয়াগরাজে।

অন্নপুণার করুণা যেন সবার ওপর বর্ষিত হয়।' এরপর তাঁকে ক্রেতাদের খাবার পরিবেশন

প্রশাসন সূত্রে খবর, যৌথ রান্নাঘরটি জনতার উদ্দেশে নিবেদিত হলেও আধুনিক রেস্তোরাঁয় যা যা থাকে, এতে তার সবকিছুই রয়েছে। এটি পুরোপুরি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত

বাংলার 'মা ক্যান্টিন'-এর আদলে

তৈরি ওই রান্নাঘর থেকে মাত্র ৯ টাকায় পেটভরা খাবার দেওয়া হবে প্রত্যেককে। খাবারের তালিকায় থাকছে ডাল, চারটি রুটি, তরকারি, ভাত, স্যালাড এবং একটি মিষ্টি।

এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রায় ২,০০০ বর্গফুট এলাকাজুড়ে তৈরি মা কি রসোই-এ একসঙ্গে ১৫০ জন বসে খেতে পারবেন। হাসপাতালে আসা হাজারো রোগীর পরিবারের লোকজনের পক্ষে এই রান্নাঘর সবচেয়ে কার্যকর হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ক্ষুব্ধ কবি-লেখকদের একাংশ

লিটল ম্যাগ মেলার আমন্ত্ৰণে ভাগাভাগি

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি সাহিত্যচর্চায় আমরা-ওরা।

অভিযোগ ম্যাগাজিনকে উৎসাহ দিতে সরকারি উৎসব 'উত্তরের হাওয়া'য়। শুক্রবার শিলিগুড়িতে শুরু এই উৎসবে উত্তরবঙ্গের শতাধিক কবি-সাহিত্যিক অংশ নিচ্ছেন। কিন্তু ডাক পেলেন না অনেক পরিচিত কবি ও লেখক। যে তালিকায় আছেন রাজ্য সরকারের মধুসূদন পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি বিজয় দে, ২০১১ সালে লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কারপ্রাপক গৌতম গুহ রায়, সাহিত্য জগতে রাজ্যের অন্যতম উজ্জুল নাম মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস।

ডাক পাননি সেবন্তী ঘোষ. অনুরাধা কন্ডা, সঞ্চিতা দাস, চৈতালি ধরিত্রীকন্যার মতো পরিচিত কবি, লেখকরা। কেন তাঁদের ডাকা হল নাং শিলিগুড়ির মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক জয়ন্ত মল্লিকের বক্তব্য, 'প্রতি বছর সবাইকে ডাকা হবে. এমন কোনও কথা নেই। যাঁদের এবার ডাকা হয়নি, তাঁরা হয়তো পরের বছর বা দু'বছর পর আমন্ত্রণ পেতে পারেন। তবে তাঁর সাফাই, 'কবি-লেখকদের আমন্ত্রণের বিষয়টি কলকাতা থেকে চূড়ান্ত হয়।'

উৎসবের অন্যতম অতিথি, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'সাহিত্য নিয়ে যে উৎসব করা যায়, এটা সাধারণ মানুষ আগে ভাবতেই পারতেন না। উত্তরবঙ্গে উত্তরাংশের বিপুল বৈচিত্র্য রয়েছে। এই সাহিত্য উৎসবে তার অনেকটাই প্রতিফলিত হবে।' কিন্তু ডাক না পাওয়া কবি. লেখকরা অভিযোগ করছেন, অভয়া'র বিচারের দাবিতে আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকাই তাঁদের বাদ দেওযার মল কারণ।

'উত্তরের হাওয়া'র আয়োজ্ক বাংলা

কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টনগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী বর্ষ পালনের

সূচনা হল শুক্রবার। এদিন পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রার হয়েছে।

বেডা গ্রামবাসার

নয়.

সীমান্তে বেড়া দেন। আমরাও দিয়েছি। কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছেন।'

না হয় সেজন্য বিএসএফ ও

বিজিবি আধিকারিকরা তিনবিঘা

কবিডবে সন্ধাার দিকে বৈঠক করেন।

ওই বৈঠকের বিষয়ে বিএসএফ ও

বিজিবি প্রকাশ্যে কিছু না বললেও

সীমান্তে যাতে শান্তি বজায় থাকে

তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা

হয়েছে। বিএসএফের জলপাইগুড়ি

সেক্টরের এক আধিকারিক বলেন,

'সীমান্ধে বিএসএফ আজকে কোনও

বেড়া দেয়নি। গ্রামবাসী নিজেদের

উদ্যোগে ফসল বাঁচাতে বেডা

দিয়েছে। বিজিবি এবং বাংলাদেশিরা

বাধা দিতে চাইলেও আমরা গিয়ে

পরিস্থিতি সামাল দিয়েছি। ঘটনার

উপর কড়া নজরদারি রাখা হয়েছে।'

দেওয়ায় গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি,

নিজের জমিতে যা খুশি করব, কেউ

আটকাতে পারবে না। ঘিষুরাম রায়

নামে এক কৃষক বলেন, 'প্রত্যেক

কৃষকই ফসল বাঁচাতে নিজেদের

কাজ শেখান রঘুনাথ, ইদ্রিসদের

মতো জলদাপাড়ার মাহুতরা। তবে

সকলের মাথার উপরে ছিলেন বিশিষ্ট

হস্তীবিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়য়া। তবে

রবি বলেন, 'বনকতা এবং প্রাণী

চিকিৎসকদের কাছ থেকে সবসময়ই

আমি কাজ করার অনুপ্রেরণা

তাড়াতে সবসময় ডাক পড়ে রবির।

তিনি গিয়েছেন বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম,

মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুরে। সেখানকার

বদমেজাজি দামাল হাতিদের তাড়িয়ে

যথেষ্ট বাহবা আদায় করেছেন।

আবার দামাল হাতিদের তাড়া খেয়ে

বেঁচেছেন অনেকবার। রবির কথায়,

একবার তো পেছন থেকে এসে

বুনো হাতি শুঁড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে

দিয়েছিল। তবে আঘাত পেলেও প্রাণে

জলদাপাড়ায় প্রচুর হাতির মাহুত করেন।

দামাল হাতিদের

বেড়া দিতে বাংলাদেশিরা বাধা



শিলিগুড়ি কলেজে লিটল ম্যাগাজিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্রাত্য বস।

শিলিগুড়ি কলেজের মাঠে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কবি গৌতম গুহ রায় 'গতবারও কোচবিহারে হয়েছিল। কিন্তু ডাক জানানো পাইনি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু কিন্তু বলেছিলেন, প্রতিবাদীদের আর সরকারি মঞ্চে জায়গা দেওয়া হবে না। সেই কারণেই আমরা বাদ

মধুসূদন পুরস্কারপ্রাপক কবি বিজয় দৈ'র বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ, এতদিন যেখানেই লিটল ম্যাগাজিন মেলা হয়েছে, সেখানেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এবার কেন জানানো হল না, বুঝতে পারছি না। ওঁদের অনুষ্ঠান, ওঁরা আমন্ত্রণ নাও জানাতে পারেন। তবে অভয়া'র বিচারের দাবির আন্দোলনে আমার ভূমিকা কি খুব আকাদেমি। মারাত্মক ছিল?'

দেব। আমরা বিএসএফ বা বিজিবি

কারও কথা শুনব না।' আরেক স্থানীয়

বাসিন্দা অনপ রায় বলেন, 'দহগ্রাম-

অঙ্গারপোঁতা বাংলাদেশি ছিটমহল

এখানকার বাসিন্দাদের জন্য আমরা

তিনবিঘা করিডর দিয়েছি। সেজন্য

এখানে আন্তজাতিক সীমান্ত আইন

অনুযায়ী জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের

বেড়া হওয়ার কথা। তাই বিজিবি

বা বাংলাদেশিরা বাধা দিলে আমরা

তিনবিঘা করিডর অবরুদ্ধ করে দেব।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শেফালি

রায়ের। তিনি বলেন, 'দিনের পর

দিন বাংলাদেশিদের অত্যাচার চলছে।

গোরু, ছাগল দিয়ে ভারতীয় কৃষকদের

ফসল নম্ভ করে দেয় ওরা। চুরি ও

অনুপ্রবেশ তো রয়েছেই। সেই কারণে

চাঁদা তুলে গ্রামের বাসিন্দারা নিজেরাই

থেকেই এখনও পর্যন্ত ওই হাতির

মাহুত হিসেবেই আছেন। আর দামাল

হাতিদের শায়েস্তা করতে চম্পাকলির

তুলনা দুর্দান্ত। ও কোনও হাতিকেই

ভয় পায় না। এমন একজন সেনাপতি

যদি সঙ্গে থাকে যুদ্ধ জয় করা তো

নস্যি। যদিও মাহুতরা জলদাপাড়ার

সম্পদ হলেও যোগ্য সম্মান পান না।

জোটে না ভালো বেতন। আর বন

দপ্তর থেকে মাঝেমধ্যে ছোটখাটো

পরস্কার জটলেও জাতীয় কোনও

সম্মান পান না তাঁরা। মাহুতদের

কাজ অনেকটাই সীমান্তে থাকা

সেনাবাহিনীর মতো। প্রতি মুহূর্তেই

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের বন ও

বন্যপ্রাণীদের রক্ষার কাজ করতে হয়।

রবির বাবা দেবেন বিশ্বকর্মার হাতে

তৈরি হয়েছিল হলং বনবাংলো।

ছেলের কাজে দেবেন গর্ব অনুভব

বেড়া ছাড়া উপায় নেই, দাবি

বিএসএফ–বিজিবি'র চক্তি

্তাই

তাঁরা বাংলাদেশের মল

যাতায়াত করতে পারেন।

মেলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে উদ্বোধনী ভাষণে বক্তব্য ছিল, 'কলকাতা নন্দন চত্তর, রবীন্দ্রসদনে বাংলা আকাদেমি আটকে থাকবে না। প্রায় ৬৪টি ভাষা রয়েছে আমাদের রাজ্যে। সবক'টা ভাষাকে আমাদের মান্যতা দিতে হবে। যাঁরা এইসব ভাষায় লেখালেখি করেন, তাঁদের তুলে ধরতে হবে। সেজন্য তাঁদের কাছে আমাদের যেতে হবে।

উৎসবের প্রথম দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সাহিত্যের আড্ডা। যাতে আলোচনায় শামিল হন কবি সুবোধ সরকার, সাহিত্যিক আবুল বাশার। ওই আড্ডায় উত্তরবঙ্গের করেন ভট্টাচার্য, শৌভিক দে সরকার প্রমুখ। রাজ্যের তিন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, সাবিনা ইয়াসমিন, সত্যজিৎ বর্মন, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত

এমজি রোড

এমজি রোডের এই এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরি কোন দপ্তর করেছে তা জানা নেই এলাকার বাসিন্দাদের। রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের করা নয়, আবার গ্রাম পঞ্চায়েতেরও নয়। অর্গত্যা রাস্তা কার তার খোঁজে এশিয়ান হাইওয়ে এবং পূর্ত দপ্তরের কাছে ২০২৩ সালে চিঠি পাঠানো হয় জেডিএ'র তরফে। কোনও সদর্থক জবাব মেলেনি কোনও দপ্তর থেকে। তাই এবার ওই রাস্তার দায়িত্ব নিচ্ছে জেডিএ। ৪ কোটি টাকা খবচ হবে রাস্তা তৈরিতে। ইতিমধ্যে ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করে রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। মঞ্জর হলেই আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা।

রাস্তা হবে জেনে এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীরা। ওই এলাকায় রয়েছেন প্রায় আডাইশো ব্যবসায়ী। চন্দন শা নামে এক ব্যবসায়ী বলেন, 'ওই রাস্তায় এলেই যে কোনও গাড়ি আজকাল বেসামাল হয়ে পড়ে। ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন পথচারীরা। প্রতিনিয়ত ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগেই থাকছে। আমরা আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম রাস্তাটি নিয়ে। কিন্তু রাস্তা হবে জেনে খুশি আমরা,

দেখা যাক কাজ কবে শুক্র হয়।' সম্প্রতি দু'সপ্তাহ ধরে এমজি রোডে ঘটছে একাধিক দুর্ঘটনা। এলাকার এক মহিলার পায়ের উপর দিয়ে চলে যায় গাডি। তার কিছদিন পর চলন্ত গাড়ির পেছনে ধাকা দিয়ে বাইক নিয়ে পড়ে যান এক তরুণ। রাস্তা বিভীষিকায় পরিণত হচ্ছিল। রাস্তা তৈরি হচ্ছে জেনে খুশি এলাকাবাসী। পবন জৈন নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'আমাদের কাছে যদি অন্য কোনও উপায় থাকত, তবে আমরা এই রাস্তা ব্যবহার করতাম না। কিন্তু এটি অন্যতম প্রধান রাস্তা, কিছু করার নেই। রাস্তা এখন আর রাস্তা নেই। পিচের প্রলেপ কবেই উঠে গিয়েছে। এখন শুধু গর্ত। যত

নতুন মুখের খোঁজে নিম্বল

বাড়িয়ে (সিপিএমে চাইলেও মেয়াদ বাড়ানো যায় না। আরও অনেক কিছুর মতো সিপিএমে সদস্য সংগ্রহ ও পুনর্নবীকরণের সময় নির্দিষ্ট) লক্ষ্যপূরণ করতে পদ্মের হিমসিম দশা

দেখে দিল্লির হিন্দুত্ববাদী নেতাদের

দুশ্চিন্তা বেড়েছে। ওই নেতাদের গুঁতো খেয়েই হোক আর বাংলাদেশে হিন্দু নিযাতিনের ধাক্কাতেই (সেরকমই দাবি শুভেন্দ অধিকারীর) হোক. অবশেষে নাকি সদস্য সংগ্রহে কিছ গতি এসেছে বাংলায়। ১ কোটির ধারে-কাছে না পৌঁছালেও ৫০ লক্ষের কাছাকাছি গিয়েছে। সিপিএমে তরুণ খোঁজার মেয়াদ বাড়ানোর উপায় নেই। সম্মেলনের দিনক্ষণ নির্ধারিত যে। কিন্তু তরুণ মুখ কই? অগত্যা কোনও কোনও সম্মেলনে তারুণ্যের কোটা ফাঁকা রেখে কমিটি তৈরি করে ফেলা হচ্ছে। সিপিএমে পরে 'কো-অপ্ট' (সংযোজন) করার সুযোগ বরাবরই আছে। তারুণ্যকে জায়গা দিতে পুরোনো নেতাদের কমিটি থেকে বিদায় দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ফলে সিপিএমে অবসরপ্রাপ্ত নেতার সংখ্যা বাড়ছে। অথচ তাঁদের অনেকের কর্মক্ষমতা আছে, দক্ষতা আছে। আমাদের দেশে সরকারি, বেসরকারি চাকরিতে অবসরের নিধারিত বয়সে আজকাল অনেকে শারীরিকভাবে ফিট, মানসিকভাবে পবিণত থাকেন। অবসব মানে তাঁদেব অভিজ্ঞতা থেকে সরকারি, বেসরকারি সংস্থার বঞ্চিত হওয়া। উপযুক্ত মানবসম্পদ ঠেলে সরিয়ে দেওয়া। সিপিএমেও তাই। আলিমুদ্দিনে কাজ নেই বিমান বসুর। শিলিগুড়িতে অনিল বিশ্বাস ভবনে অশোক ভট্টাচার্যের শুধ যাওয়া-আসা। রবীন দেবের মতো কর্মক্ষম নেতার এখন কোনও দায়িত্ব নেই। ভাবা যায়! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী সাধে নবীন-প্রবীণ ভারসাম্যের কথা বলেন! বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অনেকটা 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের মতো। হাটে-বাজারে, রাস্তায় টেবিল পেতে হাঁকডাক, আসুন আসুন, পদ্মপাতায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসুন[ু] দলের মতাদর্শ বোঝানোর বালাই নেই। হিন্দুত্বের টানে সবাই চলে আসবে- দলের নেতৃত্বের ধারণা তেমনই। বিয়ের আসরে সদস্য করায় চমক হয়তো আছে। কিন্তু দলের প্রতি দায়বদ্ধতা, আনুগত্য? বিশ্বের বৃহত্তম দলের সেসব ভাবলে চলে না। মিছিল-মিটিং হলে সিপিএমে

বেশকিছ তরুণ-তরুণীকে দেখা যায়।

কিন্তু নেতৃত্বে আনার নতুন মুখ খুঁজতে হিমসিম সিপিএম। মিছিলে হাঁটা এই তরুণরা মূলত শহুরে। তাও আবার শহরের বস্তি বা কলোনি এলাকার নয়, শ্রমিক মহল্লারও নয়। যা ছিল একসময় সিপিএমের অন্তর্নিহিত শক্তি। এই শহুরে তরুণদের গ্রামে দূরে থাক, বস্তিতে-কলোনিতে, শ্রমিক মহল্লায়, কারখানায় সংগঠনের কাজে দেখা যায় না। তৃণমূলের প্রতি রাগ-ক্ষোভ, বিজেপির হিন্দুত্বকে অপছন্দ-এই তরুণদের সিঁপিএম করার একমাত্র কারণ। তাঁদের 'সাংগঠনিক' কাজ সীমাবদ্ধ ভাষণে আস্ফালন, বক্রোক্তি (যাকে বলে টোল) আর ফেসবুক বিপ্লবে। দল গড়ে তোলার গরিশ্রমসাধ্য, ধেযশাল, মতাদশের প্রতি দায়বদ্ধ কাজ এঁদের আয়ত্তের বাইরে। ফলে দলে থাকলেও তাঁদের নেতৃত্বে তুলে আনা কঠিন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো কিছু জেলায় আবার গোষ্ঠীতন্ত্ৰে কমিটি থেকৈ বাদ পডছেন সম্ভাবনাময় তরুণরা। বিজেপিতেও এসব চলে।ধরে ফেলেছেন পশ্চিমবঙ্গে দলের পর্যবেক্ষক সনীল বনসাল। জেলা সভাপতিরা নাকি নিজেদের পদ সুরক্ষিত রাখতে বেছে বেছে নিজের অনুগামীদের সক্রিয় সদস্য করেছেন। বিজেপির নিয়মে সক্রিয় সদস্যরাই সাংগঠনিক ভোট দেওয়ার অধিকারী। কিন্তু এই যে এত এত সদস্য করা হচ্ছে, তাঁদের কাজ কী? নেতাদের তো কাজ বলতে পুজোপাঠ, হিন্দুত্বের প্রচার, মুখে মারিতং জগৎ। সাংগঠনিক, মতাদর্শগত কাজ যেটুকু হয়, করে দেয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন নিয়ে তৃণমূল স্তর থেকে আন্দোলন গড়ে তোলার বালাই নেই বিজেপিতে। শুভেন্দুর কথা শুনে মনে হয়, হিন্দুত্বের বাতাসে ভরে যাবে ইভিএমে পদ্মের বোতাম। তৃণমূলেরও সাংগঠনিক কাজ নেই। ভরসা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু, কন্যাশ্রী, বাংলা আবাস। আর আছে জমি-বালি-পাথরের কারবার আর তোলাবাজির অবাধ ছাডপত্র। এতে তরুণদের

রঙিন আলো মন কাড়ে...



ডুয়ার্স উৎসব ময়দানে। শুক্রবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

নতুন ছকে এগোনোর পরিকল্পনা

উত্তরে দায়িত্বে খোঁজ 'বিশ্বস্ত' নেতার

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গে দলের দায়িত্বে রাজ্যস্তরের কোনও শীর্ষ নেতার খোঁজে রয়েছেন মখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীৰ্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গকে বাগে আনার চেষ্টা করে চলেছেন নেত্রী। অথচ বারবার বিভিন্ন ভোটে হোঁচট খেতে হয়েছে তাঁকে। সর্বশেষ বিধানসভা ও লোকসভার ভোটে সেখানে আগের তুলনায় দলের কিছটা অগ্রগতি হলেও এখনও তা স্বস্তি দিতে পারেনি তাঁকে। উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি। আট জেলায় ক্রমেই প্রভাব বাড়াচ্ছে পদ্ম। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গের জেলাস্তরে উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহার ও মালদায় দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পরোক্ষে শাসকদল তৃণমূলের অগ্রগতির কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অনুমান নেত্রীর। শুক্রবার দলের বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, পাহাড় বাদে সমতলের জন্য রাজ্যস্তরের কাউকে তিনি চাইছেন,

দলে অন্তর্ধন্দ্ব সামাল দিতে পারলে তো ভালো কথা জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স ও দার্জিলিং পাহাড় এলাকার বাগানগুলি দলের শ্রমিক সংগঠনগুলির দেখভাল করার জন্য

যাঁর ওপর উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে

দলের দায়িত্ব দিয়ে তিনি কিছুটা

নিশ্চিত হতে পারেন। দলে সেরকম

কিছু অন্তৰ্দ্বন্দ্ব কোনও জেলায় হলে

শেষপর্যন্ত তিনিই দেখবেন। তবে তাঁর

আগে রাজ্যস্তবের কোনও শীর্ষ নেতা

নজরে

উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি

 এছাড়া, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূলের অগ্রগতির কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অনুমান

 তাই সমতলের জন্য রাজ্য স্তরের কাউকে মমতা চাইছেন বলে সূত্রের খবর

 যাঁর ওপর উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে দলের দায়িত্ব দিয়ে তিনি কিছুটা নিশ্চিত



বাজ্য আইএনটিটিইউসি সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে এই দায়িত্ব দেন তিনি। তাঁকে বিশেষ করে এই দায়িত্ব দেওয়ার পিছনে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ অনেকটা হাত ছিল বলেই দলের খবর। চা বাগানে দলের শ্রমিক সংগঠন দেখভালের দায়িত্ব এখন ঋতব্রতর ওপরই ছেড়ে রাখতে রাজ্যস্তরে দলের নেতাকে দায়িত্ব চান দলনেত্রী। তাছাড়া এই কাজে সাধারণ সম্পাদক অভিষেকেরও দেওয়া হয়নি। তবে মাঝে তৃণমূলের মাঝেমধ্যেই শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে প্রশাসনিক আলোচনা হয়ে গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি পাঠিয়ে থাকেন। সরকার কোনও অনুষ্ঠানে গেলেও শ্রমমন্ত্রী কাজের ফাঁকে সেখানে দলের চা বাগানের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন ও আলোচনা করেন। শুক্রবার দলের এক প্রভাবশালী শীর্ষ নেতা জানান, ২০২৬-এ ভোটের আগে উত্তরবঙ্গে জমি পুনরুদ্ধারে তৃণমূলনেত্রী নতুন ছকের ভাবনায় রয়েছেন। চা বাগান এলাকা বাদ দিলে উত্তরবঙ্গে সমতল শিলিগুড়ি সহ অন্যান্য জেলাগুলির জন্য দলের দায়িত্বে রাজ্যস্তরে দলের কোনও শীর্ষনেতাকে চাইছেন তিনি। এতদিন দলের প্রভাবশালী মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম বিশ্বস্ত নেতা অরূপ বিশ্বাস পাহাড় ও শিলিগুড়ির দায়িত্বে আছেন। বাকি সমতলের অন্যান্য জেলা দেখার জন্য দলের রাজ্যস্তরের কেউ তেমন ছিলেন না। কোনও জেলায় দলের অন্দরে

সমস্যা হলে বিচ্ছিন্নভাবে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মতো ব্যক্তিদের পাঠানো হত। এবার আর সেই ছকে না থেকে মখ্যমন্ত্ৰী তথা দলনেত্ৰী সামগ্ৰিকভাবে উত্তরবঙ্গে দলের রাজ্যস্তরের কোনও শীর্ষ নেতাকে দায়িত্ব দিতে চান একেবারে নতন ছকে এগোতে চাইছেন নেত্ৰী। এতদিন শিলিগুডি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শিলিগুড়ির মেয়র দলের দীর্ঘদিনের নেতা গৌতম দেবের ওপরই ভরসা করে এসেছেন নেত্রী। এখনও নেত্রী সেই ভরসা অটুট রেখেও দলের স্বার্থে আরও একজন কাউকে চাইছেন। এই নিয়ে নেনীব সঙ্গে একবার দলের সর্বভারতীয়

বীরপাড়ায় খোয়া যাওয়া গাড়ি উদ্ধার কোচবিহারে

বীরপাড়া, ১০ জানুয়ারি তিনদিন আগের কথা। ফালাকাটা ডালিমপুরের বাসিন্দা यानरभत्र भगाञ्चिकगावि वीत्रश्राष्ट्रा চৌপথিতে একটি গ্যারাজ থেকে খোয়া যায়। তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোচবিহার থেকে ওই গাড়িটিকে উদ্ধার করল বীরপাড়া থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে থানার পুলিশের সহযোগিতায় কোচবিহারের চকচকা এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা গাড়িটি উদ্ধার হয়েছে। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, 'বহস্পতিবার রাতে ম্যাক্সিক্যাবটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তদন্তে বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনের নাম উঠে এসেছে।

গাড়িটি মাদারিহাট-বীরপাড়া রুটে চলত। ৭ জানুয়ারি রাতে ম্যাক্সিক্যাবটি খোয়া যাওয়ার পর পুলিশের দ্বারস্থ হন মভবুল। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই সক্রিয় হয় আান্টি ক্রাইম টিম। এরপরই গাডিটি উদ্ধার হয়। তবে চুরি করে গাড়িটি



উদ্ধার করা ম্যাক্সিক্যাবের সামনে পুলিশ।

কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা এখনও জানা যায়নি। ম্যাক্সিক্যাবটি রাস্তায় বিকল হয়ে পড়ায় সেটি ফেলেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায় বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বীরপাড়ায় ছোটখাটো চুরির ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটে। তবে সম্প্রতি এভাবে গ্যারাজ থেকে গাড়ি উধাও করার দৃশ্য চোখে পড়েনি। কয়েক বছর আগে গ্যারাজের সামনে থেকে গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরি হয়েছিল। এমনকি নতুন বাসস্ট্যান্ডে রাখা বাসের যন্ত্রাংশ, ব্যাটারি নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পরবর্তীতে এধরনের কার্যকলাপে লাগাম টানতে তৎপর হয় পুলিশ। ফের দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত শুরু হওয়ায় চিন্তিত

ফের ব্রাউন সুগার উদ্ধার

জয়গাঁ, ১০ জানুয়ারি : দু'দিনের মাথায় ফের জয়গাঁ জিএসটি মোড় এলাকা থেকে ব্রাউন সগার উদ্ধার হল। বমাল দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে জয়গাঁ থানার পুলিশ। একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে দুই তরুণের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। ধৃত সফিকুল ইসলাম এবং জাকির হোসেন মালদার কালিয়াচক থেকে বীরপাড়ায় বলে খবর। এদিন দুপুরে বীরপাড়া থেকে জয়গাঁগামী একটি বাসে উঠে পড়ে তারা। ব্রাউন সুগার কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

পরিদর্শন

সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-এর এডিজি অনুপমা নিলেকর চন্দ্রা জয়গাঁর ভূটানগেট পরিদর্শন করলেন শুক্রবার সন্ধ্যায়। তিনি ভূটানের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন। ভূটানের ফুন্টশোলিংয়ের এডিএম জিগমে নুরবু, ফুন্টশোলিংয়ের এসডিও ছিলেন ওই বৈঠকে। পাশাপাশি তিনি এদিন এসএসবি-র বেশ কয়েকটি সেনাছাউনি ও পাশাখাগেট পরিদর্শন করেন।

গ্র্যান্ড ফিনালে

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ (এসপিএল) সিজন-৫ ক্রিকেটের গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠান হল শুক্রবার সন্ধ্যায়। এদিন সম্প্রীতির বার্তা দিতে ৫ কিমি একতাযাত্রা এবং মশাল দৌড় কর্মসূচি হয়। মশাল হাতে স্থানীয় ৫ জন অ্যাথলিট বারবিশা চৌপথি থেকে খেলার মাঠ পর্যন্ত দৌড় সম্পূর্ণ করেন।

নিষিদ্ধ বক্সায়

প্রথম পাতার পর

হোমস্টে, রিসর্ট মালিকদের আইনজীবীরা দাবি করেন, পরিবেশ আদালতের গঠিত কমিটি যথাযথ নিয়ম মেনে তৈরি করা হয়নি। মালিকদের পক্ষে আইনজীবী মহম্মদ শামিম এবং ভট্টাচার্যরা বলেন, 'ওই কমিটির গঠন অসাংবিধানিক। হোমস্টে বন্ধ করে দেওয়া ঠিক হবে না। পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রধান আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য পরে বলেন, 'আমরা আদালতে জানিয়েছি, হোমস্টে জন্য ক্ষতিকারক পরিবেশের নয়। রেভেনিউ ভিলেজের মধ্যেই হোমস্টেগুলো রয়েছে। পর্যটনের স্বার্থে হোমস্টের প্রয়োজন রয়েছে।

বৈষ্ণবনগর ও হবিবপুর, ১০ জানুয়ারি : সীমান্তে অশান্তি যেন অশান্তির পরেও শুক্রবার শুরু হলো না কাঁটাতাব তৈবিব কাজ। বিএসএফ বিজিবির মিটিংয়ের পরেও কেন তার বাঁধার কাজ শুরু হলো না. এদিকে. বৈষ্ণবনগর সীমান্তে এই অশান্তির মধ্যেই বামনগোলা ব্লকের খটাদহ সীমান্তে কাঁটাতার কেটে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করল পাচারকারীরা। কিন্তু বিএসএফের চেষ্টায় সেই কাজ সফল হয়নি। উদ্ধার হয় গবাদিপশু ও ধারাল অস্ত্র।

বৈষ্ণবনগর থেকে মণ্ডায় হয়ে কুম্ভীরা বাঁধ দিয়ে যেতে যেতে দুধারে সর্যের খেত। এসব দৃশ্য পেরিয়ে শুকদেবপুর শব্দলপুর এলাকা।

কাঁটাতারে বেড়া নেই। সেনিয়েই দুই দেশের স্নায়চাপ বেডেছে। শব্দলপুর পিছ ছাডছে না। বধ-বহস্পতিবার ঢকতেই স্বল মণ্ডলের দোকানে। চা খাচ্ছিলেন সোমনাথ মণ্ডল, রাজেশ মণ্ডলরা। সোমনাথ একটি

থমকে কাজ

বেসরকারি স্কুলে শিক্ষক। কথায় কথায় জানালেন, 'কাঁটাতারের বেডা দেওয়ার জন্য সীমান্ত লাগোয়া এই গ্রামের প্রায় ২০ জন বাসিন্দাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কর্মী হিসেবে তাঁরা যখন সেখানে কাজ করছিলেন, বাংলাদেশের সেনা সেই

স্তুকের এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে জাতীয় স্তুকের ওপর দাঁড়িয়েছিল।

মারতে বাধ্য হব।'

ও বিজিবির চার বার মিটিং হয়েছে। বিজিবির কড়া আপত্তির জেরে তাঁরা এই কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন। বৈষ্ণবনগর থানার বাখরাবাদের শুকদেবপুর-শব্দলপুর গ্রাম। সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম বাসিন্দারা রয়েছেন, তাঁরা পর্যন্ত সেখান থেকে চিৎকার করছিলেন বিজিবিকে সমর্থন করেছিলেন। কোনওভাবে সীমানা তৈরি করা যাতে না যায়, তার জন্য তারা সোমবার থেকেই ইন্ধন জোগাচ্ছেন। গতকাল কাজ হয়নি এদিনও তৎপরতা দেখা যায়নি।

হয়। স্থানীয় শ্রমিক যারা কাজে

গিয়েছিলেন, তাঁদের একজন সুজয়

মণ্ডল। বললেন, 'বিজিবি আমাদের

বলে কাজ বন্ধ করো, নইলে গুলি

বিএসএফ-এর দাবি, বিএসএফ

তাড়াতাড়ি তৈরি হয় ততই ভালো।' এখানেই মরাগঙ্গার কিছু অংশে সময় তাঁদের বাধা দেয়, হুমকি দেওয়া একাংশকে কবজায় রেখে দেওয়া যায়। ১৯৯৪ সালে তিনি প্রথম জলদাপাড়ার কয়েকটি সেরা কুনকির মধ্যে চম্পাকলি একটি। ওই হাতির মেনকা হাতির মাহুতের কাজ শুরু করেন। তাকে হাতে ধরে এই মাহুত হয়ে রবি গর্বিত। ২০০০ সাল

লাটাগুড়ি, ১০ জানুয়ারি : তার মুড কখন কেমন বোঝা যাচ্ছে না। কখনও সে শান্ত, কখনও আবার অশান্ত। একদিন রাস্তার উপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকছে। পরেই আবার চলন্ত বাইক বা গাড়িকে তাড়া করছে। দিনকয়েক ধরে লাটাগুডি এবং গরুমারা জঙ্গলের মাঝে দাঁতাল হাতিটি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুক্রবার একাধিকবার জাতীয় সড়কে উঠে পড়ে দাঁতালটি। প্রত্যেকবার সেটিকে জঙ্গলে পাঠান বন দপ্তরের পাশাপাশি 'ট্যুরিস্ট বন্ধু'র বিশেষ দায়িত্বে থাকা পলিশকর্মীরা। লাটাগুড়ি-চালসাগামী ৩১ নম্বর

জাতীয় সডকের দ'পাশে রয়েছে জঙ্গলের এই পথে মাঝেমধ্যে যায়। গত সপ্তাহখানেক ধরে জাতীয় নজরমিনারের গেটের ঠিক পাশে লাটাগুডি এবং গরুমারার জঙ্গল। হাতির পালকে চলাচল করতে দেখা



জাতীয় সড়কে এই দাঁতালই আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেখা যাচ্ছে একটি দাঁতাল হাতিকে। রাস্তার ওপর হাতি দেখতে পর্যটকরা 'মুডি' বুনোটির কখন কী মনে হয়, বৌঝা দায়। কখনও সেটি ঠায় দাঁডিয়ে থাকছে রাস্তার ওপর। কখনও আবার গাড়ি বা বাইক দেখে তেড়ে যাচ্ছে। গত মঙ্গলবার বিকেলে মহাকালধামের কিছুটা দূরে হাতিটি রাস্তায় চলাচল করা একটি বাইকের দিকে তেড়ে যায়। বাইক আরোহী

বাইক ফেলে কোনওরকম পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। হাতিটি অবশ্য তাঁর

শুক্রবারও একাধিকবার হাতিটি এদিন সকালে প্রথম কলাখাওয়া সচেতন করা হয়েছে।

অনেককেই দেখা হাতির ছবি তুলতে। খবর পেয়ে পুলিশের ট্যুরিস্ট বন্ধুর দায়িত্বে থাকা পলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সাইরেন বাজিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হয়। লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বললেন. 'হাতিটির ওপর নজরদারি চালানোর

গাড়ি দাঁড় করান। ভিড় জমান

আশপাশের এলাকার বাসিন্দারাও।

জন্য বনকর্মীরা লাগাতার টহল দিচ্ছেন। হাতিটির আশপাশে কেউ জাতীয় সড়কের ওপর উঠে পড়ে। যেন না যান, সেজন্য সাধারণ মানুষকে

তীয় সড়কে দাঁতালের দৌরা

শুভদীপ শর্মা

দুয়ারে গজরাজ

তখনও ঘুম ভাঙেনি ফালাকাটার। তার মধ্যেই 'হাতি হাতি' চিৎকার! বৃহস্পতিবার সকালটা এভাবেই শুরু হয়েছিল শহরবাসীর। কেউ কল্পনাও করতে পারেননি একেবারে দুয়ারে গজরাজ দেখতে পাবেন। বন দপ্তরের আবার শহর থেকে হাতি জঙ্গলে ফেরাতে এলাহি আয়োজন। সবমিলিয়ে বহস্পতিবারে এক অন্য সকাল দেখেছিলেন ফালাকাটাবাসী। সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখলেন তিন বাসিন্দা।

রাত প্রায় সাডে তিনটা।

প্রকৃতির ডাকে



সাড়া দিতে উঠেছিলাম কিন্তু হঠাৎ কিছ তুলসী সরকার শব্দ শুনে বের দৈশবন্ধপাড়া হই। ঘর থেকে

বের হয়েই দেখি এই বিশালাকার হাতি। তাও আবার দৃটি। আওয়াজ করিনি। চুপ করে বাড়ির ছাদে উঠে যাই হাতি দুটি তখন বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে গাছের পাতা খাচ্ছে। আবার ঘরে গিয়ে ফোনটা নিয়ে আসি। একে একে সবাইকে ডেকে তলি। বন দপ্তরকে ফোন করেও পাইনি। পরে থানায় ফোন করি। কিছক্ষণের মধ্যেই পলিশ চলে আসে। তারাই বন দপ্তরকে ফোন করে। এর মধ্যেই হাতি দুটি বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে। যাওয়ার সময় দুম করে গেটের শব্দ হয়। তাতেই আশপাশের সবাই উঠে পড়ে। জীবনে প্রথম একেবারে কাছ থেকে হাতি দেখা। তবে ওরা কোনও ক্ষতি করেনি। এর জন্য ওদেরই ধন্যবাদ। শুক্রবার অনেকে জানতে চাইছিলেন অনুভূতির ব্যাপারে। আমি বলেছি দিগভ্রান্ত হয়ে ওরা বাড়িতে এসেছিল। এখন ওরা ওদের জায়গায় ভালো থাকুক।



হাতি দেখতে ছাদের উপর উঠে পড়েন আশেপাশের সকলে।

হাতির দৌলতে আপ্যায়ন



আব্দুল মানান

ঘুম ভেঙে হঠাৎ দেখি মোবাইল বেজেই চলছে। আবার অনেকে এসে বাড়ির সামনে ডাকাডাকি করছেন। ভেবেছিলাম বড় কিছু, মানে কোথাও হয়তো আগুন লাগেছে বা কারও হয়তো গুরুতর অবস্থা। দ্রুত বিছানা থেকে উঠে পডি। বাইরে দেখি উঠোনে বন দপ্তর ও পুলিশের লোকজন। সামনে অনেক প্রতিবেশী। আমি তো চমকে যাই! তখন উপস্থিত সবাই আশ্বস্ত করে বলেন আমার বাড়ির পেছনে নাকি হাতি দাঁডিয়ে। এতে ভয় যেন দ্বিগুণ হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় অতিথি আপ্যায়ন। আমার বাড়ির পেছনের জঙ্গলে বিকাল পর্যন্ত ছিল হাতি দুটি। আর যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ বন দপ্তর, পুলিশ সকলেই বাড়িতে আসে। তাদের দিনভর চা খাওয়ানোর দায়িত্ব পরিবারকে দিই। হাতি দেখতে উৎসক প্রতিবেশীদের আনাগোনাও চলতে থাকে। বাপঠাকুরদার আমলের এই জঙ্গলে আগে সাপখোপ

ছিল। এখনও মাঝেমধ্যেই বের হয় কিন্তু বৃহস্পতিবার সাক্ষাৎ হাতি। এখনও ভাবলে আঁতকে উঠি। যেখানে হাতি দুটি আশ্রয় নিয়েছিল তার ৩০ মিটারের মধ্যেই আমাদের বসতভিটা। জঙ্গল থেকে ঘরের মাঝে একটি টিনের ভাঙাচোরা বেড়া আছে। যে কোনও সময় এই বেড়া ভেঙে হাতি উঠোনে চলে আসতে পারত। তবে বিকাল নাগাদ শান্তিপূর্ণভাবেই হাতি বাড়ির ঝোপ থেকে জঙ্গলে ফিরেছে। হাতির দৌলতে আমাদের বাড়ির পেছনের জঙ্গলও এখন 'স্টার'।

দুরন্ত হাতি



মাদারি রোড

একেবারে শান্ত প্রকৃতির হাতি সেগুলো। এখানে আসা হাতির রূপটা দিব্যেন্দু সাহা চৌধুরী <u>অবশ্য ভিন্ন</u> ছিল। বন দপ্তরের কড়া নির্দেশের জেরেই একটি বাডির ছাদে উঠে পড়েছিলাম। হাতিকে জঙ্গলে

এর আগে

সামনাসামনি হাতি

দেখেছিলাম সাকাসে।

ফেরাতে দিনভর চলে ব্যস্ততা। বিকালের দিকে সুভাষপল্লির মূল রাস্তা ধরে হাতি জঙ্গলে ফেরানোর উদ্যোগ নেয় বন দপ্তর। কিন্তু কিছ বোঝার আগেই ঝোপ থেকে হাতি বেরিয়ে তার ইচ্ছেমতো চলতে শুরু করে। একেবারে হাতির তাণ্ডব বলা চলে। হাতি যেদিক দিয়ে যাচ্ছিল একের পর এক বেড়া, প্রাচীর ভেঙে দিচ্ছিল। মাঝেমধ্যেই শুঁড় উঁচিয়ে দিচ্ছিল। গোটাটাই দেখছিলাম ছাদ থেকে। আমার মতো শয়ে-শয়ে মানুষ হাতি দেখতে ছাদেই দাঁড়িয়েছিলেন। হাতির দাপাদাপির ছবি মনে করলেই ভয় লাগছে। হাতি চলে যাওয়ার পর সাহস করে নীচে নামি। কোথাও বাড়ির অংশ তো কোথাও প্রাচীর ভাঙা দেখি। সাকাসে দেখা শান্ত হাতি আর জঙ্গলের হাতির মধ্যে যে পার্থক্য তা একেবারে সামনাসামনি বুঝতে



এই দেখ হাতির পায়ের ছাপ... শুক্রবার সকালে হাতির পায়ের ছাপ দেখতে ব্যস্ত উৎসাহী খুদের দল।

ফালাকাটা, ১০ জানুয়ারি : ভূমিকম্পের পর মাঝেমধ্যে কেঁপে ওঠে মাটি। তখনও আতঙ্ক থাকেন মানুষ। বৃহস্পতিবার ফালাকাটায় দাপিয়ে বেড়ানো হাতিদুটি সুস্থভাবেই জঙ্গলে ফিরে গেলেও ঠিক ভূমিকম্পের মতোই আফটার শক যেন পিছু ছাড়ে না। পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা সন্ধ্যার পর থেকেই আফটার শকে ভুগছিলেন। 'এই বুঝি হাতি এল' ভেবেই অনেকের রাতের ঘুম উড়ে যায়। বন দপ্তরের আশ্বাস. 'বখাটে হাতিদুটি বনে ফিরে গিয়েছে। তাই চিন্তার কোনও কারণই নেই।

জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, 'আফটার শকের কোনও কারণ নেই। তার কারণ আমরা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দুই হাতিকেই কুঞ্জনগরের ফিরিয়েছি। এটা অবশ্য সহযোগিতাতেই নাগরিকদের হয়েছে। তাই আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন থাকতে হবে।'

দাপিয়ে বেডায় দটি হাতি। তবে তেমন বড়সড়ো ক্ষতি করেনি। ঠিক ৫টা বেজে ১০ মিনিট নাগাদ দুটি হাতিই শহরের উত্তরদিকের রেললাইন চলে যায়। এরপর চুয়াখোলা হয়ে ওঠে কঞ্জনগরের জঙ্গলৈ। তখন প্রায় ৭টা বৈজে গিয়েছে। হাতি জঙ্গলে ফিরে যাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বন দপ্তর ও পুলিশ। তবে স্বস্তিতে

বসতি এলাকার কঞ্জনগরের বাসিন্দারা। পাশাপাশি যোগেন্দ্রপর এলাকার বাসিন্দারাও শহরের হাতি তাদের এলাকায় আসতে পারে বলে আতঙ্কে ছিলেন।

চুয়াখোলার বাসিন্দা পুরসভার কর্মী সুনীল রায় বলেন, 'রাতের দিকে অনেকেই ফোন করে বলেন এলাকায় নাকি এখনও হাতি আছে। হাতির ভয়ে দলীয় দুটি বৈঠক বাতিল করা

এখনও ভীতি

- হাতি দৃটিকে কুঞ্জনগরের জঙ্গলে ছাড়া হলেও আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না
- শুক্রবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও সন্ধ্যের পর কেউ আর বের হচ্ছেন না
- হাতির দাপাদাপি নিয়ে শুক্রবার দিনভর পাড়ায় পাডায় আলোচনা চলে

বৃহস্পতিবার ফালাকাটা শহর হয়। যদিও সারারাতেও আর হাতির কোনও সন্ধান পাইনি।'

যোগেন্দ্রপুরের বাসিন্দা মিলন বর্মনের কথায়, 'ফালাকাটা শহর থেকে দুটি হাতিই আমাদের এলাকায় পার হয়ে আশুতোষপল্লির দিকে চলে আসে। এরপর সন্ধ্যা হয়ে যায়। অনেকেই বলেছেন এলাকার জঙ্গলে নাকি হাতি দাঁড়িয়ে আছে। এদিন ভয়ে তাই আর বাজারে যাইনি।'

সুনীল ও মিলনবাবুর মতো

রাতে আর ফালাকাটার বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা বাড়ি বিশেষ বের হননি। এমনকি সন্ধ্যার পর এলাকার মোডে. বাজার, হাটেও রোজকারের ভিড়টা ছিল না। নাগরিকদের অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন করেছে বন দপ্তর।

এদিকে, বৃহস্পতিবার শহরের সুভাষপল্লির বাসিন্দা আব্দুল মান্নানের বাড়িতে ভোর থেকেই আস্তানা গেড়েছিল 'বখাটে' দই হাতি। বিকালের দিকে কুনকির সাহায্যে তারা চলে যায়। তবে শুক্রবার মান্নানবাবুর বাড়ির ওই জঙ্গল সোশ্যাল মিডিয়ায় 'সুপারহিট' হয়ে যায়। উলটো দৃশ্যও দেখা গিয়েছে।

বাড়ির পেছনে জঙ্গল নিয়ে আবার ক্ষোভ উগরে দেন এক বাসিন্দা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূভাষপল্লি প্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, আব্দুল মান্নানের বাড়ির পেছনে গভীর জঙ্গল। সেখানে সারাবছর বসে নেশার আসর। হয় নানা অসামাজিক কাজকর্ম। কিন্তু মান্নান তৃণমূলের দাপুটে নেতা। তাই ভয়ে আমরা কিছু বলতে পারি না। এমনকি ওই জঙ্গল এবং নেশার বিরুদ্ধে পুরসভা বা প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করে না।

এদিকে, হাতির বহস্পতিবার পুর এলাকার সব স্কুল বন্ধ ছিল। ১৬৩ ধারা জারি ছিল সুভাষপল্লি, সুভাষ কলোনি সহ বেশকিছু এলাকায়। শুক্রবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও ভীতি পুরোপুরি বহস্পতিবার রাতে এবং শুক্রবার যায়নি। দিনভর আলোচনাও চলে।

ডুয়ার্স উৎসবে ঢুকে দ্বিতীয় গেটের কাছেই আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের স্টল। এই স্টলে জেলা পরিষদ পরিচালিত হাটের তালিকা যেমন রয়েছে তেমনই প্রত্যেক পরিচালিত হাটের ছবিও রয়েছে। এর সঙ্গে বায়োগ্যাস, কমিউনিটি টয়লেট, কঠিন বৰ্জ্য পদাৰ্থ নিষ্কাশন সহ আরও নানা কাজের মডেল রয়েছে। 'জল বাঁচাও জীবন বাঁচাও', প্লাস্টিক দূষণ বন্ধের কাটআউট দিয়ে স্টল সাজানো রয়েছে।

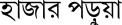


ভুয়ার্স উৎসবে এনজিও সাব কমিটির উদ্যোগে টক শো ও সেমিনার মঞ্চে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির পড়য়াদের কুইজ প্রতিযোগিতা ছিল। সাতটি স্কুলের পড়য়ারা অংশ নিয়েছিল। পরিবেশ, জেনারেল নলেজের ওপর বিভিন্ন প্রশ্ন

চা-এর বাহার

চা পছন্দ করেন না এমন মানুষ নেই বললেই চলে। আর শীতকালে সবথেকে জনপ্রিয় হল চা। আড্ডায় যেমন চা না হলে হয় না। আর যদি ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে হরেক রকমের চা পাওয়া যায়। তাহলে তো আর কোনও নেই। ডুয়ার্স

উৎসবের এক্সপোতে নানা ধরনের চা নিয়ে হাজির হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তন্দুরি কেশর চা, তন্দুরি কেশর এলাচ চা, লাল চা, মশালা চা পাওয়া যাচ্ছে। মেলায় ঢুকতেই চা



কিনে খেতে খেতে বাকি উৎসব

উপভোগ করছেন সকলে।

ডযার্স উৎসব চলাকালীন প্রতিদিনই মেলায় ঘুরতে আসছেন অনেকে। বিভিন্ন সরকারি স্টলের পাশাপাশি কেনাকাটা, খাওয়াদাওয়া যেন সন্ধেবেলার প্ল্যান হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার হাইস্কুল এবং অন্য স্কুল থেকে সবমিলিয়ে ১০০০ পড়য়া এসেছিল।



যোগ প্রতিযোগিতায়

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি । धि८ ८ ভুয়ার্স উৎসবের শিশু-কিশোর মঞ্চে একঝাঁক খুদে যোগ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এসেছে। সঙ্গে ছিল ক্যারাটে প্রদর্শনীও। কারও বয়স ৪, ৫। কারও আবার তার একটু বেশি। প্রতিযোগিতার কিছুক্ষণ আগে সৃজিতা, রুহি, রুদ্রনীলরা নিজেদের 'স্টেপ'গুলো ঝালিয়ে নিচ্ছিল। সকলের মুখে হাসি। বিভিন্ন জায়গা থেকে যোগ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ৩১টি গ্রুপ এসেছিল। তার আগে ক্যারাটে প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছিল। সেখানে ৫টি গ্রুপ অংশ

ছোটবেলা থেকেই সকলের শরীরর্চচা ও নানা বিষয় সম্পর্কে জানা উচিত, সেই ভাবনা থেকেই এই দুটো বিভাগকে রাখা হয়েছিল বলে জানানো হয় ওই মঞ্চের তরফে। সেইসঙ্গে, সন্ধ্যায় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। যেখানে বিভিন্ন স্কুল তো বটেই, তাছাড়া নাচ, গানের স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। ওই মঞ্চের যুগ্ম কনভেনার উৎসেন্দু তালুকদার ও জয়িতা শীল বলেন, আমাদের প্রতিদিন নতুন কিছু না কিছ ইভেন্ট থাকছে। আজকৈর ২টো ইভেন্টে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশ নিয়েছিল সকলে। শরীরচচর্বর ক্ষেত্রে ছোটরা এখন থেকেই যাতে এভাবে যুক্ত হয়, সেই কথা মাথায় রেখেই এই আয়োজন।

কেনাকাটা দুপুর বিভিন্ন করতে থেকেই ভিড় করছেন বয়সের মহিলারা। তাঁরা শীতের নানা জামাকাপড় যেমন কিনে নিয়ে যাচ্ছেন, তেমনই আবার ঘর

খদেদের অবশ্য পছন্দ 'রাইড।' বিভিন্ন রাইডে চড়তে বায়না ধরছে ওরা। সেই আবদার হাসিমুখে মিটিয়ে দিচ্ছেন অভিভাবকরা। উৎসবে খাওয়াদাওয়ার সম্ভারও আরেক আকর্ষণের জিনিস। চাইনিজ, মোগলাই থেকে শুরু করে নিত্যনতুন খাবার তো বটেই, রোজকার সিট্রট

ফুডও চেখে দেখছেন আগতরা। লোকসংস্কৃতি মঞ্চেও প্রতিদিনই নানান অনুষ্ঠান থাকছে। সকালে লোক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়েছে। যেখানে অনৈকেই অংশ নেন। এরপর সন্ধ্যায় টোটো সম্প্রদায়ের নৃত্য,

ছিল। আর বহস্পতিবার রাতে মূল মঞ্চে অনুষ্ঠান ছিল মধুবন্তী বাগচীর। অনেকে দূরদূরান্ত থেকে তাঁর অনুষ্ঠান দেখতে আসেন। অসম থেকে আসা একটি দলের বিহু নাচও উপভোগ করেছেন দর্শকরা।

ডুয়ার্স উৎসব সমিতির সম্পাদক অনুপ[®] চক্রবর্তী বলেন, 'গতকালও খুব ভালো অনুষ্ঠান হয়েছে। অনেকে এসেছিলেন। আশা রাখছি আজকেও ভালো অনষ্ঠান হবে। চন্দ্রবিন্দু ব্যান্ড পারফর্ম করবে।' এছাড়া, এক্সপো সহ অন্য স্টলগুলোতে ভালো ভিড়ই দেখা গিয়েছে।





ডুয়ার্স উৎসবের শিশু কিশোর মঞ্চে যোগ প্রতিযোগিতা। শুক্রবার।

শহরে

- ডুয়ার্স উৎসবে শিশু-কিশোর মঞ্চে হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা, মডেল প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ বচনা, সকাল সাড়ে ১০টা থেকে।
- শিশু-কিশোর মঞ্চে বিকেল ৫টা থেকে আমন্ত্ৰণমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- ডুয়ার্স উৎসবের লোকসংস্কৃতি মঞ্চে বেলা ১১টা থেকে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান
- 🔳 লোকসংস্কৃতি মঞ্চে বিকেল ৫টা থেকে আমন্ত্ৰণমূলক অনুষ্ঠান
- 'শঙ্খমালা' আলিপুরদুয়ার শাখার সহযোগিতায় এবং 'আবৃত্তি নীড়'-এর প্রচেষ্টায় সান্ধ্য অনুষ্ঠান। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার এলাকার একটি বৈসরকারি কলেজে।

গ্যাস সিলিভারে

আগুন

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি : গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লাগলেও রাধুনির উপস্থিত বুদ্ধির জেরে বড় ক্ষতির থেকে রক্ষা পেলেন বাড়ির মালিক। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুদীপ রক্ষিতের বাড়িতে রান্না করার সময় হঠাৎই ছোট গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লেগে যায়। ঝুঁকি নিয়েই সেই সিলিন্ডার বাড়ির বাইরে বের করে দেন রক্ষিতবাড়ির রাঁধুনি। তবে বাইরেও গ্যাস সিলিভারে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। ততক্ষণে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আলিপুরদুয়ার দমকলের একটি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গ্যাস সিলিন্ডারটি বাড়ির বাইরে ফাঁকা জায়গায় বের করার ফলে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটেনি বলে মনে করছেন সকলে। আলিপুরদুয়ার দমকল ওসি ভাস্কর রায় বলেন, 'ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ছোট গ্যাস সিলিন্ডার ছিল। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়নি।'

রক্তদান

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার প্রয়াত কংগ্রেস নেতা বিশ্বরঞ্জন সরকারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।জেলা কংগ্রেসের পার্টি অফিসে ৩১ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি শান্তনু দেবনাথ, জেলা যুব কংগ্রেস সভানেত্রী সানিয়া বর্ধন পাল, প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর সাহা, সম্পাদক সুব্রত সাহা সহ অন্যরা।





কুয়াশা আঁচল খোলো

পৌষ শেষ হয়ে আসছে। রোদমাখা সেই দিন ফিরে আর আসবে কি কখনও- পথেঘাটে বেজে ওঠে সেই জনপ্রিয় গান। এখন সকাল, বিকেল, সন্ধে জমে ওঠে কুয়াশার জঙ্গল। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত ঢেকে যায় সেই মায়ামাখা জঙ্গলে। পুরো এলাকাই যেন পাহাড়ের আবহাওয়ার মতো। এবারের প্রচ্ছদে আলোচনা সেই মায়ামাখা পরিবেশ নিয়ে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : বিজয় দে, কৌশিক জোয়ারদার ও রেহান কৌশিক গল্প : সৃস্মিতা সোম

ট্রাভেল ব্লগ: সৌভিক রায় বাংলাদেশ নিয়ে কবিতাগুচ্ছ: সেবন্তী ঘোষ

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

তার্বি ঘিরে নিরুতাপ শহরে

হোটেলের খোজ



গুয়াহাটির হোটেলে জেসন কামিংসের সঙ্গে রসিকতায় দিমিত্রিস পেত্রাতোস। ছবি : সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

জানুয়ারি : এত নিরুত্তাপ ডার্বি কে কবে দেখেছে হ

আইএসএল অন্য কোনও শহরের অন্য কোনও টুর্নামেন্টেও ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট মুখোমুখি হলে যে হইচই ব্যাপার শুরু হয়ে যায়, তার ছিটেফোঁটাও নেই এদিন গুয়াহাটিতে।বা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গুয়াহাটি, ১০ বলা ভালো, ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামের আশপাশ জুড়ে শনিবারের আসন্ন ডার্বির কোনও চিহ্নমাত্র নেই। এদিনের নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ও পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ শেষ হওয়ার পরই বেশি রাতে স্টেডিয়ামের দখল পাওয়ার কথা মোহনবাগান সূপার জায়েন্টের। তারপর রাতভর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিজেদের হোম ম্যাচের

হবে এই স্টেডিয়ামকে। এদিন অফলাইন টিকিট বিক্রি করা সম্ভব হয়নি মোহনবাগানের পক্ষে। কারণ নর্থইস্টের হোম ম্যাচ ছিল বলে স্টেডিয়ামের বক্স অফিস তাদের হাতে ছিল। ফলে শনিবার সকাল থেকেই একমাত্র অফলাইন টিকিট বিক্রি করা সম্ভব হবে।

তবে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা আসতে শুরু করেছেন। পল্টন বাজার এলাকায় হোটেলের খোঁজ চলছে, এমন খবরই দিচ্ছেন ্'ম্যাচটার জন্য শিলং ও শিলচর থেকে কতজন বাঙালি আসেন সেটাই দেখার। নাহলে মাঠ ভরানোর দায়িত্ব আপনাদের ওখানকার সমর্থকদেরই নিতে হবে। এখানে মানুষ নর্থইস্ট ছাড়া আর নিয়ে কাউকে অথাৎ দুই দল মিলিয়ে অন্তত হাজার দশেক সমর্থক না এলে বিবর্ণ লাগতে লিগের



সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১০ জানুয়ারি : অনুশীলন, পালটা গোয়েন্দাগিরি থেকে চোট-আঘাত, দলের পরিস্থিতি, ম্যাচ-ভেনু নিয়ে লুকোচুরি ও চাপানউতোর। কপোরেট কোচ-ফুটবলার-কর্তারা যে কীভাবে সেই সন্তরের দশকের বড় ম্যাচের মানসিকতা ও আবহে ফিরে গেলেন, বোঝা দায়!

পৌষ সংক্রান্তির জন্য শীত আবার জাঁকিয়ে বসার ইঙ্গিত দিলেও ডার্বি ঘিরে হঠাৎই উত্তাপ, শহর কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে সটান গুয়াহাটি পর্যন্ত। ডুরাভ কাপ, সুপার কাপ কী বিলুপ্তপ্রায় রোভার্স কাপ বা ফেডারেশন কাপের মতো আরও কিছু টুর্নামেন্টে কলকাতার বাইরে একে অপরের মুখোমুখি লড়াইয়ে নামার মতো উদাহরণ অজস্র আছে। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল, একে অপরের বিপক্ষে একমাত্র

আইএসএলে আজ

বেঙ্গালুরু এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সময়: বিকাল ৫টা, স্থান: বেঙ্গালুরু মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট, স্থান : গুয়াহাটি সম্প্রচার: স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

করোনার সময় দুই বছর ছাড়া আর হয়নি। আই লিগের সময়ে এরকম পরিস্থিতিতে দিন-তারিখ বদলে যেত কিন্তু ভেনু বদলের কোনও উদাহরণ মনে করা যাচ্ছে না। আর আইএসএলে প্রথম দুই মরশুম কোভিডের জন্য সব দলকেই একটাই জায়গায় খেলতে হয়েছে। ফলে ওটাকে ব্যতিক্রমীই ধরা উচিত। বরং 'আইএসএলের প্রচুর টাকা, ওরা যা ইচ্ছা তাই পারের মতো ভাবনা থেকে হঠাৎই বাস্তবের মাটিতে ধপাস করে পড়ে লিগের সবথেকে গ্ল্যামারাস লিগের দখল পেয়ে গেল গুয়াহাটির মতো এক্টা শহর। সৌজন্যে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ও রাজ্য সরকার। অসম-প্রশাসনও কম যায় না। কয়েকদিন ধরে খেলিয়ে শেষপর্যন্ত দিন দুয়েক আগে

এসব নিয়ে কোচদের বসে থাকলে তো চলে না। ১১ তারিখ ম্যাচটা খেলতেই হবে, এই বার্তায় অন্তত দিন দশেক আগে

অনুমোদন দেওয়াতেই সেটা পরিষ্কার।

বেড়ে চলা চোট-আঘাত মাথাব্যথা বাড়াচ্ছে অস্কার ব্রুজোঁর।

দলের সঙ্গে গুয়াহাটি এলেন না আনোয়ার

ডামাডোল পরিস্থিতি তৈরি হওয়া মাত্রই তাঁদের দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাই হোন কী অস্কার ব্রুজোঁ, দুই স্প্যানিশই নিজের নিজের লড়াইয়ের অস্ত্রে শান দিয়েছেন। অস্ত্রের ধার কার কেমন হল সেই পরীক্ষায় নামার আগেই অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে ইস্টবেঙ্গলের ঔজ্জ্বল্য খানিক কমই লাগছে। এমনিতেই আইএসএলে হেড টু হেডের তুলনা টানলে কিঞ্চিত লজ্জিতই হতে হয় লাল-হলুদ সমর্থকদের। প্রায় প্রতি ম্যাচের আগেই যা কোচেরা বলেন ব্রুজোঁর মুখেও সেই কথাই, 'আমার কোচিং জীবনের অন্যতম কঠিন ম্যাচ। শনিবার ওদের থামাতে যা যা করা দরকার, সবই করব এবং আশা করি. ম্যাচের পর সমর্থকদের মুখে হাসি यूप्टरा' भूरथ এই विना युक्त भूष्ट्यारमिनी না ছাড়ার কথা বললেও তিনিও জানেন,

তাঁর ঢালতরোয়ালের জোর বড়ই কম। দলে একাধিক চোট তাঁকে আরও বেশি করে সমস্যায় ফেলেছে। সাউল ক্রেসপো-মাদি তালাল, মহম্মদ রাকিপরা তো নেই। এমনকি এদিনের অনুশীলনে হঠাৎই অনুপস্থিত আনোয়ার আলির মতো গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার, সঙ্গে প্রভাত লাকড়াও। কোচ গম্ভীরমুখে জানালেন, 'আনোয়ার-প্রভাত লাকড়া দলের সঙ্গে যাচ্ছে না।' তাঁর বক্তব্য নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা তৈরি হল এতে। কতটা সত্যি বললেন আর কতটা প্রতিপক্ষকে ধাঁধায় রাখতে কথায় জল মেশালেন পরিষ্কার নয়। তবে যদি সত্যি হয় তাহলে ডিফেন্সের সঙ্গে মাঝমাঠ নিয়েও চাপ বাড়ল। সে মাঝমাঠে যতই সৌভিক চক্রবর্তী ফিট হয়ে ফিরুন না কেন। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের যতই অনিরুদ্ধ থাপা না থাকুন, মোলিনার দলের ভয়ংকর অ্যাটাক লাইনকে আনোয়ারবিহীন হেক্টর ইউন্তে-হিজাজি মাহের জুটি কীভাবে সামলান সেই কথা ভেবেই মাথার চুল ছিঁড়তে পারেন সমর্থকরা। সামনে অবশ্য এই ম্যাচে শুরু থেকে ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে নামিয়ে একটা ফাটকা খেলতে পারেন তিনি। মোলিনা আবার আগেই বলে নিলেন, 'ওদের অনুশীলনে কোনও গুপ্তচর লাগাইনি কারণ প্রতিপক্ষকে নয়, আমার ভাবনায় থাকে আমার দল।' এরপর বিশ্লেষণে যান. 'লিগের কোন পজিশনে দলটা আছে সেটা বড় কথা নয়। ডার্বি সবসময়ই ডার্বি। এর গুরুত্বই আলাদা। তাছাডা আগের ডার্বিতে অস্কার তখন সবে এসেছে। তারপর চার মাস কেটে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল এখন ওর পরিকল্পনামাফিক খেলার জন্য তৈরি বলেই আমার মত। তবে প্রতিপক্ষের লডাইয়ের জবাব আশা করি আমার ছেলেরা দিতে

তাঁর প্রথম একাদশে পরিবর্তন হলে একমাত্র জেসন কামিংসের জায়গায় গ্রেগ স্টুয়ার্ট শুরু করতে পারেন। চোট পাওয়া থাপার জায়গায় সাহাল আব্দুল সামাদ ও দীপক টাংরি আছেন খেলার জন্য। কিন্তু কে খেলবেন বা দুজনেই খেলবেন কিনা সেটা অবশ্যই নির্ভর করছে সামনে জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে কে, তার উপর। দিমিত্রিস পেত্রাতোস পরেই নামবেন, এটা নিশ্চিত। ইস্টবেঙ্গলের কাছে এখন চ্যালেঞ্জ মোহনবাগানের শেষদিকে স্টুয়ার্ট-দিমিদের মতো মানের ফুটবলারকে আটকানো। সেটা পারলে গুয়াহাটির মতো বাঙাল অধ্যুষিত অঞ্চলে মশাল জ্বলতে পারে শনি-রাতে। নাহলে ব্রহ্মপুত্রেও সেই পালতোলা নৌকোই চলবে।

করলেও দলে আত্মবিশ্বাসের অভাব

হবে। হিজাজি এককথায় মেনে নিলেন

কঠিন। এই ম্যাচটাও তার ব্যতিক্রম হবে

তাস আমাদের হাতেও লুকানো আছে: জৌম

১০ জানয়ারি খোশমেজাজে কিন্তু অসম্ভব ফোকাসড।

শনিবারের ডার্বি খেলতে নামার আগে জেমি ম্যাকলারেনকে দেখে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। চাপ আছে বলে যেমন মনে হল না, তেমনি এরকম একটা ম্যাচে তাঁর মতো তারকার গোল পাওয়াটা যে জরুরি এটা বুঝেই লক্ষ্যে স্থির। প্রথম ডার্বিতে নেমেই গোল পাওয়ার পর তাঁকে ঘিরে সমর্থকদের ভালোবাসা, পাগলামি, নির্ভরতা তৈরি হওয়া নিশ্চিতভাবেই ভোলেননি। তাই জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না, 'আমি এডিনবরা বা মেলবোর্ন ডার্বি খেলেছি ও গোল করেছি। কিন্তু কলকাতা ডার্বিই সেরা।' কেন, তার ব্যাখ্যাও দিলেন, 'মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট জার্সির, এই সবুজ-মেরুন রঙের একটা অন্য ওজন আছে। প্রতি সপ্তাহেই প্রতিটি দল আমাদের হারাতে চায়, এটা অনুভব করতে পারি। তাই আমাদের আরও আরও পরিশ্রম করে যেতে হয় নিজেদের সেরার জায়গায় রাখতে। আর সেই জন্যই সমর্থকদের কথা ভেবে কন্ট পাচ্ছেন ম্যাকলারেন, 'আমরা সত্যিই ওই বিশাল জনতার সামনে খেলতে চেয়েছিলাম। ভারতীয় ফুটবলের সেরা ম্যাচ, আমার তো মনে হয় এশিয়ারও। জানি না, কতজন গুয়াহাটিতে যেতে পারবেন। আশা করব, ভালো দর্শক থাকবে মাঠে। কারণ ডার্বি সবার কাছেই বিশেষ একটা ম্যাচ। আশা করছি, ম্যাচটা ভালো হবে। সমর্থকদের জয় উপহার দিতে চাই।

সবুজ-মেরুন সমর্থকরা অবশ্য এখনও তাঁর পারফরমেন্সে পুরোপুরি খশি নন। গোল করছেন বটে কিন্তু মেলবোর্ন সিটি এফসি-র বিধ্বংসী মেজাজে তাঁকে এখনও দেখা যায়নি।



ডার্বিতে কি খোলস ছেড়ে বেরোবেন সমর্থকদের প্রিয় ম্যাকা? অজি স্ট্রাইকারের জবাব, 'দেখুন এই লিগ কিন্তু মোটেই সহজ নয়। আমি এখনও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তবে এই ম্যাচ জেতার ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী। কারণ আমরা এখন জয়ের ধারাবাহিকতা রেখে যাচ্ছি। কলকাতার বাইরে ডার্বি খেলা, আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা হবে। জানি ওরা আমাদের থামাতে চাইবে।

নজরে পরিসংখ্যান

আইএসএল-এর শেষ সাতটি ডার্বির মধ্যে যে ছয়টি ম্যাচ শনিবার হয়েছে তার পাঁচটিতেই জিতেছে মোহনবাগান। ড্র একটি, ইস্টবেঙ্গল জয়হীন।

এবারের আইএসএল-এ ডার্বি সমেত শনিবার হওয়া প্রথম তিন ম্যাচে হেরে ফিরতে হয় ইস্টবেঙ্গলকে। আবার ১৪ ম্যাচে পাওয়া ১৪ পয়েন্টের আটটি তারা তুলে নেয় শনিবারের ম্যাচ থেকেই।

গুয়াহাটিতে তৃতীয় কলকাতা ডার্বি হচ্ছে। ১৯৯৬ সালে বরদলুই ট্রফির ফাইনালে প্রথম সাক্ষাৎকারে মোহনবাগান জয় পায় ২-১ গোলে। ২০০৯ সালে ফেডারেশন কাপ সেমিফাইনালে হওয়া দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে ২-০ গোলে জিতেছে ইস্টবেঙ্গল।

আইএসএল-এ নয়টি কলকাতা ডার্বির মধ্যে আটটিতে মোহনবাগান জিতেছে। একটি ড্র হয়।

সবমিলিয়ে ৩৮৫টি কলকাতা ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে ১৩৩টি। মোহনবাগানের জয়ের সংখ্যা ১৩০। ড্র হয়েছে ১২২টি।

তথ্য: হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কিন্তু আমাদের হাতের নীচে আরও কিছু তাস লুকোনো আছে।' নিশ্চিতভাবেই এই হুংকারটা ভালোভাবে নেবেন না লাল-হলুদ কোচ-ফুটবলার-কর্তা-সমর্থকরা। কিন্তু দিমিত্রিস পেত্রাতোস, গ্রেগ স্টুয়ার্টদের ফিট হয়ে ফেরা যে তাঁদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে একথা জানাতে দ্বিধা নেই ম্যাকলারেনের, 'চোট সারিয়ে দলে ফিরছে একাধিক ফটবলার। এতে আমাদের শক্তি বাড়বে।'

বড় ম্যাচে অস্কারের চন্তা বাড়াচ্ছে রক্ষণ শনিবারের বড ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের অনেক ভালো। চোট-আঘাতের জন্য

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ জান্য়ারি মোহনবাগান সপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গল বড় ম্যাচের আসর বসছে কলকাতা থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দুরে। তার ওপর শেষ দুই ম্যাচে লাল-হলদ যেভাবে পয়েন্ট খুইয়েছে তাতে তাদের সমর্থকরাও বোধহয় কিছুটা মুষড়ে পড়েছে। তাই মহারণের আগে কলকাতায় দল যখন

চূড়ান্ত মহড়া সারল, ফুটবলারদের শুভেচ্ছা জানাতে এলেন হাতেগোনা জনা সাতেক সমর্থক।

নতুন করে হারানোর কিছু নেই। মাঝে কয়েকজন ফুটবলাররের অভাব বোধ টানা দুই ম্যাচ জিতলেও ফের তাল নেই।' যদিও লাল-হলুদের সিংহভাগ কেটেছে। সেইসঙ্গে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে চোট-আঘাত সমস্যা। এর মধ্যেও ফুটবলারই বলছেন এই ডার্বিটা কঠিন শিবিরের মেজাজটা ঠিক রাখতে চেষ্টায় ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে এটাই তাঁর অন্যতম ত্রুটি রাখছেন না অস্কার ব্রুজোঁ। তবও চিন্তা যে থেকেই যাচ্ছে। সবুজ-মেরুনের কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। নন্দকুমার বিরুদ্ধে এই ম্যাচে অস্কারের সবচেয়ে শেখর বলে গেলেন, 'ডার্বি মানেই বড় চিন্তার জায়গা রক্ষণ। বিশেষ করে আনোয়ার আলির না থাকাটাকে না। তবে গুয়াহাটি আমার খুব পছন্দের চাইলেও কোনওভাবেই এড়িয়ে যেতে ভেনু। অনেক গোল আছে ওই মাঠে। পারছেন না তিনি। শুক্রবার চূড়ান্ত পর্বের এবারও সুযোগ পেলে গোল করতে মহড়াতেও হেক্টর ইউন্তে, হিজাজি চাই।' ক্লেইটন সিলভার গলায় অন্য

মাহের, লালচুংনুঙ্গাদের দিকে বাডতি নজর দেন স্প্রানিশ কোচ। আসলে মুম্বই সিটি বিরুদ্ধে এফসি-র রক্ষণের ভুলেই যে গোল ইজম করতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে। ডার্বিতেও

পুনরাবৃত্তি হোক, তা একেবারেই চাইছেন লাল-হলুদ কোচ। তবে দলের থাকাটাকে চাপে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন তিনি। এই

অনুশীলনে নাওরেম মহেশ সিং। ছবি : ডি মণ্ডল

প্রসঙ্গে বলেছেন, 'চাপ থাকাটা আমারা উপভোগই করি। মরশুমে পরিসংখ্যান ঘাঁটলেও দেখা যাবে আইএসএলের প্রথম ডার্বিতে একাধিক মাচে আমাদের জেতার সম্ভাবনা কম পিছিয়ে পড়ার পরও ছিল। সেখানে এখন পরিস্থিতি করেছে প্রত্যাবর্তন ইস্টবেঙ্গল। শনিবারও অনেক ভালো। চোট-আঘাতের কি তেমন কিছু হবে? জন্য কয়েকজন ফুটবলাররের অবশ্য সময়ই অভাব বোধ করলেও দলে বলবে। আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই।

তবে গত ডার্বির তুলনায় দলের পরিস্থিতি এখন অনেক ভালো বলেই মনে করছেন অস্কার। বললেন, 'আইএসএলের প্রথম ডার্বিতে আমাুদের জেতার সম্ভাবনা কম ছিল।

হেক্টর ইউস্তে।

ছবি : ডি মণ্ডল

এদিন মাঠ ছাডার সময় বললেন, 'ডার্বি তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অস্কার ব্রুজো

সুর। তিনি বেশ খোশমেজাজেই আছেন।



কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্রাউন্ডে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন সবে শেষ হয়েছে। সেইসময় হাজির বেশ কিছু মোহনবাগান সমর্থক। ডার্বির আগে দলের কোচ সহ প্রতিটি খেলোয়াড়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে শুভকামনা জানালেন তাঁরা। খেলোয়াড়রাও হাসিমুখে তাঁদেরকে জয়ের বিষয়ে একপ্রকার আশ্বস্ত করে গেলেন।

শনিবারের মহারণের আগে দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিংসরা একপ্রকার চাপমুক্ত রয়েছেন। যুবভারতীর ট্রেনিং গ্রাউন্ডে হাসিখুশি মেজাজেই দেখা গেল তাঁদের। আসলে ১৪ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শির্ষে রয়েছে বাগান। তার ওপর দলের একাধিক খেলোয়াড় গোলের মধ্যে রয়েছেন। তাই ডার্বির আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী বাগান ফুটবলাররা। তারপরও কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। বলেছেন, 'এই ম্যাচ অত্যন্ত

এখন আমাদের লক্ষ্য শুধু ডার্বি ম্যাচ। বাকি ম্যাচ নিয়ে ভাবতে নারাজ। শুধু

এটা বলতে পারি, চ্যাম্পিয়ন হতে

গেলে প্রতিটি ম্যাচ জিততে হবে। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা

গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ৯০ মিনিট সেরা ফুটবল খেলতে হবে, এটাই শেষ কথা। এর বাইরে কিছু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।'

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য ডার্বি কলকাতায় হচ্ছে না। আয়োজকরা গুয়াহাটিতে এই হাইভোল্টেজ ম্যাচটা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। ফলে অধিকাংশ সমর্থকই ডার্বি দেখতে যেতে পারছেন না। কলকাতা ডার্বিতে গ্যালারির যা উত্তাপ, সেটা গুয়াহাটিতে পাবেন না বাগান ফুটবলাররা। তবে সেইসব কিছুকে সরিয়ে 'বাঙালির চির আবেগের মহারণ'-এ নিজেদের বিজয় পতাকা ওড়াতে বদ্ধপরিকর জেমি ম্যাকলারেন, দিমিরা। তাই শেষবেলার

অনুশীলনে নিজেদের নিংড়ে দিলেন তাঁরা। এমনকি অনুশীলন শেষে হাসিমুখে গাড়িতে উঠলেও মনঃসংযোগ ধরে রাখতে সেভাবে কেউ কোনও কথা বললেন না। কোচ মোলিনাও মেনে নিয়েছেন, এই ডার্বি অন্যরকম হতে চলেছে। তিনি বলেছেন, 'কলকাতায় না হওয়ায় এই ডার্বি সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে চলেছে। আমাদের বেশিরভাগ সমর্থককে গুয়াহাটিতে পাব না। তবে আমরা চেষ্টা করব ম্যাচ জিতে সকল সমর্থকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে।' ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে কিন্তু

হাসিমুখেই দেখা গেল মোহনবাগান কোচ মোলিনাকে। মুখে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের ছাপ রয়েছে। দল রীতিমতো ছন্দে রয়েছে। ডার্বি জিতলে লিগ শিল্ড জেতার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে মোহনবাগান। তবে এখনই চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ভাবতে নারাজ বাগান কোচ মোলিনা। পরিষ্কার বলেই দিলেন, 'এখন আমাদের লক্ষ্য শুধু ডার্বি ম্যাচ। বাকি ম্যাচ নিয়ে ভাবতে নারাজ। শুধু এটা বলতে পারি, চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে প্রতিটি ম্যাচ জিততে হবে।' এখন দেখার, শনিবার ডার্বিতে মোহনবাগান নিজেদের জয়ের

ধারা বজায় রাখতে পারে কি না। গুয়াহাটির জ্যাম পার করে ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে হোটেলে পৌঁছেই ডিনার টেবিলে চলে যান কামিংসরা। রাতের খাওয়া লিস্টন বলে যান, 'আনোয়ারের দুর্ভাগ্যজনক। আশা করি ও দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।'







সেখানে এখন পরিস্থিতি

অন্যরকম ম্যাচ হলেও বাড়তি চাপ নিচ্ছি না।' তবে কলকাতার বাইরে বড় ম্যাচ, মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। এদিকে এদিন অনুশীলনের শুরুতে সাউল ক্রেসপোর সঙ্গে আলাদা করে কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় অস্কারকে। যদিও এই ডার্বিতে

জাদেজা অলরাউন্ডার ফিল্ডার, বললেন রে

শুভময় সান্যাল ও ভাস্কর সাহা

শিলিগুড়ি ১০ জান্যাবি · কালো জ্যাকেট ও জলপাই রংয়ের প্যান্ট পরে দুলকি চালে জন্টি রোডসের প্রবেশটাই নস্টালজিয়া উসকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মনে হবে ১৯৯২ সালের মতোই তিনি কলার উঁচু করে এখনই পয়েন্টে ফিল্ডিং

করতে দাঁড়িয়ে পড়বেন। সঙ্গে বাড়তি

উত্তর শেষে দুই হাত জড়ো করে নমস্কার।

লম্বা সময় ভারতে থাকার প্রভাব বোধহয়!

মাস ভারতে থাকছি, বাকিটা দক্ষিণ

আফ্রিকাতে। বলতে পারেন অর্ধেক

ভারতীয় হয়ে গিয়েছি আমি।' তাই হয়তো

ভারতীয় ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের

সম্পর্কে তাঁর মুখে বিস্তর প্রশংসা শোনা

জণ্টিও বললেন

'বছরে

ছয়

গেল। যে তালিকায় রোহিত শর্মা বিরাট কোহলি থেকে জসপ্রীত বুমরাহর নাম রয়েছে। সেরা প্রশংসাটা অবশ্য বরাদ্দ থাকল রবীন্দ্র জাদেজার জন্য। একইসঙ্গে প্রথমবার শিলিগুড়ি এসে জানিয়ে দিলেন দার্জিলিং চায়ে চুমুক দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।

■ টি২০ ফরম্যাটের আবিভাবের পর আমাদের সময়ের চেয়ে ক্রিকেট অনেক বদলে গিয়েছে। এখন এক-দুইজন নয়, গোটা দলের ফিল্ডিংয়ের মান অনেক বেডে গিয়েছে। কোনও দলে এখন এমন কাউকে পাবেন না মাঠে যাকে লুকিয়ে রাখতে হয়। গৌতম গম্ভীরের

কথায় ভারতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। যে কোনও কারণেই হোক শেষপর্যন্ত তা গ্রাহ্য হয়নি। তবে এজন্য আমার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। ভবিষ্যতে প্রস্তাব পেলে সানন্দে গ্রহণ করব। জন্টি রোডস

সিরিজটাও বিরাট-রোহিতের জন্য খারাপ গিয়েছে। তার মানে এই নয় ওরা ফুরিয়ে গিয়েছে। জীবনের মতো ক্রিকেটেও উত্থান-পতন আছে। দুইজনকেই আমি কিংবদন্তির তালিকায় রাখব। বিশ্বাস করি, খুব শীঘ্রই ওদের থেকে বড় ইনিংস দেখতে পারব।

দক্ষিণ আফ্রিকার সোনালি প্রজন্ম

■ টি২০ বিশ্বকাপে রানার্স হওয়ার পর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছানোয় আপনাদের হয়তো এমনটা মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি এভাবে দেখি না। ২ বছর আগেও আমরা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ৬-৭ নম্বরে ছিলাম। তখনও কিন্তু দলে অনেক ভালো ক্রিকেটার ছিল। আসলে এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

ক্রোনিয়ে না বাভুমা

■ (হেসে) বাভুমার নেতৃত্ব আমি দেখিনি। টিভিতে দেখে সব কিছু বোঝা যায় না। নির্বাসনের অন্ধকার সময় পেরিয়ে হ্যানসি ক্রোনিয়ের অধিনায়কত্বে আমর সামনে হাঁটা শুরু করেছিলাম। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তোলার জন্য বাভুমাকে

প্রত্যাখানেও নেই ক্ষোভ

■ গৌতম গম্ভীরের কথায় ভারতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। যে কোনও কারণেই হোক শেষপর্যন্ত তা গ্রাহ্য হয়নি। তবে এজন্য আমার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। ভবিষ্যতে প্রস্তাব পেলে সানন্দে গ্রহণ করব। আইপিএলের হাত ধরে যেভাবে ভারত দারুণ সব প্রতিভা বেরোচ্ছে তারপর কে না আর ওদের সঙ্গে কাজ করতে চাইবে?

ডিপিএসের ক্রিকেট

 খুব সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছে ছোট ছোট ছেলেরা। শুরুতেই এত দর্শকের সামনে খেলা ওদের বড় মঞ্চের জন্য তৈরি করে দেবে। কয়েকটি ছেলেকে তো আমার বেশ ভালো লাগল।



ওয়াংখেড়ের পঞ্চাশ বছর

তারকামেলায় শচীন-সানির সঙ্গে রোহিত

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পঞ্চাশ বছর পূর্তি। ঐতিহাসিক মুহূর্তকে রঙিন করে রাখতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা (এমসিএ)। সংবর্ধনা দেওয়া হবে মুম্বই ক্রিকেটের একঝাঁক কিংবদন্তিকে। তারকাদের যে মেলায় সনীল গাভাসকার, শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে থাকছেন রোহিত

মুম্বই রাজ্য দলের খেলোয়াড় থেকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক সংখ্যাটা বেশ লম্বা ওয়াংখেড়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে জীবিত যে প্রাক্তন অধিনায়কদের মধ্যে শচীন. গাভাসকার, রোহিত ছাড়াও থাকবেন দিলীপ বেঙ্গসরকার, শাস্ত্রী. আজিঙ্কা রাহানে. সূর্যকুমার যাদব। মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ডায়না এডুলজিকেও সংবর্ধনা জানাবে এমসিএ।

৫০ বছর আগে ১৯ জানুয়ারি আত্মপ্রকাশ ঘটে ওয়াংখেড়ের। ব্যাবোর্ন স্টেডিয়ামকে সরিয়ে ক্রমশ মুম্বই ক্রিকেটের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। একঝাঁক স্মরণীয় মুহর্তের পাশাপাশি ২০১১ সালের বিশ্বজয়ের স্মৃতি জড়িয়ে এই স্টেডিয়ামের সঙ্গে। ১২ তারিখ থেকে অনুষ্ঠানের সূচনা। গ্রান্ড সেলিব্রেশন ১৯ জানুয়ারি। শচীনদের সঙ্গে যেখানে সংবর্ধনা জানানো হবে ওয়াংখেড়েতে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণির ম্যাচের অংশগ্রহণ করা মুম্বই দলের খেলোয়াড়দেরও।

রোনাল্ডোর নজিরে জয় নাসেরের

রিয়াধ, ১০ জানয়ারি : সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল আখদৌদের বিরুদ্ধে গোল করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে একটানা ১৪ বছর গোল করার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি।

২০০২ সালের অক্টোবর মাসে স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে কেরিয়ারের প্রথম গোলের দেখা পেয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকে প্রতিবছর গোল করেছেন চল্লিশ ছুঁতে চলা এই 'তরুণ'। বহস্পতিবার আল আখদৌদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আল নাসের। দলের আফ্রিকান তারকা সাদিও মানে ২৯ ও ৮৮ মিনিটে দুইটি গোল করেন। ৪২ মিনিটে রোনাল্ডো পেনাল্টি থেকে একটি গোল করেন। আখদৌদের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন সেভিয়ার গডউইন। এই ম্যাচের শেষে ১৪ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে আল নাসের। ১৩ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে আল ইত্তিহাদ।

ম্যাচে নয়া নজির গড়ার পর সমাজমাধ্যমে রোনাল্ডো বলেছেন. 'বছর শুরু করার সেরা উপায়।' এই মূহর্তে রোনাল্ডো ১১টি গোল করে সৌদি প্রো লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌডে রয়েছেন। বর্তমানে রোনাল্ডোর কেরিয়ারে মোট গোলসংখ্যা ৯১৭টি। হাজার গোলের মাইলফলক স্পার্শ করতে আর মাত্র ৮৩টি গোল দরকার। রোনাল্ডো সেই নজির গড়তে পারেন কি না, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা ফুটবল বিশ্ব।

অলরাউন্ডার ফিল্ডার

অপেক্ষায় রয়েছেন দার্জিলিং চায়ে চুমুক দেওয়ার

পাওনা হিসেবে রয়েছে প্রতিটি প্রশ্নের ■ নিউজিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপস অসাধারণ ফিল্ডার। তবে আমি সুরেশ রায়নার ফিল্ডিংয়ের ফ্যান। এখন অবশ্য ও অবসর নিয়ে ফেলেছে। জাদেজা মাঠের যে কোনও জায়গাতেই সমান দক্ষতায় ফিল্ডিং করতে পারে। গালি-পয়েন্ট-ডিপের সঙ্গে বাউন্ডারি লাইনেও ওর তৎপরতা অবাক করার মতো। আমি ওকে ফিল্ডিংয়ে অলরাউন্ডার বলব।

বিরাট অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে ভারতীয় দলের ফিটনেসের মান অনেকটা উন্নত হয়েছে। তাই বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে প্রথম দশ ক্যাচের তালিকা করেও সেরা বাছতে ভোট নিতে হয়। এখন বাউন্ডারি লাইনে লাফিয়ে যেভাবে ক্যাচ নেওয়া হয়. সেটা আমার সময় ভাবতেও পারতাম না।

রোহিত-বিরাটে আস্থা

নিউজিল্যান্ডের পর অস্ট্রেলিয়া

রবি-বিদায়ে বিতর্ক দেখছেন যোশি



ডিপিএস শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে জন্টি রোডস। শুক্রবার।

ইসলামাবাদ, ১০ জানুয়ারি : গত তিন মাসে এই নিয়ে চতুর্থবার। চ্যাম্পিয়ন ট্রফির প্রস্তুতি খতিয়ে

দেখতে পাকিস্তানে পর্যবেক্ষকদল পাঠাল আইসিসি। লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, তিনটি স্টেডিয়ামে সংস্কারের কাজ নিয়ে আশঙ্কার মেঘ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কাজের গতিপ্রকৃতি দেখতেই আইসিসি-র প্রতিনিধিদল পাকিস্তানে।

হল অফ ফেমে' ইনজি-মিসবা

গত তিন মাসে এই নিয়ে চতুর্থবার। করাচি স্টেডিয়ামের

সংস্কারের কাজ ঘুরে দেখে প্রতিনিধিদল। স্টেডিয়ামের বিভিন্ন অংশ খতিয়ে দেখে। দেখেন করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের মল বিল্ডিংও। বাদ যায়নি মিডিয়া সেন্টার, মিডিয়া গ্যালারি সহ কনফারেন্স হল। ছবিও তোলেন বিভিন্ন অংশের।

কয়েকদিন আগে স্টেডিয়ামের সংস্কারের কাজ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে



বুধবারও লাহোরের গদ্ধাফি স্টেডিয়ামে ছড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে ইটের টুকরো, বালি-পাথর ও নির্মাণ সামগ্রী।

সমালোচনা হয়। 95 ডিসেম্বরের মধ্যে স্টেডিয়ামের কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও অর্ধেক কাজও নাকি হয়ে ওঠেনি। বিকল্প ভাবনায় পাকিস্তান থেকে পুরো টুর্নামেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরানোর কথাও শোনা যাচ্ছে।

পিসিবি যদিও ফের সেই আশঙ্কা নস্যাৎ করে দিয়েছে। দাবি করা হয়েছে, কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। ১২ ফেব্রুয়ারির আগে তিন স্টেডিয়ামের দায়িত্ব আইসিসির হাতে তুলে দিতে কোনও সমস্যা হবে না। ১৯ ফেব্রুয়ারি

উদ্বোধনী ম্যাচের আগে পুরোদস্তর তৈরি হয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঢাকে কাঠি পডবে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক পালটা দাবি করেছেন, সংবাদমাধ্যমে সত্যতা যাচাই না করেই বিভিন্ন খবর রটানো হচ্ছে। পিসিবি, আইসিসি, টুর্নামেন্টের সহযোগী পার্টনার. সমর্থকদের সংশয়ে ফেলতে এই ধরনের চেষ্টা। এর প্রভাব পড়ছে টিকিট বিক্রি,

টুর্নামেন্টের মার্কেটিংয়েও। এদিকে, পিসিবি-র 'হল অফ ফেম'জায়গা পেলেন ইনজামাম-উল- হক, মিসবা-উল-হকরা। দুই তারকা ছাড়া তালিকার নতুন সদস্য হলেন মুস্তাক মহম্মদ, সঙ্গদ আনোয়ার। ইনজিরা যুক্ত হবেন ইমরান খান. জাভেদ মিয়াঁদাদ, ওয়াসিম আক্রাম, ওয়াকার ইউনিস, জাহির আব্বাস, ইউনিস খান, হানিফ মহম্মদ, আব্দুল কাদিরদের এলিট তালিকায়।

এদিকে, ইংল্যান্ডের পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে না খেলার আর্জি জানাল সেদেশের সরকার। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী গেটন ম্যাকেঞ্জি এই আর্জি করেছেন। আফগানিস্তানের শাসক এখন তালিবান। সে দেশের মেয়েদের উপর বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা এনেছে তারা।যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মেয়েদের ক্রিকেট খেলতে না দেওয়া। যা মেনে নিতে পারছে না বিভিন্ন দেশ। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'ক্ৰীডামন্ত্ৰী হিসাবে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারব না যে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে কি না। কিন্তু আমি যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম, তা হলে খেলতে নিষেধ করতাম।

ভাষায় প্রশ্ন করতে সমস্যা আছে?

চেন্নাই, ১০ জানুয়ারি : হিন্দি কি ভারতের রাষ্ট্রীয়

ভাষাং নাকি সরকারি ভাষা মাত্রং প্রশ্নগুলি নিয়ে

রাজনৈতিক চাপানউতোর নতুন নয়। এবার সেই

ভাষা বিতর্কের আগুনে ঘি ঢাললেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

জানিয়েছেন, হিন্দি মোটেই দেশের রাষ্ট্রভাষা নয়।

হয়ে এই কথা বলেন সদ্য অবসর নেওয়া অফস্পিন

তারকা। অশ্বীনের যে ভিডিও নিয়ে রীতিমতো হইচই।

হিন্দি ভাষাকে হেয় করার জন্য যেমন সমালোচনাও

হচ্ছে, তেমনই অনেকে সমর্থন করে প্রশংসায় ভরিয়ে

কলেজের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত হয়েছিলেন অশ্বীন। সেখানেই ছাত্রদের সঙ্গে

কথা বলার সময় ভাষা প্রসঙ্গ সামনে আসে। যেখানে

অশ্বীন জিজ্ঞাসা করেন, কারও কি ইংলিশ ও তামিল

তামিলনাডুর একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং

দিয়েছেন।

কলেজের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হাজির

সবাই সিডনি টেস্টের প্রথম ইনিংসে ঋষভের রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়ের কথা ভূলে শুধু দ্বিতীয় ইনিংসের কথা বলেছে, যা ঠিক নয় i বোঝা উচিত, রক্ষণাত্মক ব্যাটিং করার ক্ষমতা রয়েছে ওর মধ্যে। আমার মতে, এই ব্যাপারে ঋষভ বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরাও।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন

অশ্বীন জানতে চান, কারা কারা ইংরেজিতে স্বাচ্ছন্দ্য। সমস্বরে যার উত্তর দেয় ছাত্ররা। ফের জিজ্ঞাসা করেন তামিল ভাষা? সেখানেও সমস্বরে সায় দেয় ছাত্ররা। তখন একজন ছাত্র জানতে চায় হিন্দিতে? জবাবে অশ্বীন বলেন, 'মনে হয়, এর উত্তর ইতিমধ্যেই আমি দিয়ে দিয়েছি। হিন্দি আমাদের জাতীয় ভাষা নয়. সরকারি ভাষা।' যা তামিল বনাম হিন্দি ভাষা নিয়ে চলে আসা বিতর্ককে নতুন করে উসকে দিয়েছে।

নিজের শিক্ষাগত কৈরিয়ার নিয়েও খোলামেলা আলোচনা করেন। ছাত্রদের হাল না ছাড়ার পরামর্শ দেন। শেখার প্রচেষ্টা, নিজেকে আরও ধারালো করে তোলার প্রক্রিয়া সবসময় সচল রাখতে হয়। পরিস্থিতি যেমনই হোক পরিশ্রমে ঘাটতি রাখলে চলবে না।

ঋষভ পন্থকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অশ্বীন। অস্ট্রেলিয়া সফরে বেহিসেবি শটে বারবার উইকেট দেওঁয়া নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন উইকেটকিপার-ব্যাটার। রক্ষণ নিয়ে দুর্বলতার কথা অনেকে তুলে ধরেছেন। যদিও অশ্বীনের দাবি, বিশ্বের অন্যতম সেরা রক্ষণের অধিকারী ঋষভ।

অশ্বীনের যুক্তি, 'সিডনি টেস্টে দুই ইনিংসে

দুইরকম ব্যাটিং দেখেছি ঋষভের থেকে। ওর শরীরের প্রতিটি জায়গায় বলের আঘাত লেগেছে। ৪০ করেছিল সম্ভবত ঋষভের সবচেয়ে শান্ত ইনিংস। একই ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে বিস্ফোরক হাফ সেঞ্চুরি। যা নিয়ে প্রচুর প্রশংসা হয়েছে। সবাই প্রথম ইনিংসে ঋষভের রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়ের কথা ভূলে শুধু দ্বিতীয় ইনিংসের কথা বলেছে, যা ঠিক নয়। বোঝা উচিত, রক্ষণাত্মক ব্যাটিং করার ক্ষমতা রয়েছে ওর মধ্যে। আমার মতে, এই ব্যাপারে ঋষভ বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরাও। যা মোটেই সহজ নয়। নেটে ওকে বল করেছি। কিছতে আউট করা যেত না। না খোঁচা, না লেগবিফোর। ওকে একাধিকবার যা বলেওছি।'

তামিলনাড়র এক কলেজের অনুষ্ঠানে রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

এদিকে, অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথে অশ্বীনের হঠাৎ অবসরের নেপথ্যে বিতর্কের গন্ধ পাচ্ছেন নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুনীল যোশি। প্রাক্তন স্পিন তারকা বলেছেন, 'আমি অবাক হয়েছিলাম। দ্বিতীয় ও ততীয় টেস্টের মধ্যে কী এমন ঘটেছিল যা নিয়ে এত রাখঢাক। অশ্বীনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চায় না। আধনিক ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তি। ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান দেখানো উচিত। কিন্তু রাতারাতি যা ঘটেছে, তা সামনে আসা দরকার। ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড. নিবচিক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত যা সামনে

ভারতীয় বোলিংয়ে কোনও ভারতীয় পেসারকে না দেখেও অবাক প্রাক্তন স্পিনার। যশ দয়াল, খলিল আহমেদরা ছিলেন। কিন্তু ওদের কেউ সুযোগ পায়নি। একজন বাঁহাতি পেসারের মধ্যে একজন খেললে পেস বোলিংয়ের বৈচিত্র্য বাড়ত, দল লাভবান হত, দাবি

পিছনে লেখা নাম।

্সেই জার্সির ছবি দিয়ে ছোট একটা পোস্ট। রবীন্দ্র জাদেজার সেই পোস্টকে কেন্দ্র করেই সমাজমাধ্যমে হইচই। জাড্ডু কি এবার ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চলেছেন?



এই পোস্টেই জল্পনা তৈরি হয়েছে।

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি : টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের সাদা জার্সি।

জবাব জানা নেই কারও।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে দেশে ফেরার পর জাদেজার এমন পোস্টকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের পর জাড্যুও এবার ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চলেছেন। চর্চা ক্রমশ বাড়ছে। জাদেজার পোস্টে অনেকেই তাঁকে অবসবের আগাম অভিনন্দনও জানিয়েছেন। যদিও সেই সবের পালটা কোনও জবাব দেননি তিনি।



টেস্ট জার্সি দিয়ে রবীন্দ্র জাদেজার

ফলে জাদেজার অবসর জল্পনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

বেঙ্গালুরুকে নিয়ে সতর্ক মহমেডান

১০ জানুয়ারি : শেষ দুইটি ম্যাচে স্পোর্টিং ক্লাবের আত্মবিশ্বাস কিছুটা ফিরেছে। শেষ ম্যাচৈ ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে লড়াই করে পয়েন্ট এনেছে আন্দ্রেই চেরনিশভের ছেলেরা। শনিবার সামনে বেঙ্গালুরু এফসি। শেষ ম্যাচে পরাজিত হয়েছেন সুনীল ছেত্রীরা। তবে তাদের গুরুত্ব দিচ্ছেন মহমেডান কোচ আন্দ্ৰেই চেরনিশভ। বলেছেন, 'বেঙ্গালুরু খুব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, মাঠে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে হারিয়ে ছিল। তাই শেষ ম্যাচে হেরে ছ। তলানিতে থাকা মহমেডান গেলেও ওদের হালকাভাবে নিলে চলবে না। কারণ পরের ম্যাচে বেঙ্গালুরু আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করবে।

নর্থইস্টের বিরুদ্ধে মহমেডান রক্ষণ দুদন্তি খেলেছিল। তবে খেলোয়াডরা সেভাবে ছন্দে নেই। তাই গোলের সমস্যা মেটাতে নবাগত স্ট্রাইকার মনবীর সিংকেও বেঙ্গালুরু নিয়ে গিয়েছেন কোচ চেরনিশভ। হয়ত ভালো দল। বেশ কয়েকজন জাতীয় সনীল ছেত্রীদের বিরুদ্ধে তাঁর সাদা-দলের ফুটবলার রয়েছে। ওরা ঘরের কালো জার্সিতে অভিষেক হতে

রবি এখনও সেভাবে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেনি। ও খুব ভালো খেলোয়াড়। সন্তোষ ট্রফিতে অনেক গোল করেছে। তবে সন্তোষ ট্রফি ও আইএসএলের মানের বিশাল ফারাক রয়েছে। দলের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে রবির এখনও সময়

আন্দ্রেই চেরনিশভ

তারকা স্ট্রাইকার রবি হাঁসদাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাঁকে আরও সময় দিতে চান চেরনিশভ। তিনি বলেছেন, 'রবি এখনও সেভাবে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেনি। ও খুব ভালো খেলোয়াড়। সন্তোষ ট্রফিতে অনেক গোল করেছে। তবে সন্তোষ ট্রফি ও আইএসএলের মানের বিশাল ফারাক রয়েছে। দলের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে রবির এখনও

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে কার্ড সমস্যা মিডিও মিরজালোল কাশিমভ।আরেক

পারে। তবে সন্তোষজয়ী বাংলা দলের ডিফেন্ডার গৌরব বোরাও অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাই অনেকটা স্বস্তিতে রয়েছেন চেরনিশভ। তবে চোটের জন্য এই ম্যাচে সামাদ আলি মল্লিককে পাবে না মহমেডান। তাঁর পরিবর্তে আদিঙ্গা খেলবেন।

এদিকে বক্ষণ শক্ত কবতে করতে বাংলার সন্তোষজয়ী দলের সদস্য জুয়েল আহমেদ মজুমদারকে সই করিয়েছে মহমেডান। সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে, স্ট্রাইকার সমস্যা মেটাতে অস্ট্রিয়ান ফুটবলার মার্ক আন্দ্রে শমারবকের সঙ্গে কথাবার্তা কাটিয়ে দলে ফিরছেন উজবেক প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছ সাদা-কালো

ফাইনালে এল ক্ল

গত অক্টোবরে লা লিগার এল ক্লাসিকোয় হারতে হয়েছিল রিয়াল ফাইনালে বার্সেলোনাকে হারিয়ে তার বদলা নেওয়ার সুযোগ কালোঁ প্রথমার্ধে আন্সেলোত্তির রিয়ালের সামনে।

আগের রাতেই আথেলেটিক বিলবাওকে হারিয়ে মরুশহরে এল ক্লাসিকোর মঞ্চ তৈরির প্রাথমিক ফেলছিলেন জুডে বেলিংহাম, গেঁথে দেন রডরিগো।

বৃহস্পতিবার রাতে মায়োরকাকে আন্সেলোত্তির দলের সমান দাপট ৩-০ গোলে হারিয়ে সুপার কাপ মাদ্রিদকে। স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে প্রথম গোলটি তুলে নেন বেলিংহাম। নিল মাদ্রিদ জায়েন্টরা। ম্যাচের ৯০ মিনিট পর্যন্ত ম্যাচের ফল ছিল আক্ৰমণ লাগাতার করে গেলেও গোলমুখ খুলতে শুরুতেই আত্মঘাতী গোল করে পারেনি রিয়াল। প্রতিপক্ষ রক্ষণের সামনে গিয়ে বারবার খেই হারিয়ে

বজায় ছিল। ফলস্বরূপ ৬৩ মিনিটে ১-০। তবে যোগ করা সময়ের বসেন মায়োরকার মার্টিন ভালজেন্ট। ৯৫ মিনিটে কফিনে শেষ পেরেকটি

এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার সুপার কাপ ফাইনালে মুখোমুখি र्वार्स्स्टाना-तियान। वन क्रांभिरका প্রসঙ্গে রিয়াল কোচ আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'ক্লাসিকো নিয়ে অনুমান করা কঠিন। শেষ দুইবার ফাইনালের মধ্যে একবার ওরা আমাদের হারিয়েছে, একবার আমরা হারিয়েছি বার্সাকে। এবারও ম্যাচটা উপভোগ্য হবে বলেই আমার ধারণা।'



গোলের পর রিয়ালের জুডে বেলিংহাম।

ভাটিয়া দায়িত্ব পাচ্ছেন। বিশেষ সাধারণ সভায় বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় থাকতে চলেছেন বলে খবর। পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদানের জন্য জয়কে বিশেষ সংবর্ধনাও দিচ্ছে বোর্ড। জানা গিয়েছে, এসজিএমের আগে জয়কে সংবর্ধিত করবেন বিসিসিআইয়ের বর্তমান শীর্ষ কর্তারা। যেখানে বিসিসিআইয়ের সব পদাধিকারীর পাশে বিভিন্ন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার

<u>থাকতে পারেন এসজিএমে</u>

জয় শা-কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : টিম ইন্ডিয়ার মতোই

ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর অবদানের কথা মাথায় রেখে জয়কে বিশেষ

ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনেও পালাবদল চলছে। গত ১ ডিসেম্বর ভারতীয়

ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব পদ ছেডে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা

আইসিসি-র চেয়ারম্যান পদে বসেছেন জয় শা।

সংবর্ধনা দিতে চলেছে বিসিসিআই। রবিবার

বিসিসিআইয়ের বিশেষ সাধারণ সভা। মুম্বইয়ে এই

সভাতেই জয়ের উত্তরসূরি হিসেবে বোর্ড সচিবের

পূর্ণ দায়িত্বে আসতে চলেছেন অসমের দেবজিৎ

সইকিয়া। কোষাধ্যক্ষ পদে ছত্তিশগডের প্রভতেজ সিং

সদস্যরাও থাকতে পারেন বলে খবর। সন্ধ্যার দিকে মম্বই থেকে বোর্ডের এক কর্তা বলছিলেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে জয়ের বিশাল অবদান রয়েছে। সেকথা মাথায় রেখেই জয়কে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। জয়কে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে এসজিএমে হাজির থাকার আহ্বানও জানানো হয়েছে।' জয় শেষ পর্যন্ত এসজিএমের আসরে হাজির থাকবেন কিনা, রবিবারই ম্পষ্ট হবে। তার আগে বিসিসিআইয়ের অন্দরে নতুন দায়িত্বে আসতে চলা

সচিব-কোষাধ্যক্ষকে নিয়ে রয়েছে উৎসবের মেজাজ। আগামী নয় মাসের জন্য বোর্ডের সচিব-কোষাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব সামলাবেন দেবজিৎ-প্রভতেজরা।

ওম্বাডসম্যানের পদত্যাগ, হইচই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : এক ব্যক্তি, এক পদ। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় আগেই ছিল। অথচ, সেই রায় উপেক্ষা করে বাংলা ক্রিকেট সংস্থায় ওম্বাডসম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন বিচারপতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। রবীক্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তিনি জড়িত রয়েছেন। তাঁকে নিয়ে শেষ কয়েকদিনে বিস্তর অভিযোগ

জমা হয়েছিল সিএবি-তে। মূল অভিযোগ ছিল স্বার্থ সংঘাতের। চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত গতরাতে তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বাংলা ক্রিকেট সংস্থার ওম্বাডসম্যান। তাঁর ইস্তফার খবর সামনে আসার পরই হইচই শুরু হয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরে। প্রশ্ন উঠেছে, বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এত বড় ভুল কীভাবে

করেছিলেন। যার স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়নি। সিএবি-র সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সচিব নরেশ ওঝারা এই ব্যাপারে মন্তব্যে নারাজ। মনে করা হচ্ছে. এমন ঘটনার মাধ্যমে বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরের কোন্দল নতুনভাবে সামনে এল। আগামী ২২ জানুয়ারি ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের আগে সিএবি-র শীর্ষ কর্তারা নতুন কাউকে ওম্বাডসম্যানের দায়িত্ব দেন কিনা, সেটাই দেখার।

খাবারে বিষ মেশানোর অভিযাগ জকোভিচের



কোচ অ্যান্ডি মারের সঙ্গে নোভাক জকোভিচ। শুক্রবার মেলবোর্নে।

মেলবোর্ন, ১০ জানয়ারি : বলে অভিযোগ জোকারের। সার্বিয়ান রবিবার শুরু অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। টেনিস তারকা বলেছেন, 'ওই ঘটনার পর আমার কিছু শারীরিক নোভাক জকোভিচ-অ্যান্ডি মারে সমস্যা দেখা দেয়। সার্বিয়ায় ফিরে জুটিরও নতুন পথ চলা শুরু। একদিকে ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোয় শরীরে সিসা এবং পারদের নমুনা মেলে। তখনই বাকিদের ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ জোকারের সামনে, অন্যদিকে কোচ বুঝতে পারি খাবারে বিষ মেশানো হয়েছিল।' তবে এবার সবকিছু মারের কাছেও নতুন চ্যালেঞ্জ। তবে মেলবোর্ন পার্কে অভিযান দূরে সরিয়ে রেখে কোর্টেই ফোকাস ক্রতে চান জকোভিচ। শুরুর আগে পুরোনো বিতর্ক আরও

একবার উসকে দিলেন সার্বিয়ান ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক টেনিস তারকা। নোভাক যেসব কোচের হাত কোভিডের টিকা না নেওয়ায় ধরে সবচেয়ে বেশি সাফল্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পেয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি মারিয়ান ভাজদা, বরিস বেকার, গোরান ইভানিসেভিচ। আর সেই জকোভিচকে। এমনকি ভিসা বাতিল করে তাঁকে অস্ট্রেলিয়া থেকে বের ইভানিসেভিচকে সরিয়েই এবার মারেকে কোচ হিসাবে নিয়োগ করে দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছিল। সেসময়ই তাঁর খাবারে বিষ মিশিয়ে করেছেন নোভাক। তাই মারের দেওয়ার মতো মারাত্মক ঘটনা ঘটে কাছেও নতুন চ্যালেঞ্জ। বলেছেন,

চুয়াখোলা সমবায়

কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ভায়া-ফালাকাটা, জেলা-আলিপরদ্য়ার

রেজি নং-২, তারিখ-২৯-৭-৭৫

পরিচালন কমিটি নির্বাচন সংক্রান্ত

বিজ্ঞপ্তি চড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ-

১৫-০১-২০২৫. মনোনয়নপত্র জমা ঃ

১৫-০১-২০২৫ থেকে ১৮-০১-২০২৫

নির্বাচনের তারিখ - ১২-০২-২০২৫

বিশদ বিবরণের জন্য সমিতি কার্যালয়ে

জিততে পারিনি। বলা ভালো জিততে আমাকে দেয়নি। এবার সেই অপ্রাপ্তিটা পুরণ করতে চাই।' আসলে মেলবোর্ন পার্কে পাঁচবার ফাইনাল খেললেও একবারও খেতাব ছুঁতে পারেননি ব্রিটিশ তারকা। এবার কোচ হিসাবেই সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চান।

ওই ঘটনার পর আমার কিছ শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। সার্বিয়ায় ফিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোয় শরীরে সিসা এবং পারদের নমুনা মেলে। তখনই বুঝতে পারি খাবারে বিষ মেশানো হয়েছিল।

> নোভাক জকোভিচ (২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়া ওপেন খেলতে এসে বিতাড়িত হওয়া প্রসঙ্গে)

এদিকে, গত মার্চে দুইবার পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার। তাঁর শরীরে ওয়াডার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা একটি ড্রাগের নমুনা পাওয়া যায়। তবুও সিনারকে নিবাসিত করেনি বিশ্ব টেনিস সংস্থা। তাই নিয়ে কয়েকমাস আগে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। সেই সিনারের ফোকাস এখন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। ডোপিং বিতর্ক প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'এ বিষয়ে আপনারা যতটুকু জানেন, আমিও তাই জানি। এটা ভূলে গিয়েছি বললে মিথ্যা বলা হবে, তবে এটা আর মাথায় রাখতে চাই না।'

মালয়েশিয়ায় সেমিফাইনালে সাত্ত্বিকসাইরাজ-চিরাগ

কুয়ালালামপুর, ১০ জানুয়ারি : মালয়েশিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ডাবলসৈ সেমিফাইনীলে উঠলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেডিড-চিরাগ শেট্টি। গতবারের রানার্স সাত-চি জুটি এদিন ৪৯ মিনিটে উড়িয়ে দেন মালয়েশিয়ার ইয়ু সিন অঙ্গ-ই ই তিও-কে। ভারতীয়দের পক্ষে ম্যাচের স্কোর ২৬-২৪, ২১-১৫। শনিবার সেমিফাইনালে সাত-চিদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়ার ওন হো কিম-সিয়ুঙ্গ জায়ে সিও।





বৃন্দাবনে পরিবার নিয়ে কীর্তন শুনলেন বিরাট কোহলি। বিরাটকে পরোহিত প্রেমানন্দজি মহারাজ পরামর্শ দিয়েছেন, অনুশীলনে কোনও খামতি না রাখার। অনুষ্কাকে দেখা যায় তাঁর পায়ে গড় হয়ৈ প্রণাম করতে।

সেমিফাইনালে জোড়াই



ম্যাচের সেরা প্রলয় দাস।

কোয়াটারে

সূর্যনগর

আলিপুরদুয়ার, ১০ জানুয়ারি :

জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন

ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল

সূর্যনগর ক্লাব। শুক্রবার দিতীয়

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩

কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৭ উইকেটে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল প্লে গ্রাউন্ডকে হারিয়েছে। প্রথমে কামাখ্যাগুড়ি ১৯.৩ ওভারে ১৩৫ রানে গুটিয়ে যায়। পার্থ দাস ৩৬ রান করেন। বিশ্বজিৎ পাল ২৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে জোড়াই ১২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রলয় দাস ৬১ রান করেন। উজ্জ্বল দাস ৫০ রানে নেন ২ উইকেট। শনিবার ষষ্ঠ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে বারবিশা একাদশ এবং কামাখ্যাগুড়ি ডিএমসি।

ক্রিকেট একাদশ। শুক্রবার পঞ্চম প্রি-

উইকেটে মিলন সংঘকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে মিলন প্রথমে ৩৩ ওভারে ২০৫ রানে অল আউট হয়। দীপক কার্জি ৬৩ রান করেন। সাগরনীল রায় ১৪ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে সুর্যনগর ৩০.২ ওভারে ৭ উইকেটে ২০৬ রান তুলে নেয়। সোনা দেব ৫৬ বান করেন শুভজিৎ সাহা ৪২ রানে নিয়েছেন ৫

সুরেন্দ্র আগরওয়াল ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন ম্যাক উইলিয়াম

১০ জানুয়ারি : ১৯তম সুরেন্দ্র আগরওয়াল টুফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল। শুক্রবার ফাইনালে ঘরের মাঠে ডিপিএস শিলিগুড়ি ৮ রানে তাদের কাছে হেরে যায়। টসে জিতে ম্যাক উইলিয়াম ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৬ রান করে। তুহিন সাহা ৪৫ বলে রেখে এসেছে ৬৮ রান। অঙ্কিত আনন্দ ৪২ রানে ২ উইকেট নেয়। জবাবে ডিপিএস ২০ ওভারে ৪ উইকেটে আটকে যায় ১৫৮ রানে। শুভম দাস ২৫ রানে নেয় ২ উইকেট। ফাইনালের সেরা অভনীশ আগরওয়াল ৫১ বলে ৮৩ রান করেছে। প্রতিযোগিতার সেরা ক্যাচের জন্য পুরস্কৃত করা হয় ডিপিএস শিলিগুডির দিশাঙ্ক জৈনকে। ডিপিএস ফুলবাড়ির সান আলম প্রতিযোগিতার সেরা ফিল্ডার। ব্যাটে-বলে পারফরমেন্সের জন্য শুভুম ঘোষিত প্রতিযোগিতার সেরা

হেরিটেজ

স্কুল

হয়েছে। দুন



ট্রফি নিয়ে জন্টি রোডসের সঙ্গে ফোটোসেশনে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল।

পেয়েছে ফেয়ার প্লে ট্রফি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন জন্টি রোডস।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্র আগরওয়ালের স্মৃতিতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে শতাধিক লোক ছিলেন বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের আহমেদ প্রমুখ।

প্রেসিডেন্ট কমলেশ আগরওয়াল ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির চেয়ারম্যান শারদ আগরওয়াল ডিপিএস ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিঞ্চা আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ির অধ্যক্ষা অনীশা শর্মা, ডিপিএস রক্ত দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিলিগুড়ির অধ্যক্ষা মনোয়ারা বি

India's Leading Trade Fair in your City জোড়াই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল জোড়াই Organised by: Organised by: BHARAT CHAMBER OF COMMERCE Supported by : India International JOY TRADE FAIR **Dadabhai Sporting Club Ground - Siliguri** 10-20 January, 2025 | 12 Noon to 9 pm ALL AC PAVILIONS Participation from 5 Countries and 15 States . High Volume of Matured Business Contact: 98300 24507 / 87778 11672

KHOSLA ELECTRON











Ph: 9147393600









NEW YEAR

GIFTS

FREE BAGPACK, MOUSE, BLUETOOTH SPEAKER & PEN DRIVE







CUSTOMER

CARE NO.







FREE Neck Band With Every Mobile



₹ 6,500 on CC



ODDO



Ph: 9874241685





Backup Services



Ph: 98742 33392



EMI 2,992

DØLL











